রঘুবংশ।

মহাকবিকালিদাসবিরচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের

অনুবাদ।

৺ চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ প্রণীত।

চতুর্দ্দশ সংস্করণ।

কলিকাতা।

মেট্‌কাফ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৪৯।

PRINTED BY SASI BHUSHAN BHATTACHARYYA,
METCALFE PRESS.
56, AMHERST STREET.
PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
148, BARANASI GHOSH'S STREET, CALCUTTA.
1892.

বিজ্ঞাপন।

প্রায় উনবিংশতি শতাব্দী অতীত হইল মহাকবি কালিদাস ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার এক জন প্রধান রত্ন বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক কবিত্বশক্তি সর্ব্বত্র সুবিদিত আছে। কাব্য নাটক উভয়বিধ রচনায় তাঁহার ন্যায় অসামান্য নৈপুণ্য অন্যের দেখা যায় না। কালিদাসপ্রণীত গ্রন্থ পাঠ করিলে চমৎকৃত ও মোহিত হইতে হয়। আহা তাঁহার রচনা কি সরল, মধুর ও আদ্যোপান্ত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত!

সেই অদ্বিতীয় কবি রঘুবংশের রচয়িতা। সংস্কৃত ভাষায় যে সকল মহাকাব্য দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে রঘুবংশ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার ন্যায় চমৎকারিণী ও মনোহারিণী রচনা আর কোন কাব্য গ্রন্থে লক্ষ্য হয় না। এই গ্রন্থ যখন পাঠ কর, তখনই নূতন বোধ হয়। ইহাতে সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের জীবন চরিত, রাজনীতি, সুললিত হিতোপদেশ, এবং কাব্যশাস্ত্রে বর্ণনীয় যে কিছু উৎকৃষ্ট বিষয়, তৎসমুদায়ই বর্ণিত আছে। আর ইহাকে সূর্য্যবংশের প্রাচীন ইতিহাস বলিলেও বলা যাইতে পারে। অধিক কি বলিব, সমগ্র রামায়ণ অধ্যয়ন করিলে যাদৃশ ফললাভ হয়, রঘুবংশ পাঠে তাহার স্থূল তাৎপর্য্য সমুদায় জানিতে পারা যায়।

আমি রঘুবংশের এই সকল গুণ নিরীক্ষণ করিয়া এবং আমার কোন হিতৈষী বান্ধবের পরামর্শ লইয়া অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। পঞ্চম সর্গ পর্য্যন্ত অনুবাদ করা হইলে সংস্কৃত কালেজের পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ অশেষগুণসাগর শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে দিয়াছিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিশ্রমস্বীকারপূর্ব্বক সেই অংশটী অবলোকন করিয়া আমাকে লিখিতে আদেশ করেন। অধুনা উক্ত কালেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত

ই, বি, কাউএল, এম, এ, মহোদয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত উৎসাহের উপর নির্ভর করিয়া বহু ব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। ইহা সংস্কৃত রঘুবংশের অবিকল অনুবাদ নহে। অশ্লীল অংশ সকল এক বারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। যে সকল সংস্কৃত ভাব বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিলে বিরস হইয়া উঠে তাহাও পরিত্যাগ করা গিয়াছে, এবং স্থানে স্থানে সুশ্রাব্য বোধে দুই একটি নূতন বিশেষণ পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফলতঃ সংস্কৃত রঘুবংশ পাঠে সহৃদয় লোকদিগের যাদৃশ প্রীতিলাভ হয়; ইহা পাঠ করিলে তদনুরূপ প্রীতি লাভের কোন রূপেই সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, যদি পাঠকবর্গের যৎকিঞ্চিৎ সন্তোষকর হয় তাহা হইলেই পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্ম্মা।

কলিকাতা, সংস্কৃত কালেজ।
২৫ জ্যৈষ্ঠ, সংবৎ ১৯১৭।

চতুর্দ্দশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

শুনিয়াছি এই গ্রন্থ সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করিবার অল্পদিন পরেই স্বর্গীয় পিতৃদেব ইহার পুনর্মুদ্রাঙ্কন মানসে আদ্যোপান্ত সংশোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তাঁহার সে ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। অতএব এতাবৎকাল রঘুবংশ প্রায় একভাবেই বারংবার প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু এই সংস্করণে তৎপ্রদর্শিত আদর্শের অনুকরণ ও তদীয় অভিপ্রায় যথাসাধ্য কল্পনা করিয়া স্থানে স্থানে ভাব ও ভাষার পরিবর্ত্তন এবং দুর্ব্বোধ্য ও রুচিবিরুদ্ধ অংশ সকল সরল ও সংশোধিত করিতে চেষ্টা পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীআশুতোষ শর্ম্মা।

রঘুবংশ।

প্রথম সর্গ।

সূর্য্যতনয় মনু নৃপতিবংশের আদিপুরুষ ছিলেন। তাঁহার বিশুদ্ধ বংশে দিলীপ নামে এক সুবিখ্যাত ভূপাল জন্ম গ্রহণ করেন। দিলীপ অলৌকিক গুণসম্পন্ন ও অসামান্য পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল, আজানুলম্বিত বাহুযুগল এবং স্থূলোন্নত কলেবর অবলোকন করিলে বোধ হইত যেন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভূমণ্ডলে অবস্থিতি করিতেছেন। মহারাজ দিলীপ লোকোত্তরবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াও আপন বিদ্যা ও বুদ্ধির কিছুমাত্র অভিমান করিতেন না। মহীয়সী ধীশক্তি, অবিচলিত উৎসাহ ও স্থিরতর অধ্যবসায়প্রভাবে তাঁহার সকল কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহিত হইত। তিনি প্রজাদিগের হিতসাধনার্থে করগ্রহণ করিতেন, লোকস্থিতিরক্ষার্থে দণ্ডবিধান করিতেন এবং দুর্জ্জয় রিপুবর্গ আত্মবশে রাখিয়া ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতেন। তিনি রমণীয় বিষয়সুখ অনুভব করিতেন, কিন্তু কিছুতেই ব্যসনী ছিলেন না। সকলের ধন ও প্রাণের প্রভু ছিলেন, কিন্তু কদাচ ক্ষমাপথের বহির্ভূত হইতেন না। অসামান্য বদান্য হইয়াও আত্মশ্লাঘার লেশমাত্র প্রদর্শন করিতেন না। তাঁহার স্বভাব এত গম্ভীর ছিল যে, আকার বা ইঙ্গিত দেখিয়া কেহ তাঁহার মনোগত ভাব উন্নয়ন

করিতে পারিত না। তিনি পিতার ন্যায় প্রজাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিক্ষা প্রদান করিতেন। তাঁহার শাসনপ্রভাবে কেহ অসৎ পথ অবলম্বন করিতে সাহসিক হইত না এবং চিরাগত সদাচারপদ্ধতির অণুমাত্রও অতিক্রম করিতে পারিত না। তদীয় অধিকারকালে দস্যু বা তস্করের কিছুমাত্র উপদ্রব ছিল না, এবং প্রজাগণ পরম সুখে কালযাপন করিত। দিলীপ নিজ দোর্দ্দণ্ডবলে সমস্ত দিগ্বিজয় করিয়া সমুদায় ভূমণ্ডল একটি নগরীর ন্যায় অনায়াসে শাসন করিয়াছিলেন।

মগধরাজদুহিতা সুদক্ষিণা দিলীপের মহিষী ছিলেন। মহিষীর অসামান্য রূপলাবণ্য ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি অশেষ গুণগ্রাম বশতঃ রাজা তাঁহাতে সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি সুদক্ষিণার গর্ভে বংশধর কুমার হইবে বলিয়া মনে মনে নিতান্ত আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোরথসিদ্ধির অধিকতর বিলম্বদর্শনে হতাশ হইয়া দিন দিন সর্ব্ব বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইতে লাগিলেন।

অনন্তর নরপতি উপযুক্ত অমাত্যহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া মহিষীকে সঙ্গে লইয়া বিঘ্নশান্তির মানসে কুলগুরু বশিষ্ঠ ঋষির পুণ্যাশ্রমগমনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। অধিক সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে লইলে আশ্রমপীড়া হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা; এই নিমিত্ত অল্পসংখ্যক আনুযাত্রিক সঙ্গে চলিল।

রাজা ও রাজ্ঞী এক রমণীয় রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। যাত্রাকালে অনুকূলপবনসন্দর্শনে রাজা মনে মনে নিতান্ত প্রীত হইলেন। ক্রমে ক্রমে নানা গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে বনমার্গে উপনীত হইলেন। ভূপাল অরণ্যদর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন, কোনস্থানে সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চারদ্বারা বনরাজী ঈষৎ কম্পিত ও সুশোভিত

করিতেছে ; এবং কুসুমগন্ধে চারি দিক্ আমোদিত হইতেছে ; স্থানান্তরে গভীর রথনির্ঘোষ শুনিয়া মেঘগর্জ্জন জ্ঞানে ময়ূরময়ূরীগণ ঊর্দ্ধ নয়নে কেকারব করিতেছে ; কোথাও বা রথমার্গের অনতিদূরে হরিণহরিণীগণ অশ্রুতপূর্ব্ব রথরব শুনিয়া অনিমিষ নয়নে রথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে, কোন স্থলে উন্মদ সারসগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নিরবলম্ব পুষ্পমালার ন্যায় গগনমার্গে উড্ডীন হইতেছে, স্থলান্তরে অমল নবনীজলে সুকোমল অরবিন্দ সকল প্রস্ফুটিত হইয়া বনস্থলী ধবলিত ও মকরন্দগন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিয়াছে এবং হংস বক চক্রবাক প্রভৃতি নানাজাতীয় জলচর পক্ষিগণ কলরব করিতেছে, মধুকরগণ মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া গুন্ গুন্ রবে পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমণ করিতেছে, কোন কোন বনপ্রান্তে গোপবৃদ্ধেরা উপহার দিবার নিমিত্ত হৈয়ঙ্গবীন হস্তে করিয়া রাজার দৃষ্টিপথে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

রাজা ও সুদক্ষিণা এইরূপ বনশোভা সন্দর্শন করিতে করিতে সায়ংকালে বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমপদে উত্তীর্ণ হইলেন এবং দেখিলেন তাপসগণ বনান্তর হইতে সমিৎকুশাদি আহরণ করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছেন ; মৃগকুল আশ্রমকুটীরের অঙ্গনভূমিতে শয়ন করিয়া রোমন্থন করিতেছে। তাপসতনয়ারা আলবালে জলসেচন করিয়া তৎক্ষণাৎ দূরে গমন করিলে, তপোবনস্থ বিহঙ্গমেরা বৃক্ষহইতে নামিয়া বিশ্রব্ধমনে জলপান করিতেছে এবং যজ্ঞীয় হবির্গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত হইতেছে।

অনন্তর নৃপবর সারথির প্রতি অশ্বদিগকে বিশ্রাম করাইবার আদেশ দিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সুদক্ষিণাকে নামাইলেন। ঋষিগণ, রাজা ও রাজ্ঞীকে তপোবনে আগত দেখিয়া পরম সমাদরে যথোচিত সভাজন করিলেন। মহর্ষি সায়ন্তন সত্র সমাপন করিয়া অরুন্ধতী সহিত বসিয়া আছেন, এমত

সময়ে রাজা ও রাজ্ঞী উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ করিলেন এবং ভক্তিভাবে গুরু ও গুরুপত্নীর চরণ গ্রহণ করিলে তাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ভূপাল ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলে মহর্ষি রাজর্ষিকে রাজ্যের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন। রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আপনি যাহার রক্ষাকর্ত্তা তাহার রাজ্যে দৈবী বা মানুষী আপদের সম্ভাবনা কি? আপনকার হোমপ্রভাবে আমার রাজ্যে সতত সুবৃষ্টি হইতেছে, আপনকার মন্ত্রবলে আমার বিপক্ষগণ সুদূরপরাহত হইয়া রহিয়াছে, যুদ্ধের কথামাত্র নাই, অস্ত্র শস্ত্র মলিন হইয়া যাইতেছে, এবং ভবদীয় ব্রহ্মতেজোমহিমায় আমার প্রজাগণ শতবর্ষজীবী হইয়া নির্ব্বিঘ্নে কৃষিবাণিজ্যাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। সাক্ষাৎ বিধাতার পুত্র যাহার প্রতি এরূপ সদয়, তাহার রাজ্য অব্যাহত থাকিবেক, সংশয় কি? কিন্তু অনপত্যতাদুঃখ আমার সাতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে; অতুল ঐশ্বর্য্যেও আমার ক্ষণকাল নির্বৃতিবোধ হইতেছে না। জগদীশ্বর সমুদায় সুখদ পদার্থ প্রদান করিয়া কেবল গৃহস্থাশ্রমের সারভূত পুত্রমুখাবলোকনবিষয়ে আমাকে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। আমার অন্তঃকরণে এইমাত্র আক্ষেপ হইতেছে যে, আমার নামরক্ষা বা জলপিণ্ডসংস্থাপনের নিমিত্ত আর কেহই রহিল না। আমি স্বাধ্যায়দ্বারা ঋষিঋণ হইতে এবং যজ্ঞদ্বারা দেবঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছি, কিন্তু সন্তানাভাবে বুঝি পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিলাম না। তপোদান প্রভৃতি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কেবল লোকান্তরেই সুখ হইয়া থাকে, কিন্তু সৎপুত্র ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই সুখাবহ হয়। স্বহস্তপরিবর্দ্ধিত বৃক্ষ বন্ধ্য হইলে যাদৃশ দুঃখানুভব হয়, আমাকে অনপত্য দেখিয়া আপনি কি সেইরূপ দুঃখিত হইতেছেন না? ফলতঃ এই দুঃখ আমার নিতান্ত অসহ্য হইয়া

উঠিয়াছে, প্রসন্ন হইয়া আপনাকে ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে, আপনি ব্যতিরেকে ইক্ষ্বাকুদিগের আর উপায়ান্তর নাই।

দিলীপ এইরূপ বিজ্ঞাপন করিলে ত্রিকালজ্ঞ ঋষি আচমন করিয়া অবাতবিক্ষোভিত মীনাহতিরহিত, গভীর জলাশয়ের ন্যায় ক্ষণকাল স্তিমিত ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক নিমীলিতনয়নে ধ্যানস্থ রহিলেন। পরে সমাধিবলে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ কর, একদা তুমি ইন্দ্রের উপাসনা করিয়া স্বর্লোক হইতে ভূলোকে আগমন করিতেছিলে; পথিমধ্যে সর্ব্বজনপূজনীয়া সুরভি কল্পতরুচ্ছায়ায় শয়ান ছিলেন, তুমি অনুল্লঙ্ঘনীয় কার্য্যানুরোধে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া প্রদক্ষিণাদিদ্বারা তাঁহার সৎকার না করিয়াই চলিয়া আসিতেছিলে। এই অপরাধে সুরভি তোমাকে শাপ দিয়াছেন, "যেহেতু আমাকে অবজ্ঞা করিয়া যাইতেছ, অতএব আমার সন্ততির আরাধনা ব্যতিরেকে তোমার সন্তানলাভ হইবে না।" যখন তিনি তোমাকে অভিসম্পাত করিলেন, তখন দিগ্‌গজগণ মন্দাকিনীতে জলকেলিমত্ত হইয়া চীৎকারশব্দ করিতেছিল, এজন্য ঐ শাপ তোমার বা তোমার সারথির কর্ণগোচর হয় নাই। সম্প্রতি বরুণ বহুকালসাধ্য এক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, সুরভি তাঁহার হবির্দানার্থে রসাতলে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার কন্যা নন্দিনী আমার আশ্রমেই আছেন, অতএব তুমি সস্ত্রীক হইয়া তাঁহার আরাধনা কর, তিনি প্রসন্না হইলেই অবিলম্বে মনোরথসিদ্ধি হইবে।

মহর্ষি এই কথা বলিতে বলিতেই, নন্দিনী দুর্ব্বহ পয়োধরভরে মন্থর ভাবে বন হইতে প্রত্যাগমন করিলেন, শুভাশুভলক্ষণজ্ঞ বশিষ্ঠ তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! আর চিন্তা নাই। অচিরাৎ তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, যেহেতু, নাম করিতেই এই পয়স্বিনী নন্দিনী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে তোমাকে এক উপদেশ প্রদান করি শ্রবণ কর, তুমি বন্যফলমূলমাত্রভোজী

হইয়া নন্দিনীর সেবায় নিযুক্ত হও; নন্দিনী গমন করিলে গমন করিবে, বসিলে বসিবে এবং দাঁড়াইলে দাঁড়াইবে। এইরূপে ছায়ার ন্যায় অনুগামী হইয়া কিছু দিন ইহাঁর উপাসনা কর। আর দেবীও প্রাতঃকালে ভক্তিভাবে ইহাঁর পূজাদি করিয়া তপোবনের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গমন করিবেন এবং সায়ংকালে প্রত্যুদ্গমন করিবেন। এই রূপে কিছু দিন আরাধনা করিলেই নন্দিনী প্রসন্না হইবেন, প্রসন্না হইলেই তুমি অনতিবিলম্বে আত্মসদৃশপুত্রলাভ করিবে, সংশয় নাই। রাজা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ঋষিবাক্য স্বীকার করিলেন। অনন্তর মহর্ষি শয়নকাল উপস্থিত দেখিয়া রাজা ও রাজ্ঞীকে পর্ণশালায় শয়ন করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা গুরুর আজ্ঞানুসারে ব্রতপালনার্থ পর্ণকুটীরস্থ কুশাসনে শয়ন করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

রজনী প্রভাত হইলে নরপতি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলেন। পরে সুদক্ষিণা গন্ধমাল্যাদি দ্বারা নন্দিনীর পূজা করিলে, রাজা বৎসের স্তন্যপানানন্তর তাহাকে পুনর্ব্বার রজ্জুবদ্ধ করিয়া নন্দিনীকে ছাড়িয়া দিলেন। নন্দিনী অগ্রে অগ্রে চলিলেন, রাজা ও রাজমহিষী উভয়েই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তপোবনপ্রান্তপর্য্যন্ত গমন করিয়া রাজা কোমলাঙ্গী সুদক্ষিণাকে আশ্রমে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত পরাপেক্ষায় আবশ্যক নাই এই বিবেচনায় আনুযাত্রিকদিগকেও সঙ্গে আসিতে নিষেধ করিয়া একাকী ধেনুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অরণ্যপথে গমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ দিলীপ কখন সুস্বাদ নবীন তৃণ দান করিয়া, কখন গাত্রকণ্ডূয়ন করিয়া, কখন বা দংশমশকাদি নিবারণ করিয়া নন্দিনীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। নন্দিনী চলিলে চলেন, বসিলে বসেন, দাঁড়াইলে দাঁড়ান এবং জলপানে প্রবৃত্ত হইলে জলপান করেন। এই রূপে ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন।

রাজার কেশপাশ লতাপাশে বদ্ধ, হস্তে ধনুর্ব্বাণ, সঙ্গে অনুচর নাই এবং মণিমুকুটাদি রাজচিহ্ন কিছুমাত্র নাই, তথাপি অনির্ব্বচনীয় তেজঃপ্রভাবে রাজশ্রী স্পষ্টই লক্ষিত হইতে লাগিল। ইতস্ততঃ বনবিহঙ্গমগণ কলরব করিয়া বন্দিবৃন্দের ন্যায় স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল এবং প্রফুল্ল বনলতা সকল বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া তদ্গাত্রে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। রাজার সুকুমার কলেবর

মধ্যাহ্ন কালে আতপতাপিত হওয়াতে তিনি গিরিনির্ঝরিণীর নিকটস্থ তরুতলে উপবেশনপূর্ব্বক সুশীতল বনবায়ুর স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশাল স্কন্ধদেশে বৃহৎ কোদণ্ড লম্বমান রহিয়াছে, তথাপি হরিণগণ তদীয় রূপামধুর আকৃতি দেখিয়া নিঃশঙ্কমনে সরলনয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল।

এই রূপে রাজা দিলীপ বশিষ্ঠধেনুর অনুবর্ত্তী হইয়া নানা বন ভ্রমণ করিতে করিতে দিবাবসান হইল। ভগবান সহস্ররশ্মি অস্তাচলশিখরাবলম্বী হইলেন; আকাশমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, বরাহগণ পল্বলপঙ্ক হইতে উঠিয়া বিচরণ করিতে লাগিল, ময়ূর-ময়ূরীগণ স্ব স্ব আবাস-বৃক্ষে উপবেশন করিতে লাগিল; মৃগ-কদম্বক তৃণাচ্ছন্ন ভূতলে শয়ন করিতে আরম্ভ করিল, বিহঙ্গমেরা কলরব করিতে করিতে নিজ নিজ নীড়াভিমুখে ধাবমান হইল এবং বনভূমি ক্রমশঃ অনতিনিবিড় অন্ধকারে আবৃত হইতে লাগিল।

নন্দিনী সায়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া আশ্রমাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন। ক্রমে আশ্রমের প্রত্যাসন্ন হইলেন। এ দিকে সুদক্ষিণা নন্দিনীর প্রত্যুদ্গমনার্থ তপোবনপ্রান্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি দূর হইতে ধেনুসহচারী প্রিয়তমকে দেখিতে পাইয়া এমত অভিনিবেশ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, বোধ হয় যে, তাঁহার নেত্রদ্বয় সমস্ত দিনের উপবাসে অতিমাত্র সতৃষ্ণ হইয়া রাজাকে পান করিতে লাগিল। নন্দিনী ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তিনী হইলে সুদক্ষিণা অর্ঘ্যপাত্র হস্তে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অর্থসিদ্ধির দ্বারস্বরূপ তাঁহার শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যভাগে পুষ্পাদি বিন্যাস করিয়া অর্চ্চনা করিলেন; বশিষ্ঠধেনু বৎসের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াও স্থিরভাবে সপর্য্যা গ্রহণ করিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী তাঁহার সেই ভাব অবলোকন করিয়া

ইষ্টসিদ্ধির শুভচিহ্ন বিবেচনায় মনে মনে সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন। অনন্তর ধেনু বৎসসন্নিধানে গমন করিলে রাজা, গুরু ও গুরু পত্নীর চরণগ্রহণ করিয়া সায়ংসন্ধ্যাদি সম্পন্ন করিলেন। পরে রজনীযোগে দোহনানন্তর নন্দিনীর নিকটে একটি প্রদীপ এবং পূজোপকরণ রাখিয়া সস্ত্রীক তাঁহার আরাধনায় পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন। পর দিবস প্রভাতেও গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্ববৎ নন্দিনীর পরিচর্য্যা করিলেন। এই রূপে ক্রমে ক্রমে একবিংশতি দিবস অতিবাহিত হইল।

অনন্তর দ্বাবিংশ দিবসে রাজা ধেনুর সমভিব্যাহারে আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে নানা বন উত্তীর্ণ হইলেন। নন্দিনী রাজার ভক্তিপরীক্ষার মানসে হিমালয়পর্ব্বতের সন্নিহিত হইয়া এক প্রকার মায়া বিস্তার করিবার অভিলাষ করিলেন। হিমগিরির যে প্রদেশে গঙ্গাপ্রপাত, তাহার চতুঃপার্শ্বে অতিমনোহর নবীন দূর্ব্বাঙ্কুর সকল জন্মিয়াছিল। নন্দিনী চরিতে চরিতে ঐ অপূর্ব্ব দূর্ব্বা ভক্ষণছলে তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া গুহাভ্যন্তরে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট হইলেন। রাজা মনে জানেন, নন্দিনী সামান্য ধেনু নহে, কোন দুষ্ট সত্ত্ব ইহাঁর অনিষ্ট করিতে পারিবেক না, এই বিবেচনায় তৎকালে তিনি অনিমেষনয়নে হিমালয়ের অলৌকিক শোভা অবলোকন করিতেছিলেন। ইত্যবসরে এক প্রকাণ্ড সিংহ নৃসিংহের অজ্ঞাতসারে নন্দিনীকে আক্রমণ করিল। নন্দিনী তৎক্ষণাৎ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। সেই আর্ত্তনাদ রাজার গিরিনিহিত দৃষ্টিকে যেন শৃঙ্খলাকৃষ্ট করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রাজা অকস্মাৎ নন্দিনীপৃষ্ঠে প্রকাণ্ড সিংহ সন্দর্শন করিয়া একবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন আর কি করেন, সিংহের বিনাশবাসনায় সত্বর হইয়া বাণগ্রহণার্থে যেমন আস্তে ব্যস্তে তূণীর মুখে হস্তার্পণ করিয়াছেন অমনি হস্ত রুদ্ধ হইয়া রহিল। হস্ত উত্তোলন করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি

চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। দিলীপ পুরোবর্ত্তী রিপুর প্রতিবিধান করিতে অসমর্থ হইয়া মন্ত্রবলে হতবীর্য্য বিষধরের ন্যায় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কেবল মনে মনেই সাতিশয় দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

তখন পশুরাজ মনুষ্যবাক্যে নররাজের বিস্ময়বিধান পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! বৃথা কেন আয়াস পাইতেছ? আমার প্রতি শস্ত্র-নিক্ষেপ করিলেই বা কি হইতে পারে? বেগবান্ বায়ু, বৃক্ষাদি উৎ-পাটন করিতেই সমর্থ হয়, কিন্তু কখন পর্ব্বতকে চঞ্চল করিতে পারে না। আমি নিকুম্ভের মিত্র, আমার নাম কুম্ভোদর, আমি ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতির কিঙ্কর। তিনি আমার পৃষ্ঠে পদার্পণ করিয়া অত্যুচ্চ বৃষভপৃষ্ঠে আরোহণ করেন। এই যে দেবদারু বৃক্ষ দেখি-তেছ, ইটি পার্ব্বতীনাথের কৃত্রিম পুত্র। স্কন্দজননী স্বয়ং সুবর্ণকলস-নিঃসৃত পয়োদান করিয়া ইহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। একদা এক বন্য হস্তী আসিয়া এই বৃক্ষে গাত্রঘর্ষণ করাতে ইহার ত্বগ্‌ভেদ হইয়াছিল। হরপার্ব্বতী তাহা দেখিয়া স্বপুত্র কার্ত্তিকেয়ের অঙ্গে অসুরাস্ত্র বিদ্ধ হইলে যাদৃশ ব্যথিত হন সেইরূপ ব্যথিত হইলেন। তদবধি বনগজদিগের ত্রাসার্থে আমাকে সিংহরূপী করিয়া এই গুহায় থাকিতে আদেশ দিয়াছেন, এবং কহিয়াছেন, তোমার নিকট যে কোন জন্তু আসিবে তাহাকেই ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিবে। সেই অবধি ভগবান্ ত্রিলোচনের আদেশানুসারে আমি এই গিরিগহ্বরে বাস করি। সকল দিন আহারসঙ্গতি হয় না। অদ্য ভাগ্যক্রমে পারণা স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছে। ইহাকে ভোজন করিলে আমার পর্য্যাপ্ত রূপে তৃপ্তি হইতে পারে। অতএব তুমি লজ্জাপরি-ত্যাগপূর্ব্বক নিবৃত্ত হও। যথোচিত গুরুভক্তি প্রদর্শন করিতে তোমার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। রক্ষণীয় বস্তু শস্ত্রের অসাধ্য হইলে শস্ত্রধারী রক্ষকের যশের হানি হয় না। সিংহ এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া মৌনভাবে রহিল।

রাজা মৃগেন্দ্রের এইরূপ প্রগল্‌ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং দৈবী শক্তি অতিক্রম করা নবলোকেব অসাধ্য বিবেচনা করিয়া লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিনীত ভাবে সিংহকে নিবেদন কবিতে লাগিলেন ;—হে মৃগেন্দ্র ! আমি একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি, ইহা অন্যেব নিকট বলিলে উপহাসাস্পদ হইতে পারে সন্দেহ নাই ; কিন্তু তুমি শিবকিঙ্কব , তুমি দৈবশক্তিপ্রভাবে সকলেব হৃদয়গত ভাব বুঝিতে পার, অতএব তোমার নিকট উপহাসযোগ্য হইবে না, এই বলিয়াই বলিতেছি। সেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা মহাদেব তোমাকে অঙ্কাগতসত্ত্ব ভক্ষণ কবিতে আদেশ করিয়াছেন, সে আদেশ আমার শিবোধার্য্য বটে, কিন্তু এই ধেনুটি মহর্ষি বশিষ্ঠের ধেনু, আমি তাঁহাব শিষ্য, আমি ইহাঁব বক্ষার্থে আদিষ্ট হইয়াছি , সম্মুখে গুরুধন নষ্ট হইবে ইহা আমার উপেক্ষা কবা উচিত নহে। আহা ! ইহার ক্ষুদ্র বৎসটি, যত দিবাবসান হইতেছে, ততই শুষ্ককণ্ঠ হইযা মাতৃসন্দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত হইতেছে , অতএব অনুগ্রহ করিয়া ধেনুব পরিবর্ত্তে আমাকে ভক্ষণ কব !

মৃগেন্দ্র নবেন্দ্রেব এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিযা কহিল, মহারাজ। তুমি এরূপ অদূরদর্শীব মত কথা বার্ত্তা কহিতেছ কেন ? কি আশ্চর্য্য। সমস্ত ভূমণ্ডলেব একাধিপতি হইয়া সামান্য ধেনুব নিমিত্ত দুর্লভ জীবন পবিত্যাগ কবিতে উদ্যত হইতেছ। এই একাধিপত্য, এই মনোহব রূপ, এই নব যৌবন—অল্পের নিমিত্ত এই সমুদাযেব অপচয স্বীকাব কবা অতি নির্ব্বোধেব কর্ম্ম। ধেনুব পবিবর্ত্তে আপন দেহ প্রদান করিলে এক ব্যক্তিব উপকাব করা হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু তুমি স্বয়ং জীবিত থাকিলে, রক্ষণাবেক্ষণ এবং হিতসাধন কবিযা প্রজাপুঞ্জের কতই উপকার করিতে পাবিবে। আব এক ধেনুর পরিবর্ত্তে সহস্র সহস্র পযস্বিনী দান করিয়া অগ্নিকল্প মহর্ষিকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিবে,

অতএব এই অসৎ অধ্যবসায় পরিত্যাগ কর। এই বলিয়া কেশরী বিরত হইল।

নররাজ ও মৃগরাজ উভয়ের এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এদিকে নন্দিনী অতি কাতরভাবে রাজার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিয়া রাজা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার বলিলেন,—বিপদ হইতে উদ্ধার করাই ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান ধর্ম্ম; বিশেষতঃ যশোধনদিগের যশোরক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি আমি ইহাঁকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিতে না পারি, তবে আমার অধর্ম্মে ও অযশে এই জগন্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইবে। কলঙ্কিত ও বিগর্হিত ব্যক্তির জীবনধারণপ্রয়াস কেবল বিড়ম্বনামাত্র, অতএব ইহাঁর পরিবর্ত্তে স্বদেহ সমর্পণ করিতেছি। তুমি আমাকে ভক্ষণ করিলে তোমার পারণাও বিফল হইবে না এবং আমার গুরুধনও নষ্ট হইবে না, সকল দিকই রক্ষা পাইবে। দেখ মৃগেন্দ্র। তুমিও ত পরাধীন, এই রক্ষণীয় দেবদারুতরুটির প্রতি কত প্রযত্ন করিতেছ। আমারও নন্দিনীর প্রতি এইরূপ যত্ন। রক্ষণীয় বস্তু নষ্ট করিয়া স্বয়ং অক্ষত শরীরে কিরূপে মহর্ষির সম্মুখে উপস্থিত হইব, এবং তিনিই বা কি মনে করিবেন? নন্দিনী সামান্য ধেনু নহেন, ইনি দেবগবী সুরভির তুল্য, তুমি শৈবশক্তিপ্রভাবেই ইহাঁকে আক্রমণ করিতে পারিয়াছ। এই সামান্য ধেনুর পরিবর্ত্তে লক্ষ লক্ষ পয়স্বিনী দান করিলেও মহর্ষির কোপশান্তি হইবে না। হে মৃগেন্দ্র! ভদ্র লোকদিগের ক্ষণকাল পরস্পর সম্ভাষণ হইলেই বন্ধুতা জন্মিয়া থাকে, তদনুসারে আমার সহিত তোমার বন্ধুতা হইয়াছে। অতএব বন্ধুর এই প্রার্থনাতে তোমাকে সম্মত হইতে হইবে।

মৃগাধিপ নরাধিপের বিনয়বচনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। রাজাও তৎক্ষণাৎ অবরোধ হইতে বিমুক্তবাহু

হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহসম্মুখে অধোমুখে আমিষপিণ্ডের ন্যায় আত্মদেহ সমর্পণ করিলেন ; এবং প্রচণ্ড সিংহ-নিপাত মনে করিয়া তির্য্যগ্‌ভাবে এক একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে স্বর্গ হইতে রাজার মস্তকোপরি বিদ্যাধর-হস্তমুক্ত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সুরভিতনয়া নন্দিনী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! গাত্রোত্থান কর।

রাজা এই অমৃতায়মান বচন শ্রবণমাত্র গাত্রোত্থান করিয়া, নিজ জননীর ন্যায় নন্দিনীকে সন্দর্শন করিলেন, সিংহকে আর দেখিতে পাইলেন না। তখন নন্দিনী বিস্ময়বিমূঢ় ভূপালকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! আমি মায়ার উদ্ভাবনপূর্ব্বক তোমার ভক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ; আমার পৃষ্ঠে যে সিংহ দেখিয়াছিলে, সে কৃত্রিম সিংহ। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি সামান্য হিংস্র জন্তুর কথা কি কহিব, মহর্ষির প্রভাবে যমও আমার অনিষ্টাচরণ করিতে পারেন না। তোমার এই প্রগাঢ় গুরুভক্তি এবং আমার প্রতি অনুপম অনুকম্পা দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলাম, সম্প্রতি বরপ্রার্থনা কর, তুমি আমাকে কেবল দুগ্ধদাত্রী মনে করিও না, আমি প্রসন্ন হইলে সর্ব্বকাম প্রদান করিতে পারি। রাজা অপরিসীম আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নন্দিনীর নিকট বংশপ্রবর্ত্তয়িতা অনন্তকীর্ত্তি সন্তান প্রার্থনা করিলেন। নন্দিনী তথাস্তু বলিয়া রাজাকে আদেশ করিলেন, বৎস! পত্রপুটে মদীয় দুগ্ধ দোহন করিয়া পান কর। নৃপতি বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন, মাতঃ! আমি ঋষির অনুজ্ঞা লইয়া বৎসের পীতাবশিষ্ট এবং হোমার্থ দুগ্ধের অবশিষ্ট পান করিতে ইচ্ছা করি, কি অনুমতি হয়? নন্দিনী এই কথায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর নন্দিনী বন হইতে আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। রাজাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ক্রমে ক্রমে আশ্রমে উত্তীর্ণ হইয়া

রাজর্ষি পরমাহ্লাদিত মনে মহর্ষির নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্তের পরিচয় দিলেন। মুনি শুনিয়া নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। সুদক্ষিণা রাজার মুখপ্রসাদ অবলোকন করিয়াই অভীষ্টসিদ্ধির অনুমান করিয়া ছিলেন, রাজা তথাপি প্রিয়তমাকে পুনরুক্তের ন্যায় তাহা অবগত করাইলেন। পরে সায়ংকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া দিলীপ মহর্ষির আজ্ঞানুসারে নন্দিনীর স্তন্য পান করিলেন। পর দিবস পূর্ব্বাহ্ণে মহর্ষি বশিষ্ঠ, আচরিত গোচরব্রতের পারণা করাইয়া, প্রাস্থানিক আশীর্ব্বাদপ্রয়োগ পূর্ব্বক রাজা ও রাজ্ঞীকে স্বীয় রাজধানীপ্রস্থানে আদেশ করিলেন। দিলীপ ও সুদক্ষিণা আগমনকালে গুরু ও গুরুপত্নীর চরণযুগলে প্রণিপাত করিয়া এবং হোমাগ্নি ও সবৎসা নন্দিনীকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিচিত্ররথারোহণপূর্ব্বক স্বীয় নগরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। দর্শনোৎসুক প্রজাগণ বহু দিনের পর রাজদর্শন পাইয়া অনিমিষ নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। নৃপবর পুরপ্রবেশানন্তর পৌরজন কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া পুনর্ব্বার রাজ্যভারগ্রহণ পূর্ব্বক পরম সুখে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় সর্গ।

কিছু দিন পরে রাজমহিষীর গর্ভসঞ্চার হইল। ক্রমে গর্ভচিহ্ন সকল সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল, তাঁহার মুখশশী প্রভাত-শশীর ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ এবং শরীরযষ্টি নিতান্ত অবসন্ন হইতে লাগিল। দুর্ব্বলতার কথা অধিক কি বলিব, আভরণও অঙ্গের ভার বোধ হইয়া উঠিল। আহার বিহার শয়ন উপবেশন প্রসাধন প্রভৃতি সকল কার্য্যেই তাঁহার একান্ত ঔদাস্য জন্মিল। কিছুতেই আর মনের সুখ রহিল না, কেবল মৃত্তিকায় শয়ন এবং মৃত্তিকা ভক্ষণেই অভিলাষ হইল। প্রেয়সীর দোহদলক্ষণদর্শনে রাজার আর আনন্দের অবধি রহিল না।

সখীগণ সুদক্ষিণার সুস্পষ্ট গর্ভলক্ষণ দেখিয়া অপার আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইল। মহারাজ দিলীপের অতুল ঐশ্বর্য্য; কিছুরই অপ্রতুল ছিলনা। রাজমহিষী যখন যাহা অভিলাষ করিতেন তাহাই সম্মুখে দেখিতে পাইতেন এবং যে কোন অভিলাষ লজ্জায় রাজার নিকট ব্যক্ত করিতে না পারিতেন, রাজা কৌতুকী হইয়া তদীয় সখীমুখ হইতে তাহাও অবগত হইতেন এবং অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিতেন। এমন কি কোন স্বর্গীয় বস্তু প্রার্থনা করিলেও তদ্দণ্ডে আনয়ন করিয়া দিতেন। এই রূপে দুই তিন মাস সাতিশয় কষ্টভোগ করিয়া ক্রমে ক্রমে অরুচিনিবৃত্তি ও আহার-প্রবৃত্তি হইতে লাগিল শরীর হৃষ্ট পুষ্ট ও লাবণ্যবিশিষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। পুরাতন পত্র পতিত হইয়া নব পল্লব জন্মিলে লতা যাদৃশ শোভমান হয়, সুদক্ষিণার অঙ্গলতাও সেইরূপ মনোহারিণী হইয়া উঠিল। রাজার যেমন মনের ঔদার্য্য ও অতুল ঐশ্বর্য্য,

মহিষীর পুংসবনাদি কার্য্যও তদনুরূপ সমারোহপূর্ব্বক নিষ্পন্ন করিলেন, এবং তদুপলক্ষে প্রগাঢ় প্রিয়ানুরাগ ও অপরিসীম সন্তোষের নিদর্শন প্রদর্শন করিতেও কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। কিছু দিন পরে রাজমহিষীর পয়োধরের অগ্রভাগ ঈষৎ নীলবর্ণ হওয়াতে অলিচুম্বিত সুজাত কমল কলিকার শোভা পরাজয় করিল। তাঁহার গর্ভভার ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। বসিলে উঠিতে পারেন না, উঠিলে বসিতে পারেন না। রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ আসন পরিত্যাগ করিতেও কষ্ট-বোধ হইত। তৎকালে মহিষীর পারিপ্লব নয়নযুগল এবং গর্ভগৌরব জন্য অবসন্নতা নিরীক্ষণ করিয়া রাজা মনে মনে সাতিশয় প্রীতি-লাভ করিতেন।

এই রূপে নবম মাস উত্তীর্ণ হইলে নৃপতি হৃষ্টচিত্তে প্রেয়সীর প্রসবকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে দশম মাস পরিপূর্ণ হইলে প্রিয়তমার প্রসববেদনা উপস্থিত দেখিয়া সুনিপুণ বাল-চিকিৎসক ভিষগ্‌গণকে আনয়ন করিলেন।

রাজ্ঞী শুভ লগ্নে শুভ ক্ষণে পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। কুমা-রের রূপে সূতিকাগার উজ্জ্বল হইল। অনন্তর অন্তঃপুর হইতে এক জন ভৃত্য নৃপতিগোচরে আসিয়া পুত্রোৎপত্তির শুভ সংবাদ নিবেদন করিল। ভূপাল যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট হইয়া তাহাকে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদানপূর্ব্বক অবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করি-লেন। ইন্দুদর্শনে মহাসমুদ্রের জলরাশি যেরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া আধার অতিক্রম করে, অনিমিষনয়নে পরম সুন্দর পুত্রের মুখশশী নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার আনন্দসাগরও তদ্রূপ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। পরে মহর্ষি বশিষ্ঠ তপোবন হইতে রাজভবনে আগমন করিয়া রাজপুত্রের জাতকর্ম্মাদি সমাধা করিলেন। কুমার কৃতসংস্কার হইয়া শাণশোধিত মণির ন্যায় সমধিক শোভমান

হইলেন। রাজার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। স্থানে স্থানে নৃত্যগীত, স্থানে স্থানে বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। প্রজা-বর্গও গৃহে গৃহে নানাবিধ আনন্দোৎসব করিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ দিলীপের পুত্র হওয়াতে দেবগণও সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা স্বর্গে আনন্দসূচক দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন। এরূপ আনন্দের সময় লোকে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে মুক্ত করিয়া থাকে, কিন্তু রাজার সুশাসনপ্রভাবে তৎকালে তাঁহার কারাগৃহে বন্দিমাত্র ছিল না, সুতরাং কাহাকে মোচন করিবেন? কেবল স্বয়ংই পিতৃঋণরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। যেমন হরপার্ব্বতী ষড়াননকে পাইয়া, যেমন শচীপুরন্দর জয়ন্তকে পাইয়া সম্প্রীত হইয়াছিলেন, রাজা রাজ্ঞীও তৎসদৃশ পুত্রলাভে তাদৃশ সম্প্রীত হইলেন।

অর্থবিৎ রাজা দিলীপ আপন পুত্রকে সুলক্ষণসম্পন্ন দেখিয়া ভাবিলেন, এই বালকটী সর্ব্বশাস্ত্রে ও শস্ত্রযুদ্ধে পারগামী হইবেক, অতএব তিনি গমনার্থ রঘ্ধাতুর অর্থগ্রহণপূর্ব্বক পুত্রের নাম রঘু রাখিলেন। রঘু দিন দিন শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত ও সমধিকসৌন্দর্য্যসম্পন্ন হইতে লাগিলেন। পুত্রলাভে রাজা ও রাজ্ঞী উভয়ের পরস্পরানুরাগ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। রঘু আধআধ স্বরে ধাত্রীর উপদিষ্ট বাক্যের আদ্য বর্ণ উচ্চারণ, তাহার অঙ্গুলি অবলম্বন করিয়া দুই এক পদ গমন এবং দেবদেবীকে প্রণাম করিতে শিখিলেন; তদ্দর্শনে নৃপতির আর আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি রঘুকে ক্রোড়ে করিয়া অর্দ্ধনিমীলিতনয়নে চিরাভিলষিত সুতস্পর্শামৃতরসাস্বাদন করিলেন।

পরে ভূপতি সমুচিত কালে রঘুর চূড়াকরণ করিয়া পঞ্চম বর্ষে সমবয়স্ক সচিবতনয়দিগের সহিত তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার্থ

পাঠশালায় নিযুক্ত করিলেন। রাজপুত্র কতিপয় দিবসের মধ্যে বর্ণপরিচয় সমাপন করিয়া ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। গর্ভৈকাদশবর্ষবয়ঃক্রমকালে রাজনন্দনের উপনয়ন সংস্কার হইল। বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ যথেষ্ট প্রযত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে শিক্ষা দান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের সেই শিক্ষাপ্রদানযত্ন অবিলম্বেই সফল হইল; না হইবে কেন? সৎপাত্রে উপদেশ বিধান করিলে কদাপি স্খলিত হয় না। রঘু অসাধারণ ধীশক্তি ও বিপুলতর পরিশ্রমসহকারে অত্যল্প দিবসের মধ্যেই সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। শাস্ত্রবিদ্যা সমাপন হইলে, পবিত্র মৃগচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক পিতার নিকটই সমন্ত্রক শস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করিলেন। তাঁহার পিতা কেবল অদ্বিতীয় ভূপাল ছিলেন এমত নহে, তিনি ভূমধ্যে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধরও ছিলেন।

ক্রমে নৃপকুমার বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনদশায় পদার্পণ করিলেন। গাম্ভীর্য্যপ্রযুক্ত তাঁহার শরীর অতি মনোহর হইয়া উঠিল। রাজা কুমারের কেশচ্ছেদনসংস্কার সমাধা করিয়া মহাসমৃদ্ধিপূর্ব্বক বিবাহসংস্কার নির্ব্বাহ করিলেন এবং সর্ব্বগুণাকর পুত্রকে সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রঘু যুবরাজ হইলে দিলীপের চিরধৃত রাজ্যভারের অনেক লাঘব হইল। তিনি রঘুর সাহায্য পাইয়া বায়ুসংস্কৃত বহ্নির ন্যায় এবং মেঘাবরণবিমুক্ত শারদীয় দিবাকরের ন্যায় রিপুগণের নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন।

মহারাজ দিলীপ উপযুক্ত অবসর বিবেচনায় কতিপয় রাজপুত্র এবং সৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে আপন পুত্রকে হোমতুরঙ্গ-রক্ষণে নিযুক্ত করিয়া একোনশত অশ্বমেধযজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপন করিলেন। পরিশেষে শততম অশ্বমেধার্থে অশ্ব ছাড়িয়া দিলেন। অশ্ব অগ্রে অগ্রে যাইতেছে, রক্ষকগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে,

ইত্যবসরে দেবরাজ ইন্দ্র তিরস্করিণী বিদ্যার প্রভাবে মানব-লোচনের অগোচর কলেবরধারণপূর্ব্বক রক্ষকদিগের সম্মুখ হইতেই অশ্বটী অপহরণ করিলেন। কে অপহরণ করিল, কোথায় বা লইয়া গেল, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, কুমারসৈন্য বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিল। ইতিমধ্যে মহর্ষি বশিষ্ঠের ধেনু নন্দিনী যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুমার পিতার নিকট নন্দিনীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন; সেই বিশ্বাসে ইষ্টসিদ্ধির অভিলাষে তাঁহার অঙ্গনিঃসৃত জলে স্বীয় নেত্র-দ্বয় ধৌত করিবামাত্র দেবগবীর মহিমায় তাঁহার দিব্য চক্ষুঃ উন্মীলিত হইল। তখন রাজকুমার ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্ব্ব দিকে দেখিলেন, এক ব্যক্তি রথরজ্জুতে বন্ধনপূর্ব্বক অশ্বটি লইয়া যাইতেছে; তাহার সারথি অপহৃত অশ্বের চপলতা নিবার-ণার্থে পুনঃ পুনঃ কশাঘাত করিতেছে। তদীয় রথ হরিতবর্ণ ঘোটকে সংযোজিত এবং তাহার অনিমিষ সহস্র লোচন অবলোকন করিয়া রাজপুত্র অশ্বাপহারীকে দেবরাজ বলিয়া স্থির করিলেন। পরে গগনস্পর্শী গভীর স্বরে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দেবরাজ! এ কি? শাস্ত্রকারেরা আপনাকে যজ্ঞভাগের অগ্রণী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তথাচ আপনিই যজ্ঞ কর্ম্মের ব্যাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? কি আশ্চর্য্য! আপনি কোথায় বিঘ্ন-কারীদিগের প্রতীকার করিবেন, না হইয়া স্বয়ংই বিঘ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন! ইহা আপনকার অতিশয় অন্যায্য কর্ম্ম, অতএব অশ্বমেধের প্রধান অঙ্গ এই তুরঙ্গমটি ছাড়িয়া দিন। ভবাদৃশ লোকেরা সৎপথের প্রদর্শক হইয়া এইরূপ অসন্মার্গ অবলম্বন করিলে ধর্ম্ম কর্ম্ম একেবারেই উচ্ছিন্ন হইবে।

দেবরাজ যুবরাজের এইরূপ প্রগল্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়া-পন্ন হইলেন, এবং সারথির প্রতি রথ নিবৃত্ত করিতে আদেশ

দিয়া প্রত্যুত্তর করিতে আরম্ভ করিলেন,—রাজপুত্র! যাহা বলিতেছ তাহা সত্য বটে, কিন্তু যশোধন ব্যক্তিদিগের যশোরক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তোমার পিতা আমার জগদ্বিখ্যাত কীর্ত্তি লোপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। পুরুষোত্তম বলিলে যেমন বিষ্ণু মাত্রকে বুঝায় এবং মহেশ্বর বলিলে যেমন শিবমাত্রকে বুঝায়, তেমনি শতক্রতুশব্দ উচ্চারণ করিলে কেবল আমাকেই বুঝাইয়া থাকে, আমাদিগের এই শব্দত্রিতয় কদাচ দ্বিতীয়গামী নহে। দেখ তোমার পিতা একোনশত অশ্বমেধ করিয়াছেন, আর এক অশ্বমেধার্থে অশ্ব ছাড়িয়া দিয়াছেন, এই যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপন করিলেই তিনি শতক্রতু হইলেন, সুতরাং তিনি আমার কীর্ত্তিলোপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন বলিতে হইবে। ইহা আমার অসহ্য, এই নিমিত্ত আমি তাঁহার হোমতুরঙ্গ হরণ করিয়াছি। ইহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিব না, নিবৃত্ত হও, বৃথা কেন চেষ্টা করিতেছ? সগর রাজার সন্তানেরা কপিল মহর্ষির নিকট অশ্ব আনিতে যাইয়া যেরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন, তুমিও কি সেইরূপ বিপদে পদার্পণ করিতে চাহ? এই বলিয়া ইন্দ্র ক্ষান্ত হইলেন।

অনন্তর যুবরাজ নির্ভয়চিত্তে দেবরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবরাজ! যদি আপনি নিতান্তই অশ্ব পরিত্যাগ করিবেন না ইহা নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তবে অস্ত্রগ্রহণ করুন; রঘুকে পরাজিত না করিয়া আপনাকে কৃতকার্য্য মনে করিবেন না। রঘু এই বলিয়া শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ইন্দ্র বিমানারোহণে গগনমার্গে ছিলেন, এই নিমিত্ত রাজপুত্র ঊর্দ্ধমুখে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভাকার এক শর নিক্ষেপ করিলেন। রঘুর অস্ত্র ইন্দ্রের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। ইন্দ্র সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এক অমোঘাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ইন্দ্রশর কুমারের বিশাল বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ

হইয়া বহিল, দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল দেববাজের শব সর্ব্বদা অসুরশোণিত পান করিয়া থাকে, কদাচ নররুধিব পান কবিতে পায় না, বুঝি সেই নিমিত্তই সাতিশয সতৃষ্ণভাবে নরশোণিত পান করিতেছে। রঘু সেই গুরুতর প্রহারব্যথা কিছুমাত্র গণনা না কবিয়া পুনর্ব্বাব স্বর্গাধিপের বাহুমূলে এক নিশিত সাযক নিক্ষেপ কবিলেন এবং অপব এক অস্ত্র দ্বারা তদীয় বথেব ধ্বজচ্ছেদ কবিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে পুবন্দর অধিকতব ক্রুদ্ধ হইযা রাজপুত্রের প্রতি শস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দুই জনে ঘোবতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরস্পবেরই জয়ী হইবাব ইচ্ছা, কিন্তু কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পাবিতেছেন না। বীবদ্বয়ের উপর্য্যধোভাবে অবস্থিতি-প্রযুক্ত ইন্দ্রসাযক অধোমুখে আসিতেছে, রঘুব শব ঊর্দ্ধমুখে যাইতেছে, উভয়পক্ষীয সৈন্যগণ তটস্থ হইয়া বহিয়াছে। উভযেব পক্ষযুক্ত সাযকসমূহ অবলোকন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন পক্ষধব বিষধব সকল অতিবেগে গগনমার্গে উড্ডীন হইতেছে। অনন্তব বাজপুত্র অর্দ্ধচন্দ্রমুখ বাণ দ্বারা ইন্দ্রের ধনুর্গুণ খণ্ড খণ্ড কবিয়া ফেলিলেন। দেববাজ ছিন্ন ধনুঃ পরিত্যাগপূর্ব্বক কোপে কম্পান্বিত-কলেবব হইয়া রঘুব প্রতি স্বীয় বীর্য্যসর্ব্বস্বভূত অমোঘ বজ্রাস্ত্র নিক্ষেপ কবিলেন। নিক্ষিপ্ত বজ্র প্রচণ্ড আলোকে দশ দিক্ আলোকময় কবিয়া ভয়ঙ্কর শব্দাড়ম্বরে রঘুব গাত্রে পতিত হইল, রঘু মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তাঁহার সৈন্যগণ হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল। রঘু মুহূর্ত্তমাত্রে উগ্রতর বজ্রাঘাতের ভয়ঙ্কর ব্যথা সংবরণ করিয়া পুনর্ব্বার উঠিলেন। তখন তাঁহার সৈনিকেরা বিষাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

রঘু পুনর্ব্বার যুদ্ধের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। দেবরাজ যুবরাজকে পুনরায় যুদ্ধ করিতে উদ্যত দেখিয়া এবং তাঁহার অলোকসামান্য পরাক্রম অবলোকন করিয়া সাতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং কহিলেন, রাজপুত্র! তোমার অলৌকিক বীর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আমি সংপরোনাস্তি প্রীত হইলাম। আমার এই অমোঘ বজ্রাস্ত্রের আঘাত সহ্য করে এমত লোক ত্রিলোকে লক্ষিত হয় নাই। ইহা পর্ব্বতে পড়িলেও পর্ব্বতচূর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু তোমার কি আশ্চর্য্য পরাক্রম। কি দৃঢ়তর কলেবর। তুমি অনায়াসেই ঈদৃশ অস্ত্রের প্রহার সহ্য করিলে। তোমার এই অসীম সারবত্তা সন্দর্শনে আমি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর, এই অশ্ব ব্যতিরেকে আর যাহা চাহিবে তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি।

রঘু এই কথা শুনিয়া তূণীরমুখ হইতে যে শর তুলিতেছিলেন তাহা পুনর্ব্বার তন্মধ্যে সংস্থাপন করিয়া দেবরাজকে নিবেদন করিলেন,—ভগবন্। যদি অশ্বকে নিতান্তই অমোচ্য বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন তবে অনুগ্রহ করিয়া আমার পিতা যাহাতে আরব্ধ যজ্ঞের ফলভাগী হন এমত বর প্রদান করুন। আর আমি রক্ষণীয় বস্তু হারাইয়া সাতিশয় লজ্জিত হইয়াছি, পিতার নিকট এই বৃত্তান্ত স্বয়ং নিবেদন করিতে পারি না, অতএব যাহাতে আপনকার কোন দূত যাইয়া সভাস্থ ভূপালকে এই কথা বলিয়া আইসে ইহাও করিতে হইবে, এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন।

দেবরাজ তথাস্তু বলিয়া রঘুর প্রার্থনায় সম্মতিপ্রকাশ পূর্ব্বক সারথিকে রথ চালাইতে আদেশ দিলেন, সারথি আজ্ঞা পাইয়া রথ চালাইতে লাগিল। রঘুও স্বীয় নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজা রঘুর আগমনের পূর্ব্বেই ইন্দ্রসন্দেশহরের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি পুত্রকে

রাজসভায় উপস্থিত দেখিয়া কুলিশব্রণাঙ্কিত তদীয় কলেবরে হস্তপরামর্শপূর্ব্বক যথেষ্ট অভিনন্দন করিলেন। এই রূপে রাজা দিলীপ শততম অশ্বমেধ বিধিপূর্ব্বক সমাপন না করিয়াও ইন্দ্রের বরপ্রদানে তাহার ফলভাগী হইলেন। অবশেষে বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া রঘুকে অখণ্ড ভূমণ্ডলের শাসনভার সমর্পণ করিলেন, এবং স্বয়ং বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক সস্ত্রীক তপোবনে যাইয়া জীবনের শেষভাগ যাপন করিলেন।

চতুর্থ সর্গ।

রঘু পিতৃদত্ত সাম্রাজ্যলাভে সায়ংকালীন হুতাশনের ন্যায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পৈতৃক রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, এদিকে সমস্ত শত্রুমণ্ডল ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইল। দিলীপের রাজত্বকালেই তদীয় বিপক্ষ ভূপালগণের হৃদয়ে বিদ্বেষানল প্রধূমিত হইযাছিল, সম্প্রতি তৎপুত্র রঘুকে অধিরাজ হইতে শুনিয়া তাহাদিগের সেই বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রজাগণ যুবরাজের অভ্যুদয় অবলোকন করিয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইল। সিংহাসনাধিরূঢ় ভূপতির মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র ধৃত হইযাছে, স্তুতিপাঠকগণ স্তব স্তুতি করিতেছে, তৎকালে সম্রাটের তেজঃপুঞ্জসন্দর্শনে সন্নিহিত জনগণ নিতান্ত বিস্মিত ও একান্ত চমৎকৃত হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিল, বুঝি স্বয়ং রাজলক্ষ্মী প্রচ্ছন্ন বেশে পদ্মাতপত্র ধারণ করিয়া রাজার সেবা করিতেছেন এবং সরস্বতী বন্দিগণের কণ্ঠদেশে অধিষ্ঠান করিয়া উপাসনা করিতেছেন।

অনন্তর রঘু ন্যায়ানুগত প্রজাপালন দ্বারা সকলের অনুরাগ ভাজন হইয়া উঠিলেন। লোকে প্রজাবৎসল রাজার অধিকারানন্তর নূতন ভূপাল হইলে পূর্ব্ব ভূপতির বাৎসল্য স্মরণ করিয়া অনুতাপ করিয়া থাকে, কিন্তু রঘুর রাজত্বকালে সেরূপ ঘটিল না, তিনি সদ্‌গুণবিস্তারপূর্ব্বক প্রজাগণের এরূপ চিত্তাকর্ষণ করিলেন যে, প্রাচীন নৃপতির গুণ স্মরণ করিযা তাঁহাদের কিছুমাত্র অনুতাপ করিতে হইল না। রাজনীতিবিশারদ অমাত্যবর্গ অভিনব

ভূপালকে সৎ ও অসৎ উভয় পথই প্রদর্শন করিলেন। রঘু অসৎ পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্মার্গই অবলম্বন করিলেন। যেমন চন্দ্র লোকলোচনের আহ্লাদ জন্মাইয়া এবং তপন তাপদান করিয়া আপন আপন নামের সার্থকতা লাভ করিযাছেন, রঘুও প্রজারঞ্জন করিয়া সেইরূপ স্বকীয় রাজ্ঞা নামের সার্থকতা লাভ করিলেন।

অনন্তর ঋতুপর্য্যায়ক্রমে শরৎকাল উপস্থিত হইল। মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণ মেঘাবরণের অভাবে সমধিক অসহ্য হইয়া উঠিল; অন্তরীক্ষে আর ইন্দ্রধনুর অণুমাত্র চিহ্ন রহিল না, জল নির্ম্মল এবং তাহাতে অরবিন্দ সকল প্রস্ফুটিত হইল, গগনমণ্ডলে জ্যোতিষ্কমণ্ডল সকল অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল, মরালগণ নির্ম্মল নদীসলিলে কেলি করিতে আরম্ভ করিল, কাশ-কুসুমের গুচ্ছ সকল বিকসিত হওয়াতে দিঙ্মণ্ডল ধবলবর্ণ হইয়া উঠিল; কৃষীবলকামিনীরা ধান্যরক্ষার্থে মাঠে যাইয়া ইক্ষুচ্ছায়ায় উপবেশনপূর্ব্বক মনের সুখে রঘুর গুণগান করিতে লাগিল; মদোদ্ধত বৃষভগণ ইতস্ততঃ নদীতীরে সিংহাস্ফালন করিয়া রঘুরাজের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং সেনাগজ সকল বিকসিত সপ্তপর্ণকুসুমের মধুগন্ধে একান্ত উত্তেজিত হইয়া সপ্তা-বয়ব হইতে সপ্ত ধারায় মদক্ষরণ করিতে আরম্ভ করিল।

রঘু সুমধুর শরৎকালের এইরূপ রমণীয়তা সন্দর্শন করিয়া দিগ্বিজয়াভিগমনে বাসনা করিলেন। তিনি সেই মানসে চারিদিক্ হইতে সৈন্য সামন্ত সকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, বিদেশস্থ সহকারী ভূপালদিগকে আসিতে সংবাদ দিলেন, এবং উপযুক্ত অমাত্যবর্গের হস্তে রাজধানী ও রাজ্যের প্রান্তবর্ত্তী দুর্গ সকল রক্ষা করিবার ভারার্পণ করিলেন। পরে আপনি সুসজ্জিত হইয়া এবং যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী সকল সুসজ্জিত করিয়া মৌলভৃত্যাদি ষড়্বিধ সৈন্য সমভিব্যাহারে মহোৎসাহ সহকারে দিগ্বিজয়ে যাত্রা

করিলেন। তৎকালে ভেরী দুন্দুভি প্রভৃতি নানাপ্রকার বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। ক্ষণকালমধ্যে গজ বাজী রথী পদাতি প্রভৃতি চতুরঙ্গ সৈন্যদলে কি পথ, কি বিপথ সর্ব্ব স্থানই আকীর্ণ হইয়া উঠিল। তাহাদিগের পদভরে মেদিনী কম্পমান হইতে লাগিল।

রঘু প্রথমতঃ পূর্ব্ব দেশ যাত্রা করিলেন। গমনকালে বায়ু-বেগে সঞ্চালিত ধ্বজপতাকা সকল পূর্ব্বদেশীয় বিপক্ষগণকে যেন তর্জ্জনা করিতে লাগিল। রথচক্রসংঘর্ষণে গগনমার্গে রজোরাশি উদ্ধৃত হইয়া চারি দিক্ আচ্ছন্ন করিল, মেঘমেচক প্রকাণ্ড মদমত্ত মাতঙ্গ সকল মহীতল আবৃত করিল, তৎকালে নভস্তল মৃণ্ময় ভূতলের এবং ভূতল মেঘাচ্ছন্ন নভস্তলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অগ্রে প্রতাপ, তৎপশ্চাৎ শব্দ, তদনন্তর সৈন্যরেণু তৎপরে রথাশ্ব প্রভৃতি চতুরঙ্গ সেনাগণকে চলিতে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন রঘুসেনা চতুর্ব্ব্যূহে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে। রঘু মরুস্থলীতে সুচারুসরোবর খনন করিয়া, বনচ্ছেদন দ্বারা পথ সকল প্রকাশিত করিয়া, এবং দুস্তর তরঙ্গিণীতে সংক্রমনির্ম্মাণ করিয়া, প্রয়াণপথের সর্ব্বত্রই নিজপ্রতাপের সুস্পষ্ট চিহ্ন রাখিয়া চলিলেন। তিনি যে যে স্থান দিয়া গমন করিলেন, তত্রত্য রাজগণের মধ্যে কতিপয়ের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিলেন, কতকগুলিকে পদচ্যুত করিলেন, কাহাকেও বা যুদ্ধে পরাজিত করিলেন।

রঘু এইরূপে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বদেশীয় সমস্ত জনপদ পরাজয় করিয়া পরিশেষে পূর্ব্বসাগরের উপকূলবর্ত্তী সুহ্মদেশে উত্তীর্ণ হই-লেন। তিনি উদ্ধত লোকদিগের সংহর্ত্তা, বিনীতদিগের রক্ষাকর্ত্তা। সুহ্মদেশীয় রাজগণ রঘুর নিকট বিনীত ভাব অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। পূর্ব্বদেশীয় কতিপয় নৃপতি রণতরী আরোহণ-পূর্ব্বক রঘুর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, রঘু প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া পরে স্ব স্ব পদে পুনর্নিযুক্ত করিলেন।

অনন্তর রঘু গঙ্গার প্রবাহমধ্যবর্ত্তী দ্বীপে জয়স্তম্ভসংস্থাপন পূর্ব্বক সৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে গজময় সেতু দ্বারা কপিশানদী পার হইয়া উৎকলদেশে উপনীত হইলেন। তত্রত্য ভূপতিগণের সহিত আর যুদ্ধ করিতে হইল না, তাঁহারা ভয় পাইয়া স্বয়ংই রঘুর পথপ্রদর্শক হইলেন। রঘু তথা হইতে কলিঙ্গদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া তত্রত্য মহেন্দ্রমহীধরের শিখরদেশে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। যেমন পর্ব্বতগণ শিলাবর্ষণপূর্ব্বক পক্ষচ্ছেদোদ্যত বজ্রধরকে আক্রমণ করিয়াছিল, সেইরূপ কলিঙ্গরাজও গজারোহী সেনাগণ লইয়া বাণবর্ষণপূর্ব্বক রঘুকে আক্রমণ করিলেন। তিনি রঘুর সহিত ক্ষণকালমাত্র ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। পরিশেষে রঘুর জয়লাভ হইল। তদীয় সৈনিক পুরুষেরা জয়লাভে সাতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইল। তাহারা মহেন্দ্রনগেন্দ্রের অধিত্যকায় পানভূমি রচনাকরিয়া রণশ্রমদূরীকরণার্থ তাম্বূলদলনির্ম্মিত পত্রপুট দ্বারা অপর্য্যাপ্ত নারিকেলমধু পান করিল। রঘু জয়লাভানন্তর মহেন্দ্রনাথকে রাজ্যচ্যুত না করিয়া কেবল তাঁহার রাজশ্রীমাত্র বিনষ্ট করিলেন।

অনন্তর নরবর সেনাগণ সমভিব্যাহারে লবণমহার্ণবের তীর দিয়া দক্ষিণদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে কাবেরীনদী উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণ সাগরের তীরবর্ত্তী মলয়ভূধরের উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন। মলয়গিরির উপত্যকা অতি রমণীয় স্থান, তথায় মরীচবনে হারীত পক্ষিগণ ভ্রমণ করিতেছে, এলালতা সকল ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে, এবং চন্দনতরুর স্কন্ধদেশে সর্পদিগের বেষ্টনমার্গ সকল সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে, স্থানে স্থানে তমালবনে অন্ধকার হইয়া রহিয়াছে; স্থানে স্থানে গুবাক, নারিকেল, তাল, হিন্তাল প্রভৃতি বৃক্ষ সকল সমস্ত বন অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে, কোন স্থলে পর্ব্বতের

শিখরদেশ হইতে ধবলবর্ণ প্রস্রবণ নিঃসৃত হইতেছে; স্থলান্তরে বিহঙ্গমগণ সুমধুর স্বরে কলরব করিতেছে। কোথাও বা বিচিত্র কুসুমাবলি প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন ও মধুগন্ধে মনোহরণ করিতেছে। মলয়পর্ব্বতের প্রান্তভাগে পাণ্ড্যনামে এক সুপ্রসিদ্ধ জনপদ আছে। তত্রত্য ভূপতিগণ রঘুর দুঃসহ পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া তাম্রপর্ণী ও সমুদ্রের সঙ্গমজাত অপূর্ব্ব মুক্তা সকল উপহার প্রদান করিয়া রঘুর চরণে শরণাগত হইলেন।

পরে রাজাধিরাজ রঘু মলয় ও দর্দ্দুর মহীধরে কিছুকাল বিহার করিয়া পাশ্চাত্য ভূমিপালদিগের পরাজয় করিবার বাসনায় পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সৈন্যসাগর সহ্য পর্ব্বত হইতে মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ তীরভূমি আচ্ছন্ন করিয়া চলিল, দেখিয়া বোধ হইল যেন সমুদ্রই বিদূরবর্ত্তী সহ্য পর্ব্বতের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে। ক্রমে সহ্যাদ্রি অতিক্রম করিয়া কেরলদেশে উত্তীর্ণ হইলেন। কেরলদেশীয় অবলাগণ প্রবলপরাক্রান্ত রঘুর আক্রমণভয়ে ভীত হইয়া বিভূষণাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। কেরলদেশে মুরলা নামে এক সুপ্রসিদ্ধ নদী আছে। রঘু সেই নদীর তীরদেশে শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। মুরলাতীরস্থ কেতকীকুসুমের পরাগ সকল বায়ুভরে সঞ্চারিত হইয়া রঘুসেনার গাত্রে গন্ধচূর্ণস্বরূপ পতিত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্য ভূপতিগণ করপ্রদান করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। রঘু মত্তমাতঙ্গগণের রদনোৎকীর্ণ ত্রিকূট পর্ব্বতকেই পশ্চিম দেশের বর্ণোৎকীর্ণ জয়স্তম্ভরূপে অবধারিত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে পাশ্চাত্য ভূপতিগণকে পরাজিত করিয়া পারস্যদেশ জয় করিতে স্থলপথে যাত্রা করিলেন। তদ্দেশীয় ভূপতিদিগের সহিত রঘুর ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। রঘু ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহাদের শিরশ্ছেদন করিলেন। তৎকালে পারস্যদেশীয় যখন

সেনাগণের শ্মশ্রুল শিরোমণ্ডলে রণভূমিকে আচ্ছাদিত দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন মধুমক্ষিকাব্যাপ্ত মধুচক্রে সমরক্ষেত্র আবৃত হইয়া রহিয়াছে। হতাবশিষ্ট ভূপতিগণ শিরস্ত্রাণ পরিত্যাগ করিয়া রঘুর শরণাগত হইলেন। আশ্রিতবৎসল রঘু করুণাপ্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন, না করিবেন কেন? প্রণিপাত দ্বারাই মহাত্মাদিগের কোপশান্তি হইয়া থাকে। জয়লাভানন্তর তদীয় সেনাগণ মধুপান করিয়া রণশ্রান্তি অপনীত করিল।

পরে রঘু কাশ্মীরদেশবাহী সিন্ধুনদের তীর দিয়া উত্তরদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় প্রথমতঃ হূণদেশীয় ভূপালগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম হইল। তাঁহারা রণে পরাজিত হইয়া রঘুর শরণাগত হইলেন। তদনন্তর কাম্বোজদেশীয় ভূপতিগণের সহিত রণ হইতে লাগিল। তাঁহারাও প্রবলপরাক্রান্ত রঘুর অসহ্য প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া উৎকৃষ্ট অশ্বাদি উপঢৌকন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন।

অনন্তর রঘু স্বয়ং অশ্বারোহণ করিয়া এবং অশ্বারোহী সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া হিমালয় পর্ব্বতে অধিরোহণ করিতে উপক্রম করিলেন। আরোহণকালে অশ্বখুরোত্থিত গৈরিকরেণু গগনমার্গে উড্ডীন হইল, দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন হিমালয়ের শিখরদেশ পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর হইয়াছে! হিমগিরির গুহাশায়ী ভীষণ কেশরিগণ তুল্যসত্ত্ব সেনাসমূহের কলরব শুনিয়া কিছুমাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইল না। কেবল গ্রীবা আভুগ্ন করিয়া এক এক বার তির্য্যগ্‌ভাবে অবলোকন করিতে লাগিল। রাজা অচলশোভা অবলোকন করিতে করিতে চলিলেন। মধ্যে মধ্যে মৃগনাভিসুবাসিত শিলাতলে উপবেশন করিয়া সুশীতল বায়ু সেবনপূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। হিমাচলের উপরিভাগে রজনীযোগে ওষধি সকল প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। রাত্রিকালে

তাহারাই রাজার প্রদীপ কার্য্য সম্পন্ন করিল। পর্ব্বতবাসিগণ ত্রাসে আবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল।

তুষারপর্ব্বতের অধিত্যকায় উৎসবসঙ্কেত নামে এক অসভ্য জাতি বাস করিত তাহাদের সহিত রঘুর ঘোরতর সংগ্রাম ঘটিয়া উঠিল। তাহারা অচলসুলভ শিলাবর্ষণ দ্বারা বাণবর্ষী রঘুসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। পরিশেষে পরাজিত হইয়া রঘুর চরণে প্রণিপাত এবং তাঁহাকে প্রচুর উপঢৌকন প্রদানপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিল। রঘু পার্ব্বতীয় লোকদিগকে পরাজিত করিয়া হিমালয় হইতে অবতীর্ণ হইলেন। পরে লৌহিত্যানদী পার হইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ আক্রমণ করিলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর রিপুর এবং আপনার বলাবল বিবেচনা করিয়া রঘুর শরণাগত হইলেন। তিনি যে সকল মত্ত মাতঙ্গ দ্বারা অন্যান্য ভূপালকে আক্রমণ করিতেন, এক্ষণে স্বয়ং আক্রান্ত হইয়া সেই সকল গজরাজ রঘুরাজকে উপঢৌকন দিলেন।

রঘুরাজ এইরূপে দিগ্বিজয়ব্যাপার পরিসমাপন করিয়া স্বয়ং একচ্ছত্রী হইলেন এবং অন্য সকল ভূপালের মস্তক ছত্রশূন্য করিলেন। পরিশেষে স্বীয় রাজধানী অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। রাজা দিগ্বিজয় করিয়া যে সমস্ত অর্থরাশি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বসঞ্চিত যে অর্থজাত ছিল, তৎসমুদায়ই যজ্ঞোপলক্ষে ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। পরে মহাসত্র সমাপন হইলে সম্রাট্ মন্ত্রিবর্গের সহিত সহকারী রাজন্যগণকে যথেষ্ট পুরস্কার করিয়া স্ব স্ব রাজধানী গমন করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা রাজার ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্নিত চরণযুগলে প্রণিপাত করিয়া পর্য্যুৎসুক মনে স্ব স্ব নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম সর্গ।

একদা কৌৎস্য নামে এক তপোধন, মহর্ষি বরতন্তুর নিকট পাঠ সমাপন করিয়া গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত ধন প্রার্থনা করিতে রঘুরাজের নিকট আগমন করিলেন; তৎকালে বিশ্বজিৎ যজ্ঞোপলক্ষে রঘুর সর্ব্বস্ব ব্যয়িত হইয়াছিল, সুতরাং তিনি মৃণ্ময় পাত্রে অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক কৌৎস্যের ঋষিযোগ্য সৎকার সমাধা করিতে বাধ্য হইলেন, পরে রাজাধিরাজ রঘু সুবিদ্বান কৌৎস্যকে আপন সমীপে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্। আপনকার উপাধ্যায় ভগবান্ বরতন্তুর কুশলবার্ত্তা বলুন। তিনি কায়মনোবাক্যে যে তপঃসঞ্চয় করিয়াছেন তাহার ত কোন বিঘ্ন হয় নাই? এবং আলবালে জলসেচনাদি করিয়া স্বীয় পরিশ্রম ও প্রযত্নে যে সকল শ্রমহর আশ্রমতরুগণকে পুত্রের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন, তাহাদিগের ত কোন ব্যাঘাত হয় নাই? যে সকল হরিণশাবক হোমক্রিয়াঙ্গভূত কুশাদি ভক্ষণ করিতে অভিলাষ করিয়াও পূর্ণকাম হইয়াছে এবং যাহারা শৈশবকালে মহর্ষির ক্রোড়দেশে প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহাদের ত কোন অনিষ্টঘটনা হয় নাই? অথবা গ্রাম্য গোমহিষাদি পশুরা তপোবনে আসিয়া আপনাদের শরীরধারণের উপায়স্বরূপ নীবারাদি তৃণধান্যের ত কোন অপচয় করে নাই? মহর্ষি কি পাঠ সমাপন করাইয়া সন্তুষ্ট মনে আপনাকে গৃহস্থাশ্রম করিতে আদেশ করিয়াছেন? যেহেতু আপনার গৃহস্থাশ্রমের উপযুক্ত বয়ঃক্রম হইয়াছে, এবং গৃহস্থাশ্রম অতিপবিত্র আশ্রম, ইহাতে থাকিয়া সর্ব্বাশ্রমের

উপকার সাধন করা যায়। আপনি কি মহর্ষির আদেশক্রমে আসিয়াছেন? অথবা স্বয়ং আমাকে আশীর্ব্বাদ দ্বারা কৃতার্থ করিতে আসিয়াছেন? আমি আপনাদিগের আজ্ঞাবহ ভৃত্য, আমাকে কোনপ্রকার আদেশ করুন, আমার মন আপনকার আজ্ঞালাভার্থে নিতান্ত উৎসুক হইতেছে।

মহর্ষি বরতন্তুর প্রিয়শিষ্য কৌৎস্য অর্ঘ্যপাত্র সন্দর্শনেই অভীষ্ট-লাভের প্রতি হতাশ হইয়া প্রত্যুত্তর করিতে আরম্ভ করিলেন;—মহারাজ! আমাদিগের সর্ব্বত্রই কুশল। আপনি রক্ষাকর্ত্তা থাকিতে প্রজাদিগের অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা কি? সূর্য্য উদিত হইয়া কিরণ বিস্তার করিলে অন্ধকার কি দৃষ্টির আবরণ করিতে পাবে? পূজ্য ব্যক্তির প্রতি ভক্তি করা আপনাদিগের কুলোচিত ধর্ম্ম, বিশেষতঃ আপনার ভক্তি আপনকার পিতৃপিতামহ অপেক্ষা অধিকতর বোধ হইতেছে; কিন্তু আমি অদৃষ্টক্রমে অসময়ে ধন প্রার্থনা করিতে অসিয়াছি, কি করি, আমারই ভাগ্যদোষ বলিতে হইবে। মহারাজ! বোধ হইতেছে আপনি সৎপাত্রে সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়াছেন, কেবল শরীরমাত্র অবশিষ্ট আছে; অরণ্যবাসী তাপসগণ ধান্য তুলিয়া লইলে তৃণধান্যের যেমন স্তম্বমাত্র অবশিষ্ট থাকে, আপনিও তদ্রূপ হইয়াছেন সংশয় নাই; কিন্তু আপনি এই সসাগরা ধরার একাধিপতি হইয়াও যজ্ঞোপলক্ষে অকিঞ্চন হইয়াছেন, ইহাও সামান্য শ্লাঘার কথা নহে; অতএব আশীর্ব্বাদ করি আপনার মঙ্গল হউক। আমি গুরুদক্ষিণার ধনপ্রার্থনা করিতে অন্য কোন বদান্যের নিকট চলিলাম। এ সময়ে আপনকার কাছে ধনপ্রার্থনা করা অতিশয় অন্যায্য কর্ম্ম, চাতক পক্ষী অনন্যগতি হইয়াও শরৎকালীন নির্জ্জল জলধরের নিকট কি জলপ্রার্থনা করে?

মহর্ষি বরতন্তুর শিষ্য এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন রাজা তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! আপনি গুরুকে কি বস্তু দিবেন এবং কতই বা দিবেন, ইহা একবার শুনিতে ইচ্ছা করি। অনন্তর সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী মহর্ষি কৌৎস্য ভূপালকে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! পাঠসমাপন হইলে আমি গুরুকে গুরুদক্ষিণাগ্রহণার্থ উপরোধ করিলাম। তিনি প্রথমতঃ কহিলেন, বৎস! তোমার অস্খলিত প্রগাঢ় ভক্তিতেই আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, আর গুরুদক্ষিণার আবশ্যক নাই, সেই অসামান্য ভক্তিই তোমার অসাধারণ বিদ্যার নিষ্ক্রয়রূপ হইল। আমি তথাপি নিতান্ত আগ্রহপূর্ব্বক যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলাম। ইহাতে বিপরীত ঘটিয়া উঠিল, তিনি আমার নির্ধনতাবিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া ক্রোধভরে আদেশ করিলেন, যাও, আমার নিকট চতুর্দ্দশ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ, এই শিক্ষিত বিদ্যার সংখ্যানুসারে চতুর্দ্দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা আনয়ন কর। পরে আমি বিষম বিপদে পড়িয়া ভাবিলাম, সূর্য্যবংশীয় মহারাজ রঘু ব্যতিরেকে আর কেহই এই প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন না। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া আপনকার নিকট আসিয়াছিলাম, এদিকে আপনি সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া বসিয়াছেন। গুরুদক্ষিণার ধনও অল্প নহে। কি করি, কিরূপেই বা জানিয়া শুনিয়া এই প্রভূত অর্থ প্রদান করিতে আপনাকে উপরোধ করি? সুতরাং আমার অন্য বদান্যের নিকট গমন করাই শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে।

মহর্ষি কৌৎস্য এইরূপ বিজ্ঞাপন করিলে মহানুভব নৃপতি তাঁহাকে পুনর্ব্বার নিবেদন করিলেন,—ভগবন্! আপনি আমার নিকটে অসিদ্ধকাম হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে এই জগন্মণ্ডলে আমার

ঘোরতর অকীর্ত্তি ঘোষণা হইবে। লোকে বলিবে সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী একজন তপস্বী রঘুর নিকট গুরুদক্ষিণার ধনপ্রার্থনা করিতে আসিয়া ভগ্নাশ হইয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। ইহা আমার নিতান্ত অসহ্য। এরূপ জনাপবাদ রঘুবংশের আর কখনই ঘটে নাই, সুতরাং ইহাকে আমাদিগের নব পরিবাদ বলিতে হইবে; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আপনাকে দুই তিন দিবস প্রতীক্ষা করিতে হইবেক। আমি আপনকার গুরুদক্ষিণার ধনের নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করিতেছি।

ঋষিবর হৃষ্টচিত্তে তথাস্তু বলিয়া রাজার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। রঘুও, পৃথিবীস্থ ভূপালগণ দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে নিঃস্ব হইয়াছেন ভাবিয়া কুবেরপুরী আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর রাজাধিরাজ রঘু কৈলাসনাথ কুবেরকে জয় করিতে যাইবেন বলিয়া সারথিকে রথসজ্জা করিতে আদেশ দিলেন। সারথি আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র রথ সজ্জিত করিয়া আনিল। রাজা মহারণে গমন করিবেন বলিয়া পূর্ব্ব দিবস সায়ংকালে সংযতচিত্তে রথোপরি শয়ন করিয়া রহিলেন। ঐ রজনীতেই রঘুর ধনাগারমধ্যে রাশী-কৃত স্বর্ণবৃষ্টি হইল। কোষাধ্যক্ষেরা প্রাতঃকালে কোষগৃহমধ্যে অকস্মাৎ স্বর্ণরাশি দেখিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইল, এবং কৈলাসগমনোন্মুখ ভূপতিকে তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাঠাইল। ভূপাল ঐ বিস্ময়কর ব্যাপার শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন কুবেরই আক্রমণভয়ে এই স্বর্ণবৃষ্টি করিয়াছেন।

তদনন্তর নৃপতি সেই সমস্ত স্বর্ণরাশি মহর্ষি কৌৎস্যকে সম্প্রদান করিলেন। কৌৎস্য গুরুদক্ষিণার অতিরিক্ত ধন গ্রহণ করিতে অসম্মত, কিন্তু রাজা সেই সমস্ত ধন তাঁহাকে গ্রহণ করাইতে সাতিশয় যত্নবিশিষ্ট; এই কৌতুকাবহ ব্যাপার দেখিয়া অযোধ্যানিবাসী জনগণ দাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই অগণ্য ধন্যবাদ

করিতে লাগিল। পরিশেষে অগত্যা কৌৎস্যকে সেই সমস্ত স্বর্ণমুদ্রাই গ্রহণ করিতে হইল।

অনন্তর নরেশ্বর উষ্ট্র বড়বা প্রভৃতি শত শত বাহন দ্বারা সেই ভাস্বর স্বর্ণরাশি মহর্ষি বরতন্তুর আশ্রমে প্রেরণ করিলেন, এবং গমনকালে কৌৎস্যকে ভক্তিভাবে প্রণিপাত করিলেন। তপোধন অভীষ্টলাভে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া হস্ত দ্বারা নরপতির গাত্রস্পর্শ-পূর্ব্বক কহিলেন;—মহারাজ। পৃথিবীই সদ্‌বৃত্ত ভূপালদিগের অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আপনকার কি অদ্ভুত মহিমা। স্বয়ং দেবভূমি স্বর্গও আপনকার অভিলষিত সম্পাদন করিলেন। ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। আপনাকে আর অধিক কি আশীর্ব্বাদ করিব, যাহা আশীর্ব্বাদ করিতে হয় সে সমুদায় আপনার আছে। অন্য আশীর্ব্বাদ করা কেবল পৌনরুক্তমাত্র। অতএব এই আশীর্ব্বাদ করি, আপনকার পিতা আপনাকে পাইয়া যেমন কৃতার্থম্মন্য হইয়াছিলেন, আপনিও তেমনি আত্মসদৃশ পুত্রলাভ করুন। এইরূপে রাজর্ষিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মহর্ষি আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

কিছু দিন পরে রাজার এক পুত্রসন্তান জন্মিল। মহারাজ রঘু পুত্রের নাম অজ রাখিলেন। যথাকালে রাজপুত্র ক্রমে ক্রমে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও মনোহরযৌবনশালী হইলেন। অধিক কি বলিব, কি রূপে, কি গুণে, সর্ব্বাংশেই তিনি পিতার অনুরূপ হইয়া উঠিলেন। যেমন একটি প্রদীপ হইতে আর একটি প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলে উভয়ের কিছুই তারতম্য থাকে না, সেইরূপ পিতা ও পুত্রের কিছুমাত্র প্রভেদ রহিল না।

বিদর্ভাধিপতি ভোজরাজ স্বীয় ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবরোপলক্ষে কুমার অজের আনয়নার্থ রঘুর নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। রাজা, পুত্রের বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রম হইয়াছে এবং ভোজরাজও

শ্লাঘ্যসম্বন্ধ ইহা ভাবিয়া বিভবানুরূপ সৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে কুমারকে বিদর্ভনগরে পাঠাইলেন। কুমার গমনমার্গে সুরম্য উপকার্য্যায় বাস করিয়া জনপদবাসী প্রজাগণের অপর্য্যাপ্ত উপঢৌকন গ্রহণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই বিদেশগমন উদ্যানবিহারের তুল্য হইয়া উঠিল। তিনি কিছু মাত্র প্রবাসক্লেশ জানিতে পারিলেন না। অজ এই রূপে ক্রমে ক্রমে নর্ম্মদানদীর তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। নর্ম্মদানদীর পুলিনদেশ অতিমনোহর স্থান। তথায় সুশীতল বায়ু বহিতেছে এবং কুসুম-গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত হইতেছে, দেখিয়া সেই স্থানে শিবিরসন্নিবেশ করিতে আদেশ দিলেন।

অনন্তর নৃপনন্দন নর্ম্মদানদীর শোভাসন্দর্শনার্থ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, কতকগুলি মধুকর সলিলোপরি সুমধুর স্বরে গুন্ গুন্ শব্দ করিতেছে, কিন্তু তথায় ভ্রমরোপবেশনযোগ্য পঙ্কজাদি কিছুই নাই। এই বিস্ময়কর ব্যাপারের মর্ম্মাববোধে অসমর্থ হইয়া রাজপুত্র অতীব বিস্ময়াপন্নমনে অশেষ প্রকার কল্পনা করিতেছেন এমন সময়ে এক বৃহৎকায় বনগজ জল হইতে মস্তক উন্নত করিল। তাহার গণ্ডদেশে মদচিহ্নের লেশমাত্র নাই। জলক্ষালনে সমস্ত মদরেখা এক বারেই নিঃশেষিত হইয়াছে।

অনন্তর ঐ প্রকাণ্ড করিবর সেনাগজ সন্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শুণ্ডসঞ্চালনপূর্ব্বক ভয়ানক চীৎকারশব্দ করিতে করিতে জল হইতে গাত্রোত্থান করিতে লাগিল। তাহার উত্থানবেগে শৈবালদাম সকল আকৃষ্ট এবং জল উদ্বেলিত হইতে লাগিল, সেনাগজ সকল বনকরীর কটুতর মদগন্ধ আঘ্রাণকরিয়া আধোরণের প্রযত্ন উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তাহার সম্মুখগমনে নিতান্ত পরাঙ্মুখ হইল, শিবিরস্থ অশ্বগণ সসম্ভ্রমে রথবন্ধু ছেদন করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, এবং সৈন্য সামন্ত সকল তত্রত্য অবলাগণের রক্ষার্থে

ব্যতিব্যস্ত হইল। এই রূপে শিবিরমধ্যে মহান্ কোলাহল হইয়া উঠিল।

অনন্তর কুমার, "অরণ্যগজ রাজাদিগের অবধ্য" এই রাজনীতি স্মরণ করিয়া বধাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার নিবারণার্থে এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বাণ কুম্ভদেশে বিদ্ধ হইবামাত্র গজরাজ করিমূর্ত্তি পরিহারপূর্ব্বক মনোহর দিব্যাকার পরিগ্রহ করিল। তদীয় গাত্র হইতে চারিদিকে প্রভামণ্ডল নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া রহিল। পরে ঐ দিব্য পুরুষ স্বপ্রভাবলব্ধ স্বর্গীয় কুসুমদ্বারা কুমারকে আচ্ছাদিত করিয়া কহিতে লাগিলেন;—রাজপুত্র! আমি প্রিয়দর্শননামক গন্ধর্ব্বপতির পুত্র। আমার নাম প্রিয়ংবদ। আমি মতঙ্গমুনির শাপে মাতঙ্গ হইয়াছিলাম। মহর্ষি মতঙ্গ আমাকে অভিসম্পাত করিলে আমি তাঁহার বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়াছিলাম। পরিশেষে তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, সূর্য্য-বংশীয় রাজপুত্র অজ যখন তোমার মাতঙ্গকলেবরের কুম্ভভেদ করিবেন, তখন তুমি পুনর্ব্বার স্বমূর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে। এক্ষণে আমি আপনকার বীর্য্যপ্রভাবে শাপ হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। আপনি আমার যেরূপ প্রিয় কর্ম্ম করিলেন, আমিও যদি ইহার অনুরূপ কিছু না করি, তবে আমার এই স্বপদোপলব্ধি বৃথা হইবে। অতএব হে প্রিয়মিত্র! আমি তোমাকে প্রয়োগ সংহারের মন্ত্রসহ এক অস্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। এই অস্ত্রের নাম সম্মোহন। ইহাতে প্রযোগকর্ত্তাকে প্রাণিহত্যা করিতে হয় না, অথচ তিনি অনায়াসেই জয় লাভ করিতে পারেন, এই বাণ পরিত্যাগ করিলে প্রতিযোধগণ নিদ্রায় অভিভূত হয়, সুতরাং জয়লাভ সুসাধ্য হইয়া উঠে।

গন্ধর্ব্বরাজতনয়, অজকে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত দেখিয়া পুনর্ব্বার

বলিলেন, প্রিযমিত্র। লজ্জা কবিও না। তুমি আমাকে ক্ষণকাল প্রহার করিয়াছ বটে, কিন্তু সে প্রহার আমাব পক্ষে যথেষ্ট উপকার-জনক হইয়াছে। আমি তোমাবই প্রসাদে এই রমণীয দিব্য কলেবব পুনঃপ্রাপ্ত হইলাম। আমি তোমাকে বাণগ্রহণ কবিতে অনুরোধ করিতেছি, আমার প্রার্থনায় অসম্মত হওয়া নিতান্ত অনুচিত কর্ম্ম। পরে নৃপতনয় অগত্যা সম্মত হইলেন। তিনি গন্ধর্ব্বরাজপুত্রের আদেশানুসাবে নর্ম্মদানদীব পবিত্র সলিলে আচমনপূর্ব্বক উত্তবাভিমুখ হইয়া তাঁহাব নিকট সমন্ত্রক শস্ত্র গ্রহণ কবিলেন। এইরূপে পথিমধ্যে দুই জনেব সাতিশয় মিত্রতা হইল। পবে পবস্পর প্রিয সম্ভাষণ কবিযা গন্ধর্ব্বরাজপুত্র প্রিযংবদ চৈত্ররথে এবং নববাজপুত্র অজ বিদর্ভনগবীতে প্রস্থান করিলেন।

বিদর্ভাধিপতি ভোজবাজ, সূর্য্যবংশীব মহাবাজ বঘুব পুত্র অজ নগরোপকণ্ঠে আগমন কবিযাছেন এই বার্ত্তা শ্রবণ কবিবামাত্র হৃষ্টচিত্তে প্রত্যুদ্গমন ও অভ্যর্থনাদি কবিতে অগ্রসব হইলেন। পবে যথেষ্ট সমাদবপূর্ব্বক নগবে প্রবেশ কবাইযা বাজপুত্রেব অবস্থানার্থে এক রমণীয পটগৃহ নির্দ্দিষ্ট কবিযা দিলেন, এবং তাঁহার প্রতি এরূপ সৌজন্য প্রকাশ কবিতে লাগিলেন যে, সন্নিহিত জনগণ বিদর্ভাধিপতি ভোজবাজকে আগন্তুক এবং অজকে গৃহস্বামী বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল।

কুমার নির্দ্দিষ্ট উপকার্য্যায় দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন কবিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। প্রত্যূষকালে সমবয়স্ক বন্দিপুত্রেবা সুমধুব স্ববে গান করিয়া বাজপুত্রের নিদ্রাভঙ্গার্থে যত্ন কবিতে লাগিল। তাহারা সুললিত ললিতরাগে তানলয়-বিশুদ্ধস্বরে এই গান করিতে লাগিল ;—"যুবরাজ! রাত্রি অবসান হইযাছে। শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করুন ; ভবাদৃশ লোকদিগেব আলস্যপববশ হওযা নিতান্ত অবিধেয়, বিধাতা সম্প্রতি

আপনকার পিতাকে ও আপনাকে এই সসাগরা ধরার সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, আপনকার পিতা আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই অর্পিত ভারের একার্দ্ধ বহন করিতেছেন; আপনারও সেইরূপ আলস্য পরিত্যাগ করিয়া অপরার্দ্ধ বহন করা উচিত, উভয়বাহ্য ভার কি এক জনে বহন করিতে পারে? আপনি জাগরিত হইলে আপনকার তরলতারক নয়নযুগল অর্দ্ধবিকাসত অলিচুম্বিত কমলমুকুলের সাদৃশ্য লাভ করিবে। আর এই প্রাভাতিক সমীরণ আপনকার নিশ্বাসপবনের নৈসর্গিক সৌরভলাভার্থ এক বার বিকসিত কমল, এক বার শ্লথবৃন্ত পুষ্পজাল বিঘট্টন করিয়া বেড়াইতেছে। হে যুবরাজ! এক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া প্রভাতকালের রমণীয়তা সন্দর্শন করুন। গজশালায় গজগণ সুখনিদ্রা পরিহার করিয়া শৃঙ্খলাকর্ষণপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিতেছে, পটমন্দুরায় নিবদ্ধ তুরঙ্গমগণ পুরোবর্ত্তী সৈন্ধবশিলা সকল অবলেহন করিবার নিমিত্ত সফুৎকার প্রোথরব করিতেছে; শিশিরবিন্দু সকল আরক্ত নবপল্লবে পতিত হইয়া অরুণকিরণসহযোগে বিশুদ্ধ মুক্তামণির ন্যায় সাতিশয় শোভমান হইতেছে; বিহঙ্গমগণ আলোকদর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া সুমধুর রবে গান করিতেছে, মধুকরেরা মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া গুন্ গুন্ রবে প্রফুল্ল কমল সকল চুম্বন করিতেছে; সুশীতল বিভাতবায়ু মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা চারি দিকে মকরন্দগন্ধ বিস্তার করিতেছে, এবং প্রদীপ আলোকপরিবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে হ্রস্বশিখ ও সৌর কিরণে অভিভূত হইয়া আসিতেছে।" রাজকুমার বন্দিপুত্রদিগের এইরূপ সুমধুর গীত শ্রবণ করিতে করিতে সুখে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ।

রাজপুত্র গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলেন। পরে বেশবিন্যাসনিপুণ রাজভৃত্যগণ তাঁহার স্বয়ংবরোচিত বেশভূষা করিয়া দিল। অজ সুসজ্জিত হইয়া রাজসভায় গমন করিলেন। সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অতি-মনোহর মঞ্চ সকল সভার চারি দিক্ উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক মঞ্চের ভিন্ন ভিন্ন সোপান এবং তাহার মধ্যভাগে মণিমুক্তাপ্রবালাদিখচিত বিচিত্র আস্তরণপটে আচ্ছাদিত এক এক স্বর্ণময় সিংহাসন সন্নিবেশিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে কতিপয় সিংহাসনের উপরিভাগে কতকগুলি উজ্জ্বলবেশধারী রাজপুত্র বসিয়া আছেন, দেখিলে বোধ হয়, যেন বিমানারোহণে দেবগণ রাজসভায় আসিয়াছেন।

বিদর্ভাধিপতি ভোজরাজ পরম সমাদরে সভাগত অজের হস্তধারণপূর্ব্বক এক মঞ্চের নিকটে যাইয়া কহিলেন, আপনি এই মঞ্চে আরোহণ করুন। মহাবীর অজ ভোজনির্দিষ্ট মঞ্চের সুনির্ম্মিত সোপানপথ দ্বারা তাহাতে আরোহণ করিলেন। উত্থানকালে সন্নিহিত জনগণের মনে এই বোধ হইতে লাগিল, যেন মৃগরাজশাবক শিলাপরম্পরায় পদার্পণ করিয়া পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিতেছে। পরে নৃপনন্দন বিচিত্র স্বর্ণময় মণিপীঠে আরূঢ় হইয়া ময়ূরপৃষ্ঠোপবিষ্ট পার্ব্বতী-নন্দনের ন্যায় সাতিশয় শোভমান হইলেন। সেই পরম সুন্দর যুবা নিজ সৌন্দর্য্যগুণে অন্যান্য নৃপগণকে পরাভূত করিলেন। সভাস্থ জনগণ কুমারের লোকাতীত লাবণ্যদর্শনে চমৎকৃত হইয়া

অনন্যমনে তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তৎকালে তাহারা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, বুঝি পতিবিয়োগ দুঃখিনী কন্দর্পকামিনীর কাতর বচনে প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ আশুতোষ করুণাপূর্ব্বক অনঙ্গকে অঙ্গদান[১] করিয়াছেন, নতুবা এরূপ দেবদুর্লভ রূপ নরলোকে হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। প্রিয়দর্শন কুমারের সৌন্দর্য্য দর্শনে নৃপগণের মন স্ত্রীরত্নলাভবিষয়ে একান্ত হতাশ হইল। একে একে সমস্ত ভূপতি রাজসভায় আগমন করিলে, বন্দিগণ সোম ও সূর্য্যবংশীয় নৃপদিগের কুলপরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করিল, অগুরুধূপে চারি দিক্ আমোদিত এবং মাঙ্গলিক শঙ্খতূর্য্যাদির সুমধুর রবে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। ইত্যবসরে বিদর্ভরাজদুহিতা ইন্দুমতী বিবাহোচিত বেশভূষা করিয়া পরিজনবেষ্টিত মহাপালে আরোহণপূর্ব্বক সভামণ্ডপে সমাগমন করিলেন।

পরে সেই অসামান্যরূপলাবণ্যবতী যুবতীর লোভনীয় যৌবন-মাধুরী সন্দর্শন করিয়া স্বয়ংবরস্থ ভূপতিগণ বিস্ময়বিস্ফারিত, নিমেষশূন্য, একতান নয়নে স্তম্ভিত, চিত্রার্পিত বা উৎকীর্ণের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। তাঁহাদের শরীরমাত্র সিংহাসনে অবশিষ্ট রহিল, কিন্তু মনোনেত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ ইন্দুমতীর লাবণ্যসাগরে মগ্ন হইল। পরে সেই অসামান্যরূপনিধান কন্যানিধান লাভার্থ সকলেই নিতান্ত উৎসুক হইলেন। বসনভূষণাদির অযথাস্থানসন্নিবেশজন্য পাছে ইন্দুমতীর রুচিভঙ্গ হয়, এই ভাবিয়া কেহ স্রস্ত বস্ত্র যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন; কেহ বা কিরীটে করার্পণ করিয়া তাহার সন্নিবেশপরীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং কতিপয় রাজকুমার কুমারীর নিকট স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করণার্থে বহুবিধ বিলাস প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইন্দুমতীর সমভিব্যাহারে সুনন্দানাম্নী এক প্রতিহারী ছিল।

সে সমস্ত নৃপগণের কুল ও আচার ব্যবহার জানিত। সুনন্দা ইন্দুমতীকে সর্ব্বাগ্রে মগধাধিপতির নিকট লইয়া গিয়া পুরুষবৎ প্রগল্ভ বচনে কহিতে লাগিল, মগধদেশে পুষ্পপুর নামে এক নগরী আছে। এই মহারাজ সেই নগরীর অধীশ্বর। ইহাঁর নাম পরন্তপ। ইহাঁর এই নামটি কেবল শব্দমাত্র নহে, রাজাধিরাজ পরন্তপ শত্রুদিগকে তাপ দান করিয়া যথার্থই নিজ নামের সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। ইনি প্রজারঞ্জনবিষয়ে নিতান্ত অনুরাগী এবং দৈবকার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাকেন। যেমন গগনমণ্ডলে গ্রহনক্ষত্রাদি অসংখ্য জ্যোতির্ম্মণ্ডল সত্ত্বেও কেবল নিশানাথ দ্বারাই লোকে নিশাকে জ্যোতিষ্মতী বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সেইরূপ এই বিস্তীর্ণ জগন্মণ্ডলে শত শত ভূপাল থাকিতেও কেবল এই নরবরের অধিষ্ঠান প্রযুক্তই ধরিত্রী রাজন্বতী বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন। অতএব যদি অভিপ্রায় হয় তবে এই নৃপবরের পাণিগ্রহণ কর। এই বলিয়া সুনন্দা বিরত হইল। ইন্দুমতী ভাল মন্দ কিছুই না বলিয়া একটি ভাবশূন্য শুষ্ক প্রণাম মাত্র করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর বায়ুবশে সঞ্চালিত তরঙ্গমালা যেমন মানসসরসীর রাজহংসীকে এক স্বর্ণ পদ্মের নিকট হইতে আর এক স্বর্ণ পদ্মের নিকট লইয়া যায়, তদ্রূপ সেই প্রতিহারীও গুণবতী ইন্দুমতীকে মগধেশ্বরের নিকট হইতে আর এক ভূপতির নিকটে লইয়া গেল এবং কহিল, এই রাজা অঙ্গদেশের অধীশ্বর। সুরাঙ্গনারাও ইহাঁর যৌবনশ্রীদর্শনে মোহিত হয়েন। ইনি পৃথিবীস্থ হইয়াও ত্রিদশাধিপতির ন্যায় স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতেছেন বলিতে হইবে। লক্ষ্মী ও সরস্বতী এই মহানুভাবের নিকট চিরবিরোধ পরিহারপূর্ব্বক একত্র অবস্থান করিতেছেন। কি রূপে কি গুণে সর্ব্বাংশেই তুমি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সদৃশ, অতএব আমার মতে

তুমি এই ভূপতির পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাদের তৃতীয়া সপত্নী হও। কুমারী কিছুই প্রত্যুত্তর না করিয়া সুনন্দাকে যাইতে আদেশ দিলেন। অঙ্গাধিপতি অতিরূপবান্ যুবা এবং কুমারীও বুদ্ধিমতী ও বিচারচতুরা। কিন্তু জানি না, ইন্দুমতী কি ভাবিয়া তাঁহাকে মনোনীত করিলেন না, অথবা লোকের প্রবৃত্তি একরূপ নহে।

তাহার পর সুনন্দা সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজকুমারীকে অবন্তি-রাজের নিকট লইয়া গিয়া কহিতে লাগিল, রাজনন্দিনি! এক-বার চাহিয়া দেখ, এই স্বভাবসুন্দর নববর মণিমাণিক্যাদি আভরণের প্রভায় যেন জাজ্বল্যমান সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন। আহা! কি চমৎকার রূপমাধুরী, কি আজানু-লম্বিত বাহুযুগল, কি বিশাল বক্ষঃস্থল, কি মনোহর বেশ, কি ক্ষীণ কটিদেশ, মনে হয় যেন কোন দেবতা তোমার আশায় গুপ্ত বেশে রাজসভায় আসিয়াছেন। এই মহাবল পরাক্রান্ত ভূপালের আক্রমণমাত্রে সমস্ত সামন্তমণ্ডল ত্রস্ত হইয়া চরণে শরণাগত হয়। এই রাজার রাজধানীতে মহাকাল নামে এক সুপ্রসিদ্ধ পীঠস্থান আছে। তথায় ভগবান্ ধূর্জ্জটি প্রতিষ্ঠিত আছেন। রাজগৃহ মহাকালের অনতিদূরবর্ত্তী। মহারাজ অবন্তিনাথ সুরম্য হর্ম্ম্যোপরি আরোহণ করিয়া শশিমৌলির শিরঃস্থিত শশিকলার সন্নিধান প্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীতেও কৌমুদীমহোৎসব অনুভব করিয়া থাকেন। হে মৃগাক্ষি! যদি তুমি এই যুবার সহধর্ম্মিণী হও, তবে শিপ্রানদীর তীরবর্ত্তী রমণীয় উদ্যানপরম্পরায় প্রিয়তমের সহিত বিহার করিয়া যৌবনশ্রী চরিতার্থ করিতে পারিবে। যেমন কুমুদিনী দিনমণির প্রতি অনুরক্তা নহে, সেইরূপ ইন্দুমতীও সেই ভূপতির প্রতি অনুরক্তা হইলেন না।

অতঃপর সুনন্দা সেই সুলোচনাকে আর এক ভূপালের পুরোবর্ত্তিনী করিয়া বাগ্‌জালবিস্তারপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, শুনিয়া থাকিবে; পূর্ব্বকালে কার্ত্তবীর্য্য নামে এক সুপ্রসিদ্ধ রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার দ্বিভুজ মূর্ত্তি দেবদত্তবরপ্রসাদে সংগ্রামসময়ে সহস্রভুজ হইত; তিনি বাহুবলে অষ্টাদশ দ্বীপ অধিকার করিয়া প্রত্যেক দ্বীপে জয়নিদর্শনস্বরূপ অসংখ্য যূপস্তম্ভ সংস্থাপন করিয়াছিলেন; তিনি যোগবলে প্রজাদিগের অসৎ সংকল্প অবগত হইয়া তদ্দণ্ডে দণ্ডবিধানার্থ করে কোদণ্ডধারণপূর্ব্বক পুরোভাগে উপস্থিত হইতেন। মহাবীর কার্ত্তবীর্য্যের পরাক্রমের কথা অধিক কি বলিব, ত্রিদশেশ্বরবিজয়ী লঙ্কেশ্বর পরাজিত হইয়া তাঁহার কারাগৃহে তদীয় প্রসাদকাল পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ ছিলেন

এই পুরোবর্ত্তী ভূপাল সেই মহাপুরুষের বিশুদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি অনুপদেশের অধীশ্বর। ইহাঁর রাজধানী মাহিষ্মতী। ইহাঁর নাম প্রতীপ। প্রতীপ নিজে অতি ধীর ও গুণগ্রাহী। লক্ষ্মী চঞ্চলা বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহাঁর নিকটে অচল ভাবে থাকিয়া সেই অপবাদ মিথ্যাপবাদ হইয়াছে। ইনি বরপ্রসাদে ভগবান্ হুতাশনকে সহায় পাইয়া পরশুরামের তীক্ষ্ণ-ধার কুঠারকে অতি অসার মনে করিয়া থাকেন। যদি বাতায়নে বসিয়া মনোহর নর্ম্মদানদী দেখিতে কৌতুক থাকে তবে এই পরমসুন্দর যুবার পাণি গ্রহণ কর। এই বলিয়া সুনন্দা ক্ষান্ত হইল। যেমন মেঘাবরণমুক্ত শরচ্চন্দ্র কমলিনীর সন্তোষকর নহে, সেইরূপ প্রিয়দর্শন প্রতীপও ইন্দুমতীর নয়নানন্দকর হইলেন না।

পরে সুনন্দা রাজনন্দিনীকে আর এক ভূপতির নিকটে লইয়া গিয়া কহিল, যমুনানদীর উপকূলে মথুরানাম্নী এক পরম রমণীয় নগরী আছে। এই ভূপতি সেই নগরীর অধিপতি। ইনি নীপনামক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁর নাম সুষেণ। মহারাজ

সুষেণ অতিগুণবান্ পুরুষ। ইহাঁর কীর্ত্তি ত্রিলোকবিশ্রুত। যেমন সিদ্ধাশ্রমে পরস্পরবিরোধী জন্তুগণ নৈসর্গিক বিরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একত্র অবস্থিতি করে, সেইরূপ ক্রোধ ধৈর্য্যাদি বিরুদ্ধ গুণগণ এই রাজার হৃদয়মন্দিরে অবিবোধে বাস করিতেছে।

যমুনাহ্রদে কালিয় নামে এক অজগর সর্প বাস করে। নাগরাজ কালিয় কদাচিৎ গরুড়ের ত্রাসে ভীত হইয়া এই ভূপতির শরণাগত হইয়াছিল। মহারাজ সুষেণ তাহাকে গরুড় হইতে পরিত্রাণ করেন। নাগাধিপ সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে আত্মনিষ্ক্রয়স্বরূপ এক বহুমূল্য মণি প্রদান করিয়াছিল। ইনি সেই মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া কৌস্তুভধারী কৃষ্ণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন। অতএব হে সুন্দরি! যদি এই রূপবান্ যুবার রমণী হও, তবে চৈত্ররথতুল্য রম্যবন বৃন্দাবনে বিহার করিয়া মনোমত বিষয়ভোগ করিতে পারিবে। এই বলিয়া সুনন্দা নিবৃত্ত হইল।

যেমন স্রোতস্বিনী নদী পুরোবর্ত্তী পর্ব্বতের এক পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ ইন্দুমতীও তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া আর এক ভূপতির সমীপে গমন করিলেন। তখন সুনন্দা সেই পূর্ণেন্দু-মুখীকে কহিতে লাগিল, সমুদ্রের অনতিদূরে মহেন্দ্র নামে এক ভূধর আছে। ইনি সেই ভূধরের অধীশ্বর। এই মহারাজ একজন প্রধান বীর পুরুষ বলিয়া জগতে বিখ্যাত। যদি এই যুবার প্রিয়তমা হও তবে বাতায়নে বসিয়া মহার্ণবের পর্ব্বতাকার তরঙ্গ-মালা সন্দর্শন, তালীবনের মর্ম্মরধ্বনি শ্রবণ এবং সমুদ্রতীরস্থ লবঙ্গ-কুসুমের সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া উভয়ে কতই সুখানুভব করিতে পারিবে।

ইন্দুমতী সুনন্দার এইরূপ প্রলোভন বাক্যে না ভুলিয়া অন্য এক ভূপতির সমীপে গমন করিলেন। তখন সুনন্দা রাজনন্দিনীকে সম্বোধিয়া কহিল, অয়ি খঞ্জনাক্ষি! দেখ দেখ একবার এই দিকে

চাহিয়া দেখ, দক্ষিণদেশে পাণ্ডু নামে এক সুপ্রসিদ্ধ জনপদ আছে। তথায় মলয়পর্ব্বতের অনতিদূরে উবগনাম্নী নগবী। ঐ নগরী সমুদ্রেব নিকটবর্ত্তিনী। এই মহাবাজ উক্ত নগবীব অধিরাজ। পাণ্ডুদেশের অধিপতি বলিয়া ইনি পাণ্ড্য নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইহাঁকে দেখিলে বোধ হয় যেন কোন দেবতা তোমার আশায় গুপ্ত বেশে রাজসভায় আসিয়াছেন।

মহারাজ পাণ্ড্য উগ্রতব তপস্যায় ভগবান্ ভূতভাবন আশু-তোষকে সন্তুষ্ট কবিয়া ব্রহ্মশিরোনামে এক মহাস্ত্র লাভ করিয়াছেন। সেই অস্ত্রেব প্রভাবে ইনি রিপুগণের নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। অধিক কি বলিব, মহাবীর লঙ্কেশ্বর একদা ইন্দ্রলোক জয় কবিতে যাইবেন বলিয়া খবদূষণাদি নিশাচবগণেব বাসস্থান জনস্থানেব বিমর্দ্দশঙ্কায় এই মহাবল পরাক্রান্ত ভূপালেব সহিত সন্ধিবন্ধন কবিয়া গমন কবিযাছিলেন। অতএব, হে বিশা-লাক্ষি! যদি এই মহাকুলসমুদ্ভুত ভূপতিব প্রেয়সী হও তবে মলয়ভূধরের উপত্যকায় প্রিয়তমেব সহিত বিহাব কবিযা মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ কবিতে পাবিবে। সে অতিরমণীয় স্থান। তথায় গুবাকবৃক্ষে তাম্বূললতা ও চন্দনবৃক্ষে এলালতা সকল বেষ্টন করিযা রহিয়াছে, এবং তমালবনে চাবিদিক্ অন্ধকারাবৃত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই নৃপতি ইন্দীবরের ন্যায় শ্যামবর্ণ, তুমি গোবোচনার ন্যায় গৌরবর্ণ, তুমি ইহাঁর অঙ্কশায়িনী হইলে সচপলা মেঘমালার ন্যায় উভয়ে উভয়ের শোভা বর্দ্ধন করিবে।

সুনন্দাব উপদেশ ইন্দুমতীব হৃদয়ঙ্গম না হওয়াতে তিনি তাঁহাকেও অতিক্রম কবিলেন। যেমন নিশীথসময়ে কোন সঞ্চা-বিণী দীপশিখা বাজমার্গেব পার্শ্বস্থ অতিক্রান্ত সৌধাবলীকে তিমিরাবগুণ্ঠিত করিয়া উত্তরোত্তরবর্ত্তী প্রাসাদ সকল ক্রমশঃ উজ্জ্বল কবিতে থাকে, তদ্রূপ ইন্দুমতী যে যে ভূপালকে অতিক্রম

করিয়া চলিলেন তাঁহাদিগের মুখশশী বিষাদে মলিন হইতে লাগিল এবং পুরোবর্ত্তী রাজগণের মুখমণ্ডল তদীয় অনুরাগ লাভাশয়ে সমুজ্জ্বল হইতে লাগিল।

পরিশেষে নৃপদুহিতা সূর্য্যবংশীয় রাজপুত্র অজের সম্মুখে উপনীত হইলেন। কুমারী সন্নিহিতা হইলে অজ প্রথমতঃ বরণ-বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহার দক্ষিণবাহু স্পন্দন হইতে লাগিল। সেই পরিণয়সূচক চিহ্ন তদীয় সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিল। যেমন মধুকরী প্রফুল্ল সহকার পাইলে পুষ্পান্তর প্রার্থনা করে না; সেইরূপ ইন্দুমতীও সেই পরমসুন্দর যুবাকে পাইয়া মনে মনে অন্যভূপতিসন্নিধানগমনে পরাঙ্মুখী হইলেন। অনন্তর সুচতুরা সুনন্দা কুমারীর অন্তঃকরণ সেই পরম-সুন্দর যুবার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়াছে বুঝিয়া অজের কুল শীল ও গুণ চরিত্রাদি সবিস্তর বর্ণিতে আরম্ভ করিল। সে ইন্দু-মতীকে সম্বোধিয়া কহিল, কুমারি! এই রাজকুমার সামান্য নহেন। ভগবান্ ভাস্করের পুত্র মনুনামে এক সুপ্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। মহানুভাব মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। তদীয় বিশুদ্ধ বংশে পুরঞ্জয় নামক এক সর্ব্বগুণাকর রাজর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নিরুপমা কীর্ত্তি অদ্যাপি ত্রিলোকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। মহারাজ পুরঞ্জয় সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়া দেবরাজের সহিত একাসনে উপবেশন করিতেন এবং উভয়ে গজরাজ ঐরাবতের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেন। একদা দেব-গণের সহিত অসুরদিগের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। মহারাজ পুরঞ্জয় অস্ত্রাস্ত্র কৌশলে দুর্জ্জয় দানবদিগকে পরাজিত করিতে না পারিয়া পিনাকিবেশধারণপূর্ব্বক মহোক্ষরূপী মহেন্দ্রের পৃষ্ঠ-দেশে আরোহণ করিয়া দুর্দ্দান্ত দৈত্যগণকে রণে পরাজিত করেন। বৃষের ককুদে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই অবধি

তাঁহার নাম ককুৎস্থ হইল। তদবধি উত্তরকোশলাধিপতি ভূপতিরা তদীয় নাম সংসর্গেও বংশের পবিত্রতা লাভ হইবে ভাবিয়া স্বীয় বংশকে কাকুৎস্থ নামে বিখ্যাত করিলেন; মহারাজ ককুৎস্থের কুলে দিলীপ নামে এক প্রবলপ্রতাপ মহীপাল জন্মগ্রহণ করেন। দিলীপ অসামান্যগুণসম্পন্ন ও অলৌকিকপরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি একোনশত অশ্বমেধ নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করিয়া কেবল দেবরাজের ঈর্ষ্যানিবারণার্থে শততম অশ্বমেধ করেন নাই। সম্প্রতি তৎপুত্র রঘু রাজ্যশাসন করিতেছেন। তিনি বিশ্বজিৎ নামক মহাযজ্ঞোপলক্ষে চতুর্দ্দিগ্বিজয়ার্জ্জিত বিভূতিরাশি মৃৎপাত্রাবশিষ্ট করিয়াছিলেন। মহারাজ রঘুর দিগন্তবিশ্রুত অপরিচ্ছিন্ন যশোরাশি বর্ণন করা আমার সাধ্যাতীত।

এই পরম সুন্দর কুমার সেই মহাত্মার পুত্র। ইহাঁর নাম অজ। যুবরাজ অজ পিতৃদত্ত যৌবরাজ্য লাভ করিয়া পিতার মত রাজ্য শাসন করিতেছেন। পিতা চিরধৃত রাজ্যভার সৎপুত্রে সমর্পণ করিয়া নিরুদ্বেগে জগদীশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত আছেন। এই পরমসুন্দর যুবা কি রূপে, কি গুণে, কি যৌবনে, সর্ব্বাংশেই তোমার তুল্য; অতএব আমার বাঞ্ছা, তুমি এই রূপবান্ যুবরাজকে বরমাল্য প্রদান কর। ইহাঁকে মাল্যদান করিলে তোমাদের উভয়ের যোগ মণিকাঞ্চনযোগের ন্যায় সাতিশয় শ্লাঘনীয় হইবে, এই বলিয়া সুনন্দা ক্ষান্ত হইল।

কুমারী বালাবস্থাসুলভ লজ্জার বশ হইয়াও তৎকালে কিঞ্চিৎ প্রগল্ভভাব অবলম্বনপূর্ব্বক প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে নৃপনন্দনের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু নৈসর্গিক ত্রপাবশতঃ সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যুবাতে স্বীয় মন অনুরক্ত হইয়াছে, ইহা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। সুতরাং সুচতুরা সুনন্দা তদ্গাত্রে অনুরাগচিহ্ন রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিক বিকার অবলোকন করিয়া তাঁহার

মনোগত ভাব বুঝিতে পারিল। সে বুঝিয়াও যেন বুঝে নাই এইরূপ ভাণ করিয়া নৃপদুহিতাকে কহিল, আর্য্যে। কেমন, এখন অন্য এক নৃপের নিকট গমন করি? ইন্দুমতী রোষকষায়িত লোচনে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কটাক্ষসঙ্কেত দ্বারা যাইতে নিষেধ করিলেন।

অনন্তর নৃপদুহিতা ধৃষ্টতাভয়ে উপমাতা সুনন্দার করে পুষ্পমালা অর্পণ করিয়া কহিলেন, যাও, এই যুবরাজের গলে বরমাল্য প্রদান করিয়া আইস। সুনন্দা রাজদুহিতার আজ্ঞানুসারে কুমারের গলে মাল্যপ্রদান করিল। অজের বিশাল বক্ষঃস্থলে সেই মঙ্গল-পুষ্পময়ী মালা সন্নিবেশিতা হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইল। তখন অজ কণ্ঠার্পিত পুষ্পমালাকে ইন্দুমতীর কোমল বাহুলতা মনে করিয়া অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইতে লাগিলেন।

পরে পুরবাসী জনগণ উপযুক্ত বরে মাল্যপ্রদান হইয়াছে দেখিয়া সকলে একবাক্যে পরম সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা কহিল, যেমন কৌমুদী মেঘাবরণবিমুক্ত নিশাকরের সহিত মিলিত হয় এবং সুরধুনী অনুরূপসাগরের সহিত মিলিত হয়, এই তুল্যগুণ বরকন্যার যোগ সেইরূপ হইল। কিন্তু অজের এই রূপ গুণবাদ অন্যান্য নৃপগণের নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রভাত-কালে একদিকে কমলজাল প্রফুল্ল অন্য দিকে কুমুদবন মুকুলিত হইলে, জলাশয়ের সাদৃশী রমণীয়তা হয়, বরপক্ষ ও বিপক্ষ নৃপ-গণের হর্ষ ও বিষাদে সেই স্বয়ংবর সভাও তদ্রূপ হইয়া উঠিল।

সপ্তম সর্গ।

বিদর্ভাধিপতি ভোজরাজ রাজসভা হইতে বরকন্যা লইয়া গৃহগমনে উন্মুখ হইলেন। সভাস্থ নৃপগণ ইন্দুমতীর প্রতি হতাশ হইয়া মনে মনে স্বকীয় রূপবেশাদির নিন্দা করিতে করিতে শূন্য হৃদয়ে স্ব স্ব শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা অজ-রাজের স্ত্রীরত্নলাভ জন্য অসূয়াপরবশ হইয়াও তৎকালে কোন বিঘ্ন করিতে পারিলেন না। এ দিকে রাজপথের উভয় পার্শ্বে অবিরল ভাবে পতাকা সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ তোরণে, স্থানে স্থানে কুসুমমাল্যাদি উপকরণে রাজবীথি উদ্ভাসিত হইয়াছে।

পরে বরবধূ করেণু আরোহণপূর্ব্বক নরেন্দ্রমার্গে অবতীর্ণ হইলেন। পুরবাসিনী কামিনীগণ বরদর্শনার্থ নিতান্ত উৎসুক হইয়া আরব্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকৌতুক মনে ধাবমান হইল। কোন যুবতী গতিবেগে বিগলিত কেশবেষ্টন বন্ধন করিবার অবকাশ না পাইয়া শিথিলিত কচরাশি বামকরে ধারণ করিয়াই ধাবমান হইল। কেহ কেহ চরণে অলক্তক পরিতেছিল, তাহারা আর্দ্রালক্তক শুকাইবার অপেক্ষা না করিয়া প্রসাধিকার কর হইতে চরণাকর্ষণ পূর্ব্বক দৌড়িল। কোন রমণী গবাক্ষবিবরে দৃষ্টিপাত করিয়া ধাবমান হইতেছিল, সে বিগলিত নীবিবন্ধন বন্ধন করিবার অনুরোধ না করিয়া স্রস্ত বস্ত্র করকমলে ধারণ করিয়া রহিল। কেহ বা অঙ্গুষ্ঠমূলে সূত্র বন্ধন পূর্ব্বক রসনাদাম গুম্ফিত করিতেছিল, সে অর্দ্ধগ্রথিত সুবর্ণকাঞ্চী অঙ্গুষ্ঠ হইতে না খুলিয়াই দ্রুতপদে চলিল, সুতরাং তাহার সেই মেখলার সূত্রমাত্র অঙ্গুষ্ঠে অবশিষ্ট রহিল।

বরদর্শনকৌতুকিনী কামিনীগণের বদনকমলাবৃত মার্গপার্শ্বস্থ গবাক্ষ সকল যেন অলিচুম্বিত সহস্রদলে অলঙ্কৃত হইল। তৎকালে অবলাগণকে একান্ত অনন্যমনা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন তাহাদের শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গও দর্শনলালসায় চক্ষুতেই প্রবেশ করিয়াছে। পরে রমণীগণ পরস্পর কহিতে লাগিল, "ইন্দুমতী শত শত ভূপতি কর্তৃক প্রার্থ্যমান হইয়াও ভাগ্যে স্বয়ংবর প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহাতেই আত্মসদৃশ বরলাভ করিল; স্বচক্ষে না দেখিলে আত্মানুরূপ বর মেলা দুর্ঘট হইয়া উঠিত। আর বিধাতা যদি এই অসামান্যরূপলাবণ্যবতী যুবতীর সহিত এই পরমসুন্দর মনোহর যুবার সমাগম না করিতেন তবে তাঁহার এই যুবক যুবতীর অপ্রতিমরূপবিধানযত্ন বিফল হইত। বোধ হয় ইহাঁরাই পূর্ব্বে রতি ও স্মর ছিলেন; অনতিপরিস্ফুট জন্মান্তরীণ সংস্কারবশাৎ উভয়ের পুনর্মিলন হইল; নতুবা সহস্র সহস্র ভূপতির মধ্যে এতাদৃশ সুসদৃশ পুরুষরত্ন মনোনীত করা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিতান্ত সহজ কর্ম্ম নহে।"

অজ পৌরকামিনীগণের বদনকমলে এইরূপ মনোহারিণী কথা শ্রবণ করিতে করিতে ভোজরাজের ভবনদ্বারে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর কুমার করেণুকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া কামরূপাধিপতির হস্তাবলম্বনপূর্ব্বক অন্তঃপুরচত্বরে প্রবেশ করিলেন এবং প্রবেশ করিবামাত্র তত্রত্য অবলাগণের মনোহরণ করিলেন। তথায় মহার্হ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া ভোজদত্ত অর্ঘ্য মধুপর্ক ও দুকূলযুগল গ্রহণ করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুরসুন্দরীগণের সকটাক্ষ নেত্রপাত অনুভব করিতে লাগিলেন। পরে শুদ্ধান্তাধিকৃত বিনীত ভৃত্যেরা বরকে বধূসমীপে লইয়া গেল।

পুরোহিত বরবধূসমীপে হোম করিয়া অগ্নিসাক্ষিক উদ্বাহবিধি আরম্ভ করিলেন। অজ, পাণিগ্রহণকালে নিজ করে বধূকর গ্রহণ

করিয়া কণ্টকিতকলেবর হইলেন এবং ইন্দুমতীরও অঙ্গুলি হইতে স্বেদবিন্দু নিঃসৃত হইতে লাগিল। শুভদৃষ্টিকালে বরবধূর সতৃষ্ণ নয়নযুগল একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় হ্রীযন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। উভয়ের প্রজ্বলিত হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ করা হইলে লজ্জাবতী ইন্দুমতী পুরোহিতের আদেশানুসারে জ্বলন্ত অনলে লাজবিসর্জ্জন ও ধূমগ্রহণ করিলেন। পরিশেষে বরকন্যা স্বর্ণময় মণিপীঠে উপবেশনপূর্ব্বক নমস্তবর্গের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

বিদর্ভাধিপতি এই রূপে ইন্দুমতীর পাণিগ্রহণ সম্পাদন করিয়া অন্যান্য ভূপতিদিগের সৎকারার্থে অধিকৃত লোকদিগকে আদেশ করিলেন। অধিকৃতেরা প্রভুর আজ্ঞানুসারে প্রত্যেক ভূপতির শিবিরে রাজযোগ্য উপহার প্রেরণ করিল। ভূপালগণ কৃত্রিম হর্ষ চিহ্ন দ্বারা ঈর্ষাসংবরণপূর্ব্বক উপঢৌকনচ্ছলে তদ্দত্ত উপহার তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিলেন, এবং ভোজরাজকে আমন্ত্রণাদি করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ রঘু দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে রাজগণের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়াছেন, আবার তৎপুত্র সকলকে বঞ্চনা করিয়া স্ত্রীরত্ন লাভ করিলেন, এই উভয়বিধ কোপে সমস্ত রাজলোক একযোগ হইয়া অজের গমনমার্গ অবরোধ করিয়া রহিলেন। এ দিকে বিদর্ভাধিপতি বিভবানুরূপ যৌতুক প্রদান করিয়া ভগিনীকে প্রেরণ করিলেন এবং আপনিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তিনি তিন দিবস পরে অজরাজের নিকট বিদায় লইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরে যুবরাজ ইন্দুমতীকে লইয়া আসিতেছেন, এমত সময়ে সেই উদ্ধত রাজন্যগণ অবসর বুঝিয়া আক্রমণ করিল। পরাক্রান্ত অজ কিছুমাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইলেন না। তিনি অনল্প সৈন্যপরিবৃত পৈতৃক আপ্ত সচিবের প্রতি

ইন্দুমতীর রক্ষণভার সমর্পণ করিয়া সেই অসংখ্য রাজসেনা প্রত্যাক্রমণ করিলেন। উভয়পক্ষীয় সেনাগণ, পদাতি পদাতির সহিত, রথী রথীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত এবং আধোরণ আধোরণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। গজাশ্বের চীৎকাররবে কর্ণ বধিরপ্রায় হইল; যোদ্ধৃগণের পরস্পর পরিচয় পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল, কেবল বাণাক্ষর-মাত্র লক্ষ্য করিয়া প্রতিযোদ্ধার নামনির্দ্দেশ হইতে লাগিল। অশ্বখুরোত্থিত ধূলিপটল গজকর্ণব্যজনে সঞ্চালিত হইয়া গগনমণ্ডল যেন বস্ত্রাবৃত করিল। সেই ধূলিধূসরিত নভস্তলে ধ্বজস্থ কৃত্রিম মীনগণ বায়ুভরে বিবৃতাস্য হইতেছে, দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন অকৃত্রিম মৎস্যেরাই প্রাবৃট্‌কালীন আবিল হ্রদে জলপান করিতেছে। ক্রমে ক্রমে ধূলিরাশি উড্ডীন হইয়া রণস্থলী অন্ধকারাবৃত করিল। যোদ্ধৃগণ কেবল রথচক্রের শব্দ শুনিয়া রথাগমন এবং ঘণ্টারব শুনিয়া গজাগমন অনুমান করিতে লাগিল। তৎকালে কে আত্মীয়, কে পর প্রভেদ করা অতিমাত্র দুর্ঘট হইয়াছিল, কেবল স্ব স্ব প্রভুর নামোচ্চারণে আত্মপরাবর-বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে সেই রজোঽন্ধকারে ছিন্ন গজাশ্বাদির রুধির-প্রবাহ বালার্ক-সদৃশ হইয়া উঠিল। ধূলিরাশি অধোভাগে আর্দ্র শোণিত দ্বারা ছিন্নমূল হইয়াছে এবং উপরি-ভাগে বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইতেছে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের উপরে পূর্ব্বোত্থিত ধূমরাশি বিরাজিত রহিয়াছে।

প্রতিযোদ্ধার প্রচণ্ড প্রহারে রথী মূর্চ্ছিত হইলে যে সারথি রথ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পলায়ন করিতেছিল, মূর্চ্ছাবসানে রথী তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া পুনর্ব্বার রথ ফিরাইতে আদেশ দিল এবং পূর্ব্বদৃষ্ট কেতুরূপ নিদর্শন দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট যাইয়া

পুনর্ব্বার তাহাকেই অধিকতর শস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। বলবিক্ষিপ্ত বাণাবলী অর্দ্ধপথে শত্রুশর দ্বারা ছিন্ন হইলেও বেগবশাৎ তদীয় অগ্রভাগ সকল শত্রুগাত্রে বিদ্ধ হইতে লাগিল। প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে স্তম্ভাকার গজদন্ত হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হইতেছে, করিগণ তদ্দর্শনে ত্রাস পাইয়া করশীকর দ্বারা তাহা নির্ব্বাণ করিতেছে। সারথি হত হইলে রথিগণ আপনারাই রথী এবং আপনারাই সারথি হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল; রথাশ্ব আহত হইলে, তৎক্ষণাৎ ভূপৃষ্ঠে নামিয়া গদাযুদ্ধ আরম্ভ করিল; গদা ভগ্ন হইলে বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে রণস্থলী অতিভীষণাকার হইয়া উঠিল। কোন স্থান যোদ্ধৃগণের ছিন্ন মস্তকে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; কোন স্থান শিরশ্চ্যুত শিরস্ত্রজালে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে; কোন স্থান রুধির-প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও বা শৃগাল বিহঙ্গমাদি মাংসাশী জন্তুগণ খণ্ডিতহস্তমস্তকাদি আকর্ষণ করিতেছে। কোন কোন বীর যুদ্ধে হত হইয়া তৎক্ষণাৎ সুরাঙ্গনা সমভিব্যাহারে বিমানারোহণপূর্ব্বক স্বীয় কবন্ধদেহ রণক্ষেত্রে নৃত্য করিতেছে দেখিতে দেখিতে স্বর্গারোহণ করিল। কতিপয় বীর উভয়ে উভয় কর্ত্তৃক সমকালে ছিন্ন হইয়া ভগ্ন দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্য কলেবর ধারণ করিল, কিন্তু এক অপ্সরার প্রার্থনায় তাহাদিগের বিবাদ অভগ্নাবস্থই রহিল।

উভয়পক্ষীয় সৈন্যব্যূহ কদাচিৎ জয়লাভ করিতেছে, কদাচিৎ পরাজিত হইতেছে, অজ স্বকীয় ব্যূহের যে দিক্ যখন ভগ্ন দেখিতেছেন অতি সতর্কতাপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সেই দিকে যাইয়া রক্ষা করিতেছেন, যেমন ধূমাবলী বায়ুবেগে সঞ্চারিত হইলেও যে দিকে তৃণ সেই দিকেই বহ্নিসমাগম হইয়া থাকে, মহাবল পরাক্রান্ত অজও স্বকীয় সেনাগণকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া সেই রূপ

অরিসেনার প্রতি ধাবমান হইতে লাগিলেন। তিনি কখন রথী, কখন পদাতি, কখন খড়্গধারী, কখন বা গদাধারী হইয়া একাকীই সেই অসংখ্য রাজন্যগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। যুদ্ধকালে অজের লঘুহস্ততা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি কেবল তূণীরমুখেই ব্যাপৃত রহিয়াছে। শত্রুদিগের শস্ত্রজালে তাঁহার রথ আচ্ছন্ন, কেবল তদীয় রথের ধ্বজাগ্রমাত্র দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। অজ, তথাপি শত সহস্র রাজন্যগণের শিরশ্ছেদন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের সেই সকল রোষদষ্টাধরোষ্ঠ, ভ্রুকুটিভীষণ, হুঙ্কারগর্ভ তাম্রবর্ণ মুখজালে রণস্থল আচ্ছাদিত হইল। পরিশেষে বিপক্ষগণ কূট যুদ্ধ অবলম্বনপূর্ব্বক অজকে বেষ্টন করিয়া বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। তখন অজ একান্ত নিরুপায় ভাবিয়া গন্ধর্ব্বরাজপুত্র প্রিয়ংবদ হইতে যে প্রস্বাপন অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন সেই বাণ ধনুকে সন্ধান করিলেন। গান্ধর্ব্বশরের প্রভাবে সমস্ত নৃপসেনা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রণকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেহ ধ্বজদণ্ড, কেহ গজস্কন্ধ, কেহ রথ, কেহ অশ্বপৃষ্ঠ অবলম্বন করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিল।

তখন অজ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তদ্দণ্ডে শঙ্খধ্বনি করিলেন। তাঁহার সৈনিকগণ শঙ্খনাদপ্রত্যভিজ্ঞানে স্বপ্রভুর জয় লাভ হইয়াছে বুঝিয়া আস্তে ব্যস্তে রণস্থলে আসিয়া দেখিল, মুকুলিত কমলবনে প্রতিবিম্বিত শশাঙ্কমণ্ডল যেমন শোভমান হয়, যুবরাজ অজও সেই নিদ্রিত রাজমণ্ডলীতে সেরূপ শোভা পাইতেছেন। পরে রাজপুত্র আর্দ্রশোণিতলিপ্ত বাণমুখদ্বারা বিপক্ষগণের রথ-ধ্বজে লিখাইলেন,—"যুবরাজ অজ তোমাদিগের যশোহরণমাত্র করিলেন, কিন্তু কৃপা করিয়া প্রাণবধ করিলেন না।"

অনন্তর ঘর্ম্মাক্তকলেবর অজ বাম হস্তে বৃহৎ কোদণ্ড ধারণ-

পূর্ব্বক ভয়চকিতা ইন্দুমতীর সন্নিধানে আসিয়া প্রিয় সম্ভাষণে কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ দেখ, আমি অনুমতি করিতেছি, একবার চাহিয়া দেখ; আমি, সম্প্রতি এই সমস্ত রাজলোককে এরূপ নির্বীর্য্য করিয়াছি যে এক জন বালকেও অনায়াসে ইহাঁদিগের হস্ত হইতে অস্ত্রাপহরণ করিতে পারে। প্রিয়ে! এই সমস্ত নৃপগণ তদীয় নিরুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে একান্ত মুগ্ধ হইয়া কেবল তোমারই প্রাপ্তির আশয়ে মহারণে প্রাণদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তখন প্রিয়তমের জয়লাভে ইন্দুমতীর ম্লান বদন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি নববধূসুলভ লজ্জা প্রযুক্ত স্বয়ং কিছুই না বলিতে পারিয়া সখীমুখ দ্বারা তাঁহার যথোচিত অভিনন্দন করিলেন।

এই রূপে মহাবীর অজ সেই সমস্ত প্রতীপ রাজন্যগণের মস্তকে বাম পদ অর্পণ করিয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। মহারাজ রঘু অজের আগমনের পূর্ব্বেই দূতমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন। তিনি গৃহাগত পুত্র ও পুত্রবধূকে যথেষ্ট অভিনন্দন করিয়া পরম হর্ষে তাঁহাদিগের বিবাহোৎসব নির্ব্বাহ করিলেন। পরিশেষে বিষয়বাসনাবিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্বয়ং শান্তিপথের পথিক হইতে উৎসুক হইলেন।

অষ্টম সর্গ।

মহারাজ রঘু পুত্রের বিবাহানন্তর তদীয় হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভাবার্পণ করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ স্বয়ং মন্ত্রপূত সলিল দ্বারা অজের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। রাজপুত্র অভিষিক্ত হইয়া কেবল পিতার রাজ্যাধিকারমাত্র প্রাপ্ত হইলেন এমত নহে, পৈতৃক গুণেরও উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি বিনয়নম্র ব্যবহারে পৈতৃক রাজসিংহাসন এবং স্বীয় নব যৌবন উভয়কেই অলঙ্কৃত করিলেন। প্রজাগণ তাঁহাকে রঘু হইতে কিছুমাত্র বিভিন্ন ভাবিত না; রঘুর প্রতি যাদৃশ ভক্তি ও যাদৃশ অনুরাগ প্রদর্শন করিত তাঁহার প্রতিও সেইরূপ করিতে লাগিল। অজ, কি নীচ, কি মহৎ কাহাকেও অনাদর করিতেন না। প্রজারা সকলেই পরস্পর মনে করিত রাজা সর্ব্বাপেক্ষা আমাকেই অধিক-তর অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। তিনি অতিশয় উগ্রও ছিলেন না অতিশয় মৃদুও ছিলেন না; যেমন অনতিপ্রখর প্রভঞ্জন তরুগণকে উন্মূলিত না করিয়া কেবল অবনত করে, মহারাজ অজও মধ্যম ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সেইরূপে দুর্দ্দান্ত সামন্তগণকে ক্রমে ক্রমে আত্মবশে আনিলেন।

নরবর রঘু পুত্রকে প্রকৃতিগণের নিতান্ত অনুরাগভাজন দেখিয়া অকিঞ্চিৎকর বিনশ্বর বিষয়বাসনায় জলাঞ্জলিপ্রদানপূর্ব্বক কুলোচিত শান্তিপথ অবলম্বন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। অজ পিতাকে তপোবনগমনে উন্মুখ দেখিয়া তদীয় চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক সজলনয়নে তাঁহার গৃহবাস ভিক্ষা করিলেন। পুত্রবৎসল

রঘু অজকে বাষ্পাকুল দেখিয়া অরণ্যগমনে বিরত হইলেন, কিন্তু সর্প যেমন পরিত্যক্ত নির্মোক পুনর্ব্বার গ্রহণ করে না তদ্রূপ তিনি পরিত্যক্ত রাজশ্রী আর পুনঃস্বীকার করিলেন না। তিনি বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক নগরের প্রান্তভাগে থাকিয়াই যোগসাধন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অজ উদয়মার্গ ও রঘু অপবর্গ আশ্রয় করিলে, পিতাপুত্রের ব্যবহার পরস্পর বিসদৃশ হইয়া উঠিল। প্রাচীন ভূপতি যতিচিহ্ন ধারণ করিলেন; নবীন ভূপতি রাজচিহ্ন ধারণ করিলেন। অজ অনধিকৃত রাজ্যলাভার্থ রাজনীতিবিশারদ মন্ত্রিবর্গের সহিত মিলিত হইলেন, রঘু পরমপদার্থমুক্তিলাভার্থ তত্ত্বদর্শী যোগিবৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন। অজ প্রজাগণের ব্যবহারদর্শনার্থ যথাকালে রাজসিংহাসনে উপবেশন করিতেন, রঘু অনুধ্যানপরিচর্যার্থ পবিত্র কুশাসনে উপবেশন করিতেন। অজ প্রভুশক্তি দ্বারা স্বরাজ্যের প্রান্তবর্ত্তী নৃপগণকে আত্মবশে আনিলেন, রঘু প্রণিধান শিক্ষা দ্বারা শরীরস্থ প্রাণাদি পঞ্চবায়ু আত্মবশে আনিলেন। অভিনব ভূপাল শত্রুদিগের গূঢ় দুশ্চেষ্টিত সকল ভস্মসাৎ করিতে লাগিলেন; প্রাচীন ভূপাল জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সংসারবন্ধনের নিদানভূত স্বকীয় কর্ম্মসন্তানের ভস্মীকরণার্থ যত্ন করিতে লাগিলেন। অজ ফলাফল বিবেচনা করিয়া সন্ধিবিগ্রহাদি প্রযোগ করিতে লাগিলেন, রঘু লোষ্ট্রকাঞ্চনে সমদর্শী হইয়া সত্ত্বাদি গুণত্রয় জয করিতে লাগিলেন। নব ভূপতি অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে ফলোদয়পর্য্যন্ত আরব্ধ কর্ম্ম হইতে বিরত হইতেন না; প্রাচীন ভূপতি অবিচলিত বুদ্ধিসহকারে পরমাত্মদর্শনপর্য্যন্ত যোগানুষ্ঠান হইতে বিরত হইতেন না। পরিশেষে রঘু ও তৎপুত্র অজ উভয়েই এইরূপ সতর্কতা দ্বারা দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়বর্গ ও শত্রুবর্গ জয় করিয়া চরিতার্থ হইলেন। রঘু তথাপি অজের অচল ভক্তির

অপেক্ষায় কতিপয় বৎসর শরীর ধারণ করিলেন, পরে যোগমার্গে তনুত্যাগ করিয়া চরমে পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন।

মহারাজ অজ পিতার তনুত্যাগবার্তাশ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। তিনি বহুতর বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া কথঞ্চিৎ শোকসংবরণপূর্ব্বক যতিগণের সহিত তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিলেন। অজ জানিতেন তাদৃশ ব্যক্তির শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিবার আবশ্যক নাই, তথাপি বলবতী পিতৃভক্তিপ্রযুক্ত যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি করিলেন। পরে বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ রাজাকে পিতৃশোকে একান্ত কাতর দেখিয়া "তাদৃশ সদ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য শোক করা অতিশয় অবিধেয়" এই বলিয়া তাঁহার শোকাপনোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। অজ পণ্ডিতমণ্ডলীর উপদেশানুসারে ক্রমে ক্রমে শোকসংবরণ করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে তাঁহার এক পুত্র সন্তান হইল। পুত্রের নাম দশরথ রাখিলেন। অজ এইরূপ সর্ব্ব সৌভাগ্যের আস্পদ হইয়া সুচারু রূপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার যে অর্থরাশি ছিল, সে কেবল পরের উপকারার্থ, তাঁহার যে সৈন্য সামন্ত ছিল, সে কেবল বিপন্ন ব্যক্তির পরিত্রাণার্থ; তাঁহার যে প্রচুর শাস্ত্রজ্ঞান ছিল, সে কেবল পণ্ডিতগণের সৎকারার্থ।

একদা মহারাজ অজ পৌরকার্য্যপর্য্যবেক্ষণানন্তর উদ্যান-বিহারার্থ নিতান্ত উৎসুক হইয়া প্রিয়তমা ইন্দুমতীর সহিত নগরোপবনে গমন করিলেন। যুবকযুবতী শচীসহিত শচীপতির ন্যায় উদ্যানবিহার করিতেছেন, ইত্যবসরে আকাশমার্গে দেবর্ষি নারদ করে বীণা লইয়া গমন করিতে ছিলেন। তদীয় বীণাগ্র নিবেশিত দিব্য কুসুম মালা বায়ুবেগে আকৃষ্ট হইয়া পরিভ্রষ্ট হইল। দৈবযোগে সেই পুষ্পমালা ইন্দুমতীর বিশাল স্তনযুগলে পতিত

হইল। ইন্দুমতী সেই দিব্য মালা অবলোকন করিবামাত্র এক বারেই বিচেতন হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ মুদ্রিতনয়নে ভূতলে পড়িলেন। যেমন প্রদীপ্ত দীপশিখা হইতে এক বিন্দু তৈলপাত হইলে তাহার সহিত শিখারও কিয়দংশ পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভূপালও মূর্চ্ছিত হইয়া ইন্দুমতীর সঙ্গে সঙ্গেই ভূতলে পড়িলেন। রাজা ও রাজ্ঞীর পার্শ্বচরেরা হাহাকার করিয়া উঠিল। তাহাদিগের আর্ত্তরব শ্রবণে উদ্বেজিত উদ্যানস্থ বিহঙ্গমেরাও যেন দুঃখিত হইয়াই কোলাহল করিতে লাগিল।

অনন্তর ব্যজনাদি দ্বারা রাজার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, কিন্তু ইন্দুমতী তদবস্থই রহিলেন, তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইবে কি, পরমায়ু না থাকিলে কি প্রতিকার বিধান ফলবান্ হইতে পারে? পরে নরপতি রাজ্ঞীর মৃত দেহ প্রতিসার্য্যমাণ বীণার ন্যায় স্বীয় ক্রোড়ে আরোপিত করিলেন। তাঁহার ক্রোড়ে ইন্দুমতীর বিবর্ণ শরীর সংস্থাপিত হওয়াতে ভূপাল সকলঙ্ক শশাঙ্কের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইলেন।

অনন্তর নরবর শোকাবেগে নৈসর্গিক ধৈর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক উন্মত্তপ্রায় হইয়া বাষ্পগদ্গদস্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাদৃশ গম্ভীরপ্রকৃতি ব্যক্তিরও ঈদৃশ অবস্থায় ধৈর্য্যলোপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে, রক্তমাংসময় মানুষের কথা কি বলিব অতিশয় অভিতপ্ত হইলে দৃঢ়তর লৌহও গলিয়া যায়। রাজা সেই পুষ্পমালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন,—হায়! যখন সুকোমল পুষ্পমালাও গাত্রস্পর্শে প্রিয়ার প্রাণবধ করিতে পারিল তখন বিধাতা জীবনজিহীর্ষু হইলে কোন্ বস্তুই না জীবিতঘ্ন অস্ত্র হইতে পারে? অথবা সংহারকর্ত্তা কৃতান্ত বুঝি সুকুমার বস্তু দ্বারাই সুকুমার বস্তুর বিনাশ সাধন করিয়া থাকেন, হিমপাতে

বিনষ্ট কমলিনীই এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ নিদর্শন। ভাল, যদি এই কুসুমমালাই প্রাণসংহারক, তবে আমার হৃদয়ে নিহিত হইয়া এখন পর্য্যন্ত আমার প্রাণবিনাশ করিতেছে না কেন? হায়! বুঝিলাম বিধাতার ইচ্ছায় কোন স্থলে 'বিষও অমৃত হইতে পারে; কোথাও বা অমৃতও বিষ হইয়া উঠে। কিংবা এমনও হইবার সম্ভাবনা যে, বিধাতা আমারই দুরদৃষ্টক্রমে এই সুকুমারপুষ্প-মালাকে বজ্ররূপিণী করিয়াছেন।

অজ এইরূপ নানা প্রকার বিতর্ক করিয়া পরিশেষে শোকে নিতান্ত অধীর হইয়া দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগপূর্ব্বক বাষ্পাকুল-নয়নে গদ্গদবচনে কহিতে লাগিলেন, হা হরিণনয়নে! হা মধুর-বচনে! তোমার অদর্শনে আমি দশ দিক্ শূন্য দেখিতেছি। তোমাকে মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। প্রিয়ে! উঠ উঠ, একবার প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া প্রণয়িজনের প্রাণ রক্ষা কর। আমি তোমার কাছে কত শত অপরাধ করিতাম, তথাপি তুমি এক দিন ভ্রান্তিক্রমেও আমার অপমান কর নাই, এক্ষণে কি অপরাধে এরূপ নির্দয় হইয়া আমার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছ না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমি আমাকে গূঢ়বিপ্রিয়কারী কৈতবাচারী বিবেচনা করিয়াছ, নতুবা আমাকে না বলিয়া না কহিয়া অপুনরাগমনের নিমিত্ত কখনই পরলোকে গমন করিতে না।

রে হত জীবিত! যদি মূর্চ্ছাকালে প্রিয়তমার অনুগামী হইয়াছিলি তবে কেন তাঁহাকে না লইয়া পুনরাগমন করিলি? এক্ষণে আপন দোষে আপনি দগ্ধ হইতেছিস্; এই বলবতী বিরহবেদনা তোকে চির দিন সহ্য করিতে হইবে, আর কোন উপায়ান্তর নাই। হা প্রিয়ে! হা অসামান্যরূপলাবণ্যবতি! তোমার বদনকমলে বিহারজনিত ঘর্ম্মবিন্দু অধুনাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে,

কিন্তু তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে! হায়! মানুষের এরূপ অসারতাকে ধিক্।

হা প্রেয়সি! আমি কখন মনে মনেও তোমার অপ্রিয় কর্ম্ম করি নাই, তবে কেন আমাকে পরিত্যাগ করিলে? আমি নামেমাত্র ক্ষিতিপতি, কিন্তু বাস্তবিক তোমাতেই আমার অকপট প্রণয় ও পবিত্র অনুরাগ বদ্ধমূল রহিয়াছে। তোমার এই কুসুমানুবিদ্ধ অলকাবলী বায়ুবেগে সঞ্চালিত দেখিয়া আমার মনে হইতেছে বুঝি তুমি আমার দুঃসহ যন্ত্রণা সন্দর্শনে অনুকম্পা করিয়া পুনরাগমন করিলে। হে জীবিতেশ্বরি! আমার প্রাণ যায়, একবার দর্শন দিয়া প্রাণ রক্ষা কর। যেমন রজনীতে ওষধি সকল প্রজ্বলিত হইয়া হিমগিরির গহ্বরস্থ তিমিরসংহতি সংহার করে সেইরূপ প্রতিবোধ দ্বারা আমার মোহান্ধকার নিরস্ত কর। আমি তোমার মুখারবিন্দে সুধার্দ্র কথা না শুনিয়া আর এক দণ্ডও প্রাণ ধারণ করিতে পারিতেছি না।

পুনঃ সমাগমের আকাঙ্ক্ষায় চন্দ্র রজনীর এবং চক্রবাক চক্রবাকীর বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে, কিন্তু আমি তোমার পুনঃপ্রাপ্তিবিষয়ে হতাশ হইয়া কিরূপে মনকে প্রবোধ দিই? তোমার এই কলেবর অতিমাত্র সুকুমার, কোমলতর নবপল্লব-শয্যায় শয়ন করিয়াও তুমি কষ্টবোধ করিতে. এক্ষণে কি রূপে চিতাধিরোহণ করিবে? প্রিয়ে! তোমার বিরহে আমার হৃদয় নিতান্ত অধীর হইতেছে। তুমি লোকান্তরগমনে উৎসুক হইয়াও আমার চিত্তবিনোদনার্থ যে কোকিলাতে কলভাষিত, কলহংসীতে মদালসগতি, মৃগীতে চঞ্চল দৃষ্টি, এবং পবনকম্পিত লতাতে অঙ্গবিলাস রাখিয়া গিয়াছ, তাহারা আমার শোকদুর্ভর হৃদয়কে সান্ত্বনা করিতে পারিতেছে না। আর তুমি এক দিবস কহিয়াছিলে এই প্রিয়ঙ্গুলতার সহিত এই সহকার তরুর বিবাহ দিবে,

তাহা সম্পন্ন না করিয়া লোকান্তরে গমন করা তোমার নিতান্ত অবিধেয়। তোমার চরণতাড়নে কৃতদোহদ এই অশোকতরু যে কুসুমরাশি প্রসব করিবে তাহা তোমার অলকাভরণের যোগ্য; সম্প্রতি সেই পুষ্পে তোমার অলকাভরণ না করিয়া কি রূপে প্রেতাভরণ রচনা করিব?

হা সুগাত্রি! এই অশোকতরু অচেতন হইয়াও তোমার দুর্লভ চরণানুগ্রহ স্মরণ করিয়া কুসুমবর্ষণচ্ছলে রোদন করিতেছে। তুমি সুগন্ধি বকুলকুসুম দ্বারা আমার সহিত যে বিলাসমেখলা রচনা করিতেছিলে তাহা সমাপ্ত না করিয়া কোথায় চলিলে? তোমার এই একহৃদয় সহচরীগণ তোমার দুঃখে দুঃখী, তোমার সুখে সুখী; এই শিশু সন্তান প্রতিপচ্চন্দ্রসদৃশ রূপবান্; এবং আমার অনুরোগেরও কিছুমাত্র ত্রুটি নাই, তথাপি তুমি কি দুঃখে আমাকে পরিত্যাগ করিলে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

প্রিয়ে! তোমার বিচ্ছেদে আমার ধৈর্য্য এক বারেই লোপ হইয়াছে; বিষয়বাসনা ফুরাইয়া গিয়াছে; আভরণের প্রয়োজন নাই, গান করিবার অভিলাষ নাই, অদ্যাবধি আমার পক্ষে বসন্তাদি ঋতুগণ নিরুৎসব হইল, এবং শয্যা শূন্য, দশ দিক্ শূন্য ও জগৎ শূন্য হইল। অকরুণ মৃত্যু এক তোমাকে সংহার করিয়া আমার কি সর্ব্বনাশই না করিল! তুমি আমার প্রণয়িনী, সমন্ত্রী, নর্ম্মসখী, এবং নৃত্যগীতাদিবিষয়ে প্রিয়শিষ্যা ছিলে, এক মাত্র তোমার নাশে আমার সর্ব্বনাশ হইল বলিতে হইবে। হে প্রাণপ্রিয়ে! এই অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিতেও তোমা ব্যতিরেকে অজের ভোগবাসনা এই পর্য্যন্ত ফুরাইয়া গেল; আমি তোমা বই আর জানিতাম না, আমার যে কিছু সুখসম্ভোগ, তাহা তোমারই অধীন ছিল; তোমায় ছাড়িয়া আমার আহার বিহার শয়ন উপবেশন প্রভৃতি কোন কার্য্যেই ঔৎসুক্য নাই।

কোশলাধিপতি অজের এইরূপ বিলাপ শুনিয়া উদ্যানস্থ সমস্ত লোক অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া পরিতাপ করিতে লাগিল। অনন্তর বান্ধবগণ অজের ক্রোড় হইতে কথঞ্চিৎ বলপূর্ব্বক ইন্দুমতীকে গ্রহণ করিয়া সেই দিব্য মাল্যে তদীয় অন্ত্যাভরণ সম্পাদনপূর্ব্বক অগুরুচন্দনকাষ্ঠরচিত জ্বলন্ত চিতায় তাঁহার মৃত দেহ সমর্পণ করিল। তৎকালে নরপতি শোকে একান্ত অধীর হইয়া ইন্দুমতীর সহিত স্বদেহ ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু "মহারাজ অজ জ্ঞানবান্ হইয়াও শোকাবেগে মৃত পত্নীর সহগামী হইলেন" এই লোকাপবাদভয়ে প্রাণত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি সেই উদ্যানে থাকিয়াই পত্নীর স্বর্গার্থে সমারোহ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি করিলেন। পরে নগরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশকালে তাঁহার চন্দ্রবদন প্রিয়াবিরহে বিবর্ণ দেখিয়া পুরসুন্দরীগণের নয়নে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

এ দিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ সমাধিবলে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শোকসন্তপ্ত অজের প্রবোধনার্থ এক জন উপযুক্ত শিষ্য প্রেরণ করিলেন। ঋষিশিষ্য ভূপতিসন্নিধানে আসিয়া কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ বশিষ্ঠ সমাধিবলে আপনকার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি সম্প্রতি এক যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত আছেন, এজন্য আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিতে স্বয়ং আসিতে পারিলেন না; আমার দ্বারা কিছু উপদেশবাক্য বলিয়া পাঠাইয়াছেন; আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন এবং হৃদয়ে ধারণ করুন। সেই ত্রিকালজ্ঞ ঋষি অপ্রতিহত চক্ষু উন্মীলন করিলে এই ত্রিজগতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কিছুই তাঁহার অবিদিত থাকে না।

মহারাজ! শুনিয়া থাকিবেন, তৃণবিন্দু নামে এক অতি প্রভাবশালী মহর্ষি ছিলেন। তিনি কোন সময়ে কঠোর তপস্যা

আরম্ভ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র তদ্দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া মহর্ষির সমাধিভঙ্গ করিবার নিমিত্ত হরিণীনাম্নী সুরাঙ্গনাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। হবিণী তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইযা তাঁহাব সমাধিভঙ্গার্থে মাযাজাল বিস্তাব করিলে, মহর্ষি তপস্যাব বিঘ্ন দেখিয়া ক্রোধভবে 'মানুষী হও' বলিযা তাহাকে অভিসম্পাত কবিলেন। সে শাপশ্রবণে আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক ঋষিব চবণে পড়িয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিল, ভগবন্‌! এই নিরপবাধিনীকে ক্ষমা করিতে হইবে, আমি স্বাধীন নহি, পবাধীন, দেববাজ ইন্দ্রেব আদেশ-ক্রমে এই সাহসিক ব্যাপাবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; এক্ষণে কৃপা করিয়া এ দাসীর অপবাধ মার্জনা করুন। আমি আপনার চবণে ধবি এবং কৃতাঞ্জলি হইযা ভিক্ষা কবি আমার প্রতি করুণা করুন। পবে কৃপাম্বুধি মহর্ষি প্রসন্ন হইযা কহিলেন, ভদ্রে! আমার বাক্য অন্যথা হইবাব নহে। যে পর্য্যন্ত দিব্য পুষ্প তোমাব নয়নগোচব না হইবে, তদবধি তোমাকে মানুষী হইয়া মর্ত্ত্যলোকে অবস্থিতি করিতে হইবে। সুবপুষ্প দৃষ্টিগোচব হইলেই শাপ হইতে মুক্ত হইবে এবং তোমার মনোহর দিব্যাকাব পুনর্ব্বাব পাইবে।

সেই শাপভ্রষ্টা হরিণী ক্রথকৈশিকবংশে জন্মগ্রহণ কবিয়া এত দিবস পর্য্যন্ত আপনাব পত্নী হইয়াছিল। এক্ষণে আকাশগামী দেবর্ষি নাবদের বীণাগ্র হইতে ভ্রষ্ট সুরকুসুম সন্দর্শনে সে শাপ হইতে পবিত্রাণ পাইয়া স্বকীয় দিব্যাকৃতি ধারণপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ কবিযাছে। অতএব আব সে চিন্তার আবশ্যক নাই। কেহই চিবস্থাযী নহে। জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে। সম্প্রতি পৃথিবী পরিপালন করুন। ক্ষিতিই ক্ষিতিপতিদিগেব কলত্রস্থানীয়া। আর আপনিও ত অজ্ঞান নহেন। আপনি যে অধ্যাত্মশাস্ত্রেব

প্রভাবে এই অতুলৈশ্বর্য্যরূপ মদকারণ থাকিতেও স্বীয় অমত্ততা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা হৃদয়ের অজ্ঞান-তিমির দূরীকৃত করুন। রোদন করিলে যদি পাইবার সম্ভাবনা থাকিত তবে না হয় রোদনই করিতেন, রোদনের কথা দূরে থাকুক, অনুমৃত হইলেও তাঁহাকে আর পাইবেন না; যেহেতু লোকান্তরগামী জন্তুগণ স্ব স্ব অদৃষ্টানুসারে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া থাকে। অতএব হে মহানুভব মহারাজ! শোক-সংবরণ করুন। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, মৃতব্যক্তির উদ্দেশে যত রোদন করা যায় ততই তাহার পরলোকে কষ্ট হইতে থাকে। দেহধারণ করিলেই মরণ আছে বরঞ্চ জীবিত থাকা আশ্চর্য্য বটে। জন্তুগণ এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কিছু দিন আমোদ প্রমোদে কাটাইতে পারে সেই তাহাদের যথেষ্ট লাভ। মহারাজ! শোকে এরূপ অভিভূত হওয়া আপনকার উচিত নহে। দেখুন, সৎপুরুষেরা কদাচ শোকের বশীভূত হয়েন না, প্রাকৃত লোকেরাই শোকে বিচেতন হইয়া থাকে। আপনি অতিগম্ভীর স্বভাব। ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শোকাবেগ সংবরণ করুন। মূঢ়েরাই প্রিয়নাশকে হৃদয়ের শল্যস্বরূপ বোধ করিয়া থাকে, কিন্তু বিচক্ষণ পণ্ডিতগণের পক্ষে এই অকিঞ্চিৎকর সংসার কেবল ক্লেশকরমাত্র, তাঁহারা ইষ্টনাশ হইলে শোকের কথা দূরে থাকুক, বরঞ্চ হৃদয়ের শল্যোদ্ধার হইল এই বিবেচনাই করিয়া থাকেন; যেহেতু এই অসার সংসারে আসিয়া সার বস্তু ব্রহ্মোপাসনায় মনোনিবেশ করিতে অবকাশ পান।

আচ্ছা বলুন দেখি, এই আপন দেহ ও জীবন ইহারাই কি চিরস্থায়ী হইবে? যখন এই পরমপ্রেমাস্পদ আত্মশরীর ও জীবাত্মা এতদুভয়ের পরস্পর সংযোগবিয়োগ লক্ষিত হইতেছে, তখন বাহ্য বিষয় পুত্রকলত্রাদির নিমিত্ত শোক করা কেবল ভ্রান্তিমাত্র;

অতএব হে মহাত্মন্! অন্যান্য প্রাকৃত লোকের ন্যায় আপনকার শোকমোহের বশীভূত হওয়া কোন প্রকারেই উচিত নহে; যদি বায়ুভরে উভয়েই বিচলিত হয়, তবে বৃক্ষ ও পর্ব্বতে বিশেষ কি? এই বলিয়া বশিষ্ঠশিষ্য বিরত হইলেন।

রাজর্ষি মহর্ষির প্রবোধবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আচ্ছা আমি মহর্ষি বশিষ্ঠের উপদেশবাক্য স্বীকার করিলাম, এই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার তাপিত হৃদয় কিছুমাত্র প্রবোধ মানিল না। বোধ হয় সেই উপদেশবাক্য অজের শোকাকুল হৃদয়ে অবকাশ না পাইয়া ঋষিশিষ্যের সমভিব্যাহারে আশ্রমে প্রতিগমন করিল। তৎকালে দশরথ অতিনাবালগ ছিলেন। সেই উপরোধে মহারাজ অজ প্রণয়িনীর প্রতিকৃতিদর্শনাদি দ্বারা কথঞ্চিৎ চিত্তবিনোদন করিয়া আট বৎসর অতিবাহিত করিলেন। পরে যেমন বটবৃক্ষের মূল প্রাসাদতল বিদীর্ণ করিয়া তদীয় অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ সেই প্রিয়াবিরহজ শোকশঙ্কু অপ্রতিবিধেয় রোগরূপে পরিণত হইয়া অজের হৃদয় ভেদ করিল; অচিরাৎ প্রাণত্যাগ হইলে প্রিয়তমার অনুগমনরূপ এক বৃহৎ ফল লাভ হইবে এই ভাবিয়া তিনি সেই প্রাণসংহারক রোগকেও মহোপকারক মনে করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অজরাজ বিনয়নম্র তনয়কে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পরে স্বয়ং রোগজীর্ণ কলেবরের পরিত্যাগবাসনায় অনশনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক পরম পবিত্র গঙ্গাসরযূসঙ্গমে অবস্থিতি করিলেন। মহারাজ অজ তথায় তনুত্যাগ করিয়া সদ্যঃ দিব্য কলেবর ধারণপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিলেন এবং তথায় যাইয়া প্রিয়তমা ইন্দুমতীকে অপ্সরারূপে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন।

নবম সর্গ।

রাজা দশরথ পিতার পরলোকান্তে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কুলক্রমাগত উত্তরকোশলরাজ্য বিধিবৎ পালন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সুশাসনপ্রভাবে প্রজাগণ নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল। তদীয় অধিকার মধ্যে রোগ অবকাশ পাইত না; দস্যুতস্করাদির উপদ্রব ছিল না; শত্রুকৃত পরাভবের কথামাত্রও শুনা যাইত না; ইন্দ্র যথাকালে বারিবর্ষণ করিতেন; এবং শ্রমোপজীবী লোকেরা পরিশ্রমানুরূপ পুরস্কার পাইত। দিগ্বিজয়ী রঘু এবং তদনন্তর মহারাজ অজের রাজ্যকালে পৃথিবী যেরূপ সৌভাগ্যবতী হইয়াছিলেন, এক্ষণে, অন্যূনপরাক্রম মহারাজ দশরথের হস্তগতা হইয়াও সেইরূপ সৌভাগ্যসম্পৎশালিনী হইলেন। মহারাজ দশরথ ধনে কুবেরসম, শাসনে বরুণসম, অপক্ষপাতিতায় কৃতান্তসম এবং প্রতাপে সূর্য্যসম ছিলেন। মৃগয়া, দুরোদর, মধুপান প্রভৃতি ব্যসনগণ সেই অভ্যুদয়োৎসাহী রাজর্ষির চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল না, তিনি ইন্দ্রের কাছেও দীন বাক্য প্রয়োগ করিতেন না; পরিহাসপ্রসঙ্গেও মিথ্যা কথা কহিতেন না; শত্রুকেও কটু বাক্য বলিতেন না, এবং অকারণে অণুমাত্রও কোপ করিতেন না। তিনি শরণাগত ব্যক্তির পরম মিত্র ও উদ্ধত জনের প্রচণ্ড শত্রু ছিলেন।

রাজাধিরাজ দশরথ দিগ্বিজয়ে একাকী সমস্ত শত্রুমণ্ডল পরাজিত করিয়াছিলেন। চতুরঙ্গিণী সেনা কেবল তাঁহার জয় ঘোষণামাত্র করিয়াছিল। তৎকালে বিপক্ষ ভূপালগণ পরাজিত হইয়া শিরোরত্নকিরণে তদীয় চরণযুগল অনুরঞ্জিত করিল এবং

হতভর্তৃকা শত্রুপত্নীরা অনুগ্রহ প্রার্থনায় অমাত্যমুখ দ্বারা তাঁহার স্তব স্তুতি করিল। তিনি পবিশেষে করুণাপ্রকাশপূর্ব্বক শরণাগত শত্রুগণকে পুনর্ব্বার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত কবিয়া ত্রিদশনগরীসম নিজ নগরীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

মহারাজ দশরথ দিগ্বিজয়ব্যাপাবের পরিসমাপনান্তর সসাগরা ধরায় একাধিপত্য লাভ কবিয়াও কমলাকে চঞ্চলা জানিয়া সর্ব্বদাই অনলস থাকিতেন। অনন্তব নৃপবব কোশলাধিপদুহিতা কৌশল্যা, কেকয়বংশজা কৈকেয়ী, এবং মগধরাজপুত্রী সুমিত্রাব পাণিগ্রহণ কবিলেন। বাজা প্রিয়তমাত্রয়েব প্রণয়ভাজন হইয়া যৌবনসুখ চরিতার্থ কবিতেন এবং অতি সতর্কতাপূর্ব্বক রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা কবিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে দানবযুদ্ধে দেবরাজেব সহায়তা কবিয়া সুরপুরেও কীর্ত্তিবিস্তাব করিয়াছিলেন। সেই যাগশীল রাজর্ষিব স্বর্ণময় যূপকলাপে তমসা ও সরযূ নদীর তীরদেশ উদ্ভাসিত হইয়াছিল এবং শস্ত্রপ্রভাবে দুর্জ্জয় দৈত্যগণ হতপ্রায় হইয়াছিল।

অনন্তব সেই দিকপালসম ভূপালকে নব কুসুম দ্বারা সেবা কবিতেই বুঝি বসন্ত ঋতু উপস্থিত হইল। প্রথমে কুসুমোদ্ভব, অনন্তর নব পল্লব, পশ্চাৎ ভ্রমরঝঙ্কার, পবিশেষে কোকিলকলরব এইরূপে যথাক্রমে ঋতুবাজ বসন্ত প্রথমতঃ বনভূমিতে আবির্ভূত হইলেন। দিনকর মলয়গিরি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উত্তবাভিমুখে চলিলেন, প্রাতঃকালে আর কুজ্ঝটিকাবরণ রহিল না, হিমনাশে দিনমুখ বিমল হইয়া উঠিল, মধুকবগণ মকবন্দপানাশয়ে কমলাকর সরোবরে ধাবমান হইল, হংস কাবণ্ডবাদি জলচর পক্ষিগণ পঙ্কজবনে কলরব করিয়া কেলি করিতে আরম্ভ কবিল; অশোক তরুর কি পুষ্প, কি নব পল্লব, উভয়ই সাতিশয় শোভমান হইয়া উঠিল, মধুকবগণ মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া গুন্ গুন্ রবে অশোক

চম্পক কিংশুক কুরুবক বকুল প্রভৃতি কুসুমিত বৃক্ষজাল আকুল করিতে লাগিল; কাননে প্রজ্বলিত হুতাশনাকার কর্ণিকার কুসুম প্রস্ফুটিত হইল, রজনী দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল; মধুগন্ধামোদিত প্রফুল্ল বনরাজিতে কোকিলাগণ মুগ্ধবধূর কথার ন্যায় প্রবিরল ভাবে সুমধুর কুহুরব করিতে আরম্ভ করিল; হিমবিমুক্ত হিমকর বিমল করজালে ধরামণ্ডল ধবলিত করিয়া বিলাসিগণকে উল্লাসিত করিল, অলিচুম্বিত তিলক পুষ্প অবলোকন করিয়া প্রমদাগণের অঞ্জনাঙ্কিত তিলকবিন্দুর স্মরণ হইতে লাগিল; ফুল্ল নবমল্লিকা বনভূমির অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিল; ভ্রমরগণ সপবন উপবন হইতে উড্ডীন কুসুমরেণুর অনুধাবন করিতে লাগিল, এবং মুকুলিতা ও পল্লবিতা সহকারলতা মন্দ মন্দ মলয়পবনে আন্দোলিত হইয়া অভিনয়পরিচয়ার্থিনী নর্ত্তকীর ন্যায় শোভমান হইল।

রাজা দশরথ এই সুখময় সময়ে উদ্যানবিহারাদি বসন্তোৎসব অনুভব করিয়া স্বীয় সচিবগের নিকট মৃগয়াবিহারাভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা চললক্ষ্যভেদ, লক্ষিত মৃগের ইঙ্গিত জ্ঞান, শ্রমসহিষ্ণুতা, শরীরলঘুতা প্রভৃতি মৃগয়ার বহুবিধ গুণ পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাতে অনুমোদন করিলেন। রাজা অমাত্যহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বিশাল স্কন্ধদেশে বৃহৎকোদণ্ড সংস্থাপনপূর্ব্বক মৃগয়াভিলাষে যাত্রা করিলেন। তদীয় অনুচরবর্গ প্রথমতঃ কুক্কুরাদি লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং দাবানল ও দস্যুতস্করাদির নিরাকরণ পূর্ব্বক বন নিরুপদ্রব করিল। পরিশেষে রাজা স্বয়ং মৃগয়াযোগ্য মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রায়ুধসদৃশ শরাসনে গুণারোপণ করিলেন। কাননস্থ কেশরিগণ তদীয় ধনুর্নিনাদশ্রবণে রোষাবিষ্ট হইয়া উঠিল।

রাজা ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ

করিতেছেন, ইত্যবসরে এক মৃগযূথ কুশাঙ্কুব ভক্ষণ করিতে কবিতে তাঁহার পুরোবর্ত্তী হইল। ঐ যূথের অগ্রে অগ্রে এক কৃষ্ণসার মৃগ গর্ব্বিত ভাবে চলিতেছে এবং পশ্চাদ্ভাগে স্তন্যপায়ী শাবকগণের অনুরোধে মৃগীগণ আস্তে আস্তে আসিতেছে। তদ্দর্শনে মহীপতিশরাসনে শবসন্ধান করিয়া প্রথমতঃ সেই মৃগ-যূথকে বাণলক্ষ্য করিলেন। মৃগগণ তৎক্ষণাৎ ভ্রষ্টযূথ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আবস্ত করিল। পলায়মান হরিণগণেব সচকিত নয়নপাতে বনভূমি শ্যামায়মান হইল। অনন্তব রাজা সেই মৃগযূথের মধ্যে একটী হরিণকে লক্ষ্য করিলেন। তৎসহচরী হরিণী তাহার গাত্রাচ্ছাদন করিযা দাঁড়াইল। ভূপাল সদয় হৃদয়ে তাহাদিগেব দাম্পত্যানুরাগ সন্দর্শন করিযা সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং সংহিত বাণেব প্রতিসংহার কবিলেন। পরে এক হবিণীকে লক্ষ্য কবিযা তদীয় ভয়চকিত নয়নযুগল অবলোকনে স্বীয় প্রিযতমাব নয়নবিলাস স্মরণ হইল; তজ্জন্য তাহাকেও বাণবিদ্ধ কবিতে পাবিলেন না। আরূঢ় ভুবঙ্গমেব সমীপ হইতে উৎপতিত ময়ূবগণকে লক্ষ্য করিবেন কি, তাহাদিগের সচন্দ্রক কলাপজালে স্বকীয় প্রিয়তমাব আলুলায়িত মাল্যবেষ্টিত কেশপাশেব সাদৃশ্য দেখিয়া পবম পবিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তব ভূপাল প্রহাবোদ্যত এক বন্য মহিষেব নেত্রে প্রচণ্ড বেগে নিশিত সায়ক নিক্ষেপ কবিলেন। সেই শর তদীয় দেহ ভেদ করিযা ভূতলে পতিত না হইতেই অগ্রে মহিষ পড়িয়া গেল। কবাল কেশবিগণ রাজাব ধনুষ্টঙ্কার শ্রবণে ভীত হইযা লতান্তরালে লুক্কায়িত হইল। রাজা অনুসন্ধানপুর্ব্বক সেই কবি-বৈবিগণেব প্রাণসংহার করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া বণাগ্রযাযী গজগণেব ঋণবন্ধ হইতে আপনাকে মুক্ত বোধ কবিলেন। কোনস্থানে বরাহগণ ত্রাসার্ত্ত মনে সপঙ্ক পল্বল হইতে

গাত্রোত্থান করিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল; রাজা আর্দ্রকর্দ্দমাঙ্কিত তৎপদবীর অনুসরণ করিলেন। কোন স্থানে বন্য শূকর সকল বৃক্ষে জঘন সংলগ্ন করিয়া দণ্ডায়মান ছিল; রাজা নিমেষমাত্রে তাহাদিগকে আশ্রয়বৃক্ষের সহিত বিদ্ধ করিলেন; তাহারা আপনাদিগকে বাণবিদ্ধ না জানিতে পারিয়া ক্রোধভরে কেশরকলাপ উন্নমনপূর্ব্বক রাজাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু তাহাদিগের সেই উদ্যম বৃথোদ্যমমাত্র হইল। কোন স্থানে তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রান্ত দ্বারা শত শত গণ্ডারগণের খড়্গচ্ছেদ করিয়া তাহাদিগের বিষাণভাবের লাঘব করিতে লাগিলেন। কোথাও বা প্রকাণ্ড শার্দ্দূলসকল প্রফুল্ল অসনবিটপীর বায়ুভগ্ন অগ্রশাখার ন্যায় গুহা হইতে রাজার সম্মুখে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল; রাজা শিক্ষাকৌশলে ক্ষণকালমধ্যে শত শত বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের মুখবিবর শরপূরিত তূণীরমুখের ন্যায় শোভমান করিলেন। পরিশেষে ভূপাল অশ্বকে পরিতঃ প্রধাবিত করিয়া চমরমৃগের চামরাকার লাঙ্গূলমাত্র ছেদ করিয়া সদ্যঃ শান্তিলাভ করিলেন।

রাজা দশরথ এইরূপে অহর্নিশ মৃগয়াবিহার করিয়া সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মরণপূর্ব্বক তাহাতেই অতিমাত্র অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রগাঢ় পর্য্যটনে ঘর্ম্মাক্ত হইলে সুশীতলবনবায়ুসেবনে শ্রান্তি দূর করিতেন, শয়নকাল উপস্থিত হইলে যে কোন স্থানে পল্লবময়ী শয্যায় শয়ন করিয়া রজনী যাপন করিতেন, এবং প্রভাতকালে পটু-পটহবাদ্যানুকারী করিকর্ণতাল ও বৈতালিকগীতানুকারী বিহঙ্গমকলরব শ্রবণ করিতে করিতে সুখে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন।

একদা ভূপাল প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক মৃগের অনুসরণক্রমে মহানদী তমসার উপকূলে উপস্থিত হইলেন। দৈবগত্যা এক ঋষিকুমার জলাহরণার্থ তমসায় আসিয়া

বেতসলতান্তরালে কলসে জলপূরণ করিতেছিলেন। রাজা কুম্ভপূরণোদ্ভব শব্দ শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন বুঝি কোন বনগজ সলিলাবগাহনপূর্ব্বক শব্দ করিতেছে। অনন্তর ভূপাল "বনকরী নৃপতির অবধ্য" এই রাজনীতির অভিজ্ঞ হইয়াও তাহার প্রতি শব্দানুপাতী এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বাণ তৎক্ষণাৎ শব্দানুসারে যাইয়া মুনিপুত্রের হৃদয়দেশে বিদ্ধ হইল। ঋষিকুমার হা তাত! হা মাতঃ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। রাজা সসম্ভ্রম মনে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন, এক তাপসতনয় বেতসবনের অন্তরালে কুম্ভে জলপূরণ করিতেছিলেন, পরিত্যক্ত শর তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছে। দেখিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। তখন আর কি করেন? আস্তেব্যস্তে অশ্ব হইতে নামিয়া মুনিতনয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি কে এবং কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? ঋষিকুমার শরাঘাতে অবসন্ন হইয়াও অর্দ্ধোচ্চারিত গদ্গদ স্বরে কহিলেন, 'মহারাজ! ভয় নাই, ব্রহ্মহত্যার আশঙ্কা করিবেন না, আমি ব্রাহ্মণতনয় নহি, করণজাতি; বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অনতিদূরে আমাদিগের আশ্রম। তথায় আমার অন্ধ জনক জননী আছেন। অবিলম্বে আমাকে সেই স্থানে লইয়া চলুন। রাজা তদীয় প্রার্থনানুসারে শল্যোদ্ধার না করিয়াই তাঁহাকে অন্ধ জনক জননী সন্নিধানে লইয়া গেলেন এবং তদীয় পিতাকে কহিলেন, মহাশয়! আমি সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথ। মৃগয়ার্থ আপনকার তপোবনে আসিয়াছিলাম। বনকরিভ্রমে আপনকার পুত্রের হৃদয় বাণবিদ্ধ করিয়াছি। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে এই আকস্মিক বজ্রপাতসদৃশ বাক্য শ্রবণে শোকসাগরে মগ্ন হইয়া বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে পুত্রের বক্ষঃস্থল হইতে শল্যোদ্ধার করিতে আদেশ দিলেন।

রাজা তাঁহাদের আদেশক্রমে শল্যোদ্ধার করিবামাত্র মুনিতনয় মুদ্রিতনয়নে প্রাণত্যাগ করিলেন।

অন্ধক ঋষি অন্ধের যষ্টিস্বরূপ সেই পুত্র হত হইয়াছে দেখিয়া শোকানলে নিতান্ত অধীর হইলেন। তিনি নয়নজল করে গ্রহণ করিয়া রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন, "মহারাজ! আপনি যেমন আমাকে এই বৃদ্ধ দশায় ঘোরতর কষ্ট প্রদান করিলেন, আপনাকেও যেন চরমাবস্থায় আমার মত পুত্রশোকে তনুত্যাগ করিতে হয়।" অনন্তর রাজর্ষি পদাহত রোষিত বিষধরের ন্যায় বৃদ্ধ মহর্ষিকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া কহিলেন, মহাশয় আপনি ক্রোধভরে যে শাপ প্রদান করিলেন, ইহাও আমার প্রতি একপ্রকার যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইল। আমি অপুত্র, পুত্রের মুখপদ্মসন্দর্শনে যে কি অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব হয় তাহা আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। সম্প্রতি আপনকার শাপপ্রভাবে সুতাননসন্দর্শনজন্য সুখানুভব করিতে পারিব। না হইবে কেন? প্রজ্বলিত হুতাশন কৃষিযোগ্য ক্ষেত্রকে দগ্ধ করিলেও তাহার অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি উত্তেজিত হইয়া থাকে। মহাশয়! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করি, দৈবনির্ব্বন্ধ কর্ম্ম, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া বলুন, এই অকরুণ নির্ঘৃণ ব্যক্তি আপনকার কি করিবে? তিনি কহিলেন, মহারাজ! আর কি করিবেন? জ্বলন্ত হুতাশন আহরণ করিয়া দিন। আমরা পুত্রের সহিত তনুত্যাগ করিব। রাজা অগত্যা সম্মত হইয়া অনুচরবর্গ দ্বারা কাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া চিতা প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে পুত্রের সহিত প্রজ্বলিত দহনে আত্মদেহ ভস্মসাৎ করিলেন। পরিশেষে রাজা দশরথ নিজ নিধনহেতু ঋষিশাপে ভগ্নোৎসাহ হইয়া বন হইতে স্বীয় নগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

দশম সর্গ।

রাজা দশরথ রাজ্যশাসনপ্রসঙ্গে প্রায় অযুত বৎসর অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য, কিছুরই অপ্রতুল ছিল না। কেবল সংসারাশ্রমের সারভূত পুত্রমুখাবলোকনসুখে বঞ্চিত ছিলেন। পরে ঋষ্যশৃঙ্গাদি মহর্ষিগণ সেই সন্তানার্থী নৃপের প্রার্থনানুসারে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময়ে দেবগণ দুর্দান্ত দশানন কর্ত্তৃক একান্ত উপদ্রুত হইয়াছিলেন। যেমন আতপতাপিত পথিকগণ শ্রান্তিদূরকরণার্থ ছায়াবৃক্ষের প্রতি ধাবমান হয়, তাঁহারা সেইরূপে ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ নারায়ণের শরণার্থে তথায় গমন করিলেন। ত্রিদশগণ তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইল। দেবতারা দেখিলেন, ভগবান্ অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, অনন্তের সহস্রফণমণ্ডলস্থ রত্নকিরণে তদীয় নীল কলেবর উদ্ভাসিত হইতেছে; কমলা কমলাসনে উপবেশনপূর্ব্বক স্বকীয় উৎসঙ্গদেশে নারায়ণের চরণযুগল রাখিয়া পদসেবা করিতেছেন, সচেতন শস্ত্রগণ জগৎপতির পার্শ্বে জয়ধ্বনি করিতেছে এবং তৎপ্রভাবে খগরাজ নাগরাজের সহিত নৈসর্গিক বৈরিতার পরিহারপূর্ব্বক বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কমলাপতির পরিধান পীতাম্বর, বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীর বিলাসদর্পণস্বরূপ কৌস্তুভমণি এবং তদীয় আজানুলম্বিত বাহুচতুষ্টয় দিব্যাভরণে ভূষিত, দেখিলে মনে হয় যেন সমুদ্রমধ্যে পুনর্ব্বার পারিজাততরু আবির্ভূত হইয়াছে।

ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ যোগনিদ্রাবসানে দেববৃন্দের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন। দেবগণ তদীয় বিশদ দৃষ্টিপাতে

আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া প্রণতিপুরঃসর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবন্! আপনিই এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আপনারই মূর্ত্তি-ভেদমাত্র; যেমন জলধরসমুৎপন্ন বারিধারা ভূমিতে পতিত হইবার পুর্ব্বে সর্ব্বত্রই মধুররস, কিন্তু ভূতলে পতিত হইলে মৃত্তিকার গুণানুসারে জলেরও লবণমাধুর্য্যাদি রসভেদ হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনি নির্ব্বিকার হইয়াও সত্বাদি গুণত্রয় আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা রূপে এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, বিষ্ণুরূপে সৃষ্টজগতের পরিপালন করিতেছেন এবং শিবরূপে সংহার করিতেছেন, কেবল সত্বাদি গুণত্রয়ের অবস্থানুসারে আপনকার এই অবস্থাভেদ, ফলতঃ আপনি সর্ব্বদা একরূপই আছেন।

কোন ব্যক্তি আপনকার মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারে না, কিন্তু আপনি নিখিল জগতের ইয়ত্তা করিয়াছেন; আপনি নিস্পৃহ, কিন্তু সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন; আপনাকে কেহই জয় করিতে পারে না, কিন্তু আপনি সকলেরই বিজেতা; আপনি অতি সুক্ষ্মরূপ হইয়াও এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আদিকারণ, আপনি সকলের হৃদয়মন্দিরে অবস্থিতি করেন, কিন্তু কদাচ নয়নগোচর নহেন, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, কিন্তু কোন ব্যক্তি আপনকার স্বরূপ অবধারণ করিতে সমর্থ নহেন, এই বিনশ্বর নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভবদীয় মহীয়সী শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু আপনি স্বয়ং জন্মমরণাদিবিহীন; আপনি সকল-কেই নিগ্রহানুগ্রহ করিতে পারেন, কিন্তু ভবদীয় নিগ্রহকর্ত্তা কাহাকেও লক্ষ্য হয় না, আপনি এক হইয়াও অখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন; জন্মজরামরণাদি পরিবর্জ্জিত হইয়াও মীনকুর্ম্মাদিরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, নিশ্চেষ্ট হইয়াও দুর্জ্জয় দানবগণের পরা-

জয করিয়াছেন এবং জাগরূক হইয়াও যোগনিদ্রা অনুভব করিয়া থাকেন, অতএব কে আপনকার অপার মহিমার পরিচ্ছেদ করিবে?

যেমন নদী সকল যে পথে গমন করুক না কেন, সকলেই মহার্ণবে পতিত হয়, সেইরূপ যে, যে পথে উপাসনা করে, সকলই আপনকার উপাসনারূপে পরিণত হইয়া থাকে, মুমুক্ষুগণ নিষ্কাম হইয়া অনন্যমনে আপনকার আরাধনা করেন, আপনিও কৃপা করিয়া অশেষক্লেশাকর সংসারবন্ধন হইতে অচিরাৎ তাঁহা-দিগকে নিস্তার করিয়া থাকেন। আপনার সৃষ্ট এই পৃথিবী, জল, বায়ু বহ্নি প্রভৃতি যে সকল স্থূল পদার্থ আমরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, যখন ইহাদিগেরই ইয়ত্তা করিতে পারা যায না, তখন যে ইন্দ্রিয়াতীত ভবদীয় স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিব ইহা অতি অসম্ভব। আপনকার অপরিসীম মহিমা ও অনন্তগুণ চিরজীবন বর্ণন করিলেও নিঃশেষিত হয় না, রত্নাকরের রত্ন ও দিনকরের কিরণ কে গণিযা শেষ করিতে পারে? তবে যে লোকে আপনাকে কিয়ৎক্ষণ স্তব করিযা বিরত হয়, সে কেবল শ্রম বা অশক্তি প্রযুক্ত, গুণরাশির অবধি লাভ হইল বলিযা নহে।

দেবতারা এই রূপে নানাপ্রকার স্তব করিয়া ভগবান্‌কে প্রসন্ন করিলেন। পরে তিনি প্রীত মনে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা দুর্দ্দান্ত রাবণের উপদ্রববৃত্তান্তের আদ্যোপান্ত পরিচয় দিলেন। তখন ভগবান্ চক্রপাণি জলধরগভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, সেই দুরাত্মা যে তোমাদিগকে অপদস্থ ও উৎপীড়ন করিতেছে, এবং তাহার অত্যাচারে যে আমার ত্রিভুবন দগ্ধ ও জর্জ্জরিত হইতেছে, তাহার কিছুই আমার অবিদিত নহে। এ বিষয়ে আমার নিকট

দেবরাজের কোন অভ্যর্থনা কবিবাব আবশ্যক নাই, বাযু আপনিই বহ্নির কার্য্য করিয়া থ'কে। দুরাত্মা রাবণ উগ্র তপস্যায় প্রজাপতিকে প্রীত করিয়া তদীয় ববপ্রসাদে দেবগণেব অবধ্য হইয়াছে। আমি বিধাতাব অনুবোধে এত দিন তাহাব ঘোবতর অত্যাচার সহ্য করিয়াছি। সম্প্রতি সূর্য্যবংশাবতংশ রাজা দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া মানুষকলেববধাবণপূর্ব্বক অচিবাৎ সেই পাপিষ্ঠকে সমরশাযী কবিব। সে আশুতোষেব আরাধনার্থ স্বকীযশিবঃপরম্পবাচ্ছেদনকালে বুঝি আমাব চক্রের লভ্যাংশ বলিয়া দশম মস্তকটি অবশিষ্ট বাখিত। যাও, তোমাদিগেব আব ভয নাই। তোমরা অবিলম্বে পূর্ব্ববৎ যজ্ঞভাগ লাভ করিতে পারিবে। আকাশমার্গে রাবণকে দেখিয়া বিমানচারীদিগকে আব মেঘান্তরালে অন্তর্হিত হইতে হইবে না। তোমরা সুববন্দিগণেব অদূষিত বেণীবন্ধ সকল অতিত্বরায় মুক্ত কবিতে পাবিবে। ভগবান্ চক্রপাণি বচনামৃতবর্ষণে বাবণোপদ্রুত দেবগণকে এই রূপে আশ্বাস প্রদান কবিয়া অন্তর্হিত হইলেন। দেবকার্য্যোদ্যত ইন্দ্রাদি দেবতারাও তদীযসাহায্যার্থ বানবরূপে জন্মগ্রহণ কবিবাব মানসে আপন আপন অংশ প্রেবণ কবিলেন।

এ দিকে বাজা দশবথেব পুত্রেষ্টি যজ্ঞেব সমাপন হইল। যজ্ঞসমাপনানন্তব এক দিব্যপুরুষ স্বর্ণপাত্রস্থ পযশ্চরু হস্তে করিয়া অকস্মাৎ হোমাগ্নি হইতে আবির্ভূত হইলেন। দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া বহিল। দিব্যপুরুষ বাজার গুণস্তুতি কবিয়া তদীয় হস্তে চরু সমর্পণপূর্ব্বক কহিলেন, এই চরু, ভক্ষণ করিলেই রাজমহিষীগণের সর্ভসঞ্চাব হইবে। রাজা দেবদত্ত চরু দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রধানমহিষী কৌশল্যা এবং প্রিয়তমা কৈকেযীকে এক এক অংশ দিলেন। তাঁহারা প্রিযপতির মনোবথ বুঝিয়া এবং সুমিত্রা তাঁহাদিগের উভযেরই প্রণযভাজন ছিলেন এই

বলিয়া, সুমিত্রাকে আপন আপন অংশের অর্দ্ধভাগ প্রদান করিলেন। এই রূপে অংশ করিয়া তিন জনেই চরু ভক্ষণ করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে রাজ্ঞীদিগের গর্ভসঞ্চার হইল। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে পাণ্ডুবর্ণ ও গর্ব্বিত ধান্যস্তম্বের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন। এক নারায়ণ চারি অংশে বিভক্ত হইয়া তিন রাজপত্নীর গর্ভে আবির্ভূত হইলেন। রাজ্ঞীরা স্বপ্নাবস্থায় দেখিতেন যেন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ খর্ব্বাকৃতি দিব্য পুরুষেরা তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, গরুড় স্বর্ণবর্ণ পক্ষজাল বিস্তার করিয়া অন্তরীক্ষে তাঁহাদিগকে বহন করিতেছেন; কৌস্তুভধারিণী কমলা হস্তে কমল ধারণ করিয়া কতই উপাসনা করিতেছেন, এবং সপ্তর্ষিগণ মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া বেদগানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের স্তব স্তুতি করিতেছেন। রাজা মহিষীগণের নিকট এইরূপ স্বপ্নবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া জগৎপিতার পিতা হইলেন ভাবিয়া মনে মনে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিলেন।

অনন্তর সম্পূর্ণ দশম মাসে প্রধানরাজমহিষী কৌশল্যা শুভ লগ্নে শুভ ক্ষণে পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। কুমারের রূপে সূতিকাগার উজ্জ্বল হইল। নরপতি পুত্রের রমণীয় রূপ দেখিয়া তাঁহাকে রাম নামে বিখ্যাত করিলেন। তদনন্তর মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ীর ভরত নামে এক পুত্র হইল। পরিশেষে কনিষ্ঠা সুমিত্রা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে দুই যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। রাম ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দশাননের কিরীট হইতে রাক্ষসশ্রীর অশ্রুবিন্দুস্বরূপ একটি উজ্জ্বলতর রত্ন স্খলিত হইল। সুতানন সন্দর্শন করিয়া রাজার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। স্থানে স্থানে নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতে লাগিল, স্থানে স্থানে বাদ্যকর সকল বাদ্যোদ্যম আরম্ভ করিল। তদীয় পুত্রজন্মে অমরগণ সন্তুষ্ট

হইযা স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন এবং প্রজাগণ গৃহে গৃহে নানাবিধ মহোৎসব করিতে লাগিল। অনন্তর কৃতসংস্কার রাজপুত্রেরা শাণশোধিত মণির ন্যায় সমধিক শোভমান হইয়া দিন দিন শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

কুমারেরা স্বভাবতঃই অতিশয় বিনীতস্বভাব ছিলেন। আবার পণ্ডিতমণ্ডলীর উপদেশ লাভ করিয়া ততোধিক বিনীত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা পরস্পর বিরোধ করিতেন না। চারি জনেরই সমান সৌভ্রাত্র ছিল। তথাপি লক্ষ্মণ রামের এবং শত্রুঘ্ন ভরতের সবিশেষ প্রণয়ভাজন হইলেন। যেমন বায়ুবহ্নির বা চন্দ্রসমুদ্রের প্রণয় কদাচ স্খলিত হইবার নহে, তদ্রূপ রামলক্ষ্মণ ও ভরতশত্রুঘ্নের পরস্পর সম্ভাবও অস্খলিত হইল। গ্রীষ্মকালাবসানে সজলজলধরাবলী যাদৃশ লোচন-প্রীতিকর হয়, তাঁহারাও প্রজাপুঞ্জের সেইরূপ আনন্দজনক হইলেন। রাজা দশরথ এই রূপে বৃদ্ধাবস্থায় অলৌকিক পুত্রচতুষ্টয়ের পিতা হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গ।

একদা তপোধন বিশ্বামিত্র তপোবন হইতে আসিয়া যজ্ঞবিঘ্ন-নিবারণার্থ মহারাজ দশরথের নিকট রামকে ভিক্ষা চাহিলেন। তৎকালে রাম অতি অল্পবয়স্ক এবং তিনি রাজার বহুকষ্টের ধন। মহারাজ দশরথ তথাপি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুরোধের অন্যথা করিতে পারিলেন না। তিনি পুত্রের অদর্শনে আপন কষ্ট কিছুমাত্র গণনা না করিয়া রামচন্দ্রকে যাইতে আদেশ দিলেন এবং লক্ষ্মণকেও তৎসমভিব্যাহারে প্রেরণ করিলেন, রঘুবংশের চিরন্তনী প্রথা এই যে, তাঁহারা পরের উপকারার্থে প্রাণদান করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন।

রাম ও লক্ষ্মণ যাত্রাকালে হস্তে ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া পিতৃচরণে প্রণিপাত করিলেন। প্রবাসোদ্যত তনয়দ্বয়ের মুখারবিন্দ অবলোকন করিয়া রাজার নয়নে বাষ্পধারা প্রবাহিত হইল। মহর্ষি কেবল রাম ও লক্ষ্মণ এই দুই জনকে তপোবনে লইয়া যাইতে অভিলাষ করিলেন, তজ্জন্য রাজা তাঁহাদিগের সহিত আর সৈন্যসামন্ত কিছুই প্রেরণ করিলেন না। পরে রাজপুত্রেরা মাতৃবর্গের চরণে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদগ্রহণপূর্ব্বক ঋষির পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। গমনকালে তাঁহাদিগের বালসুলভ চপলগতি লোকলোচনের নিরতিশয় আনন্দদায়ক হইল।

পথিমধ্যে মহর্ষি সুকুমার কুমারদ্বয়কে বলা ও অতিবলা নামে দুই মন্ত্র প্রদান করিলেন। উক্ত মন্ত্র পাঠ করিলে পাঠকর্ত্তা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয় না। রাম ও লক্ষ্মণ মুনিদত্তমন্ত্রপ্রভাবে মাতৃপার্শ্বে অবস্থান ও মণিময় কুট্টিমে সঞ্চরণ করিয়া যাদৃশ সুখানুভব করিতেন সেই দুর্গম পথেও তদনুরূপ সুখানুভব করিতে

লাগিলেন। তাঁহারা মহর্ষির মুখে সুরস ইতিহাস শ্রবণে ব্যাসক্ত ছিলেন; সুতরাং অধ্বগমনখেদ কিঞ্চিন্মাত্রও জানিতে পারিলেন না। গমনমার্গে সরোবরসকল রসবৎ জলদান দ্বারা, বিহঙ্গমগণ মনোহর কলরব দ্বারা, বনবায়ু সুগন্ধি পুষ্পরেণু দ্বারা এবং জলদগণ সুশীতলচ্ছায়াদান দ্বারা, তাঁহাদিগের সেবা করিতে লাগিল। কমলোদ্ভাষিতসলিলদর্শনে বা ফলপুষ্পোপচিততরুশাখাবলোকনে যাদৃশ প্রীতিলাভ হয়, প্রিয়দর্শন রামলক্ষ্মণকে দেখিয়া বনস্থ ঋষিগণ ততোধিক পরিতোষ লাভ করিলেন। রামলক্ষ্মণ এইরূপে ক্রমে ক্রমে মদনের তপোবনে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের একেই ত মনোহর রূপ, তাহাতে আবার অপূর্ব্ব শরাসন হস্তে করিয়াছেন, দেখিয়া তত্রত্য তাপসগণের মনে হইতে লাগিল, বুঝি হর-কোপাগ্নিদগ্ধ কন্দর্প পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইলেন।

অনন্তর তাঁহারা তাড়কাধিকৃত বনমার্গে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তথায় বিশ্বামিত্রের মুখে সুকেতুসুতা তাড়কার শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শরাসনে গুণারোপণ করিলেন। তাড়কা ধনুষ্টঙ্কার-শ্রবণমাত্র শব্দ লক্ষ্য করিয়া প্রচণ্ড বেগে ধাবমান হইল। ধাবনকালে তাহার কৃষ্ণবর্ণ কলেবরের কর্ণযুগলে শুক্লবর্ণ নরকপাল দোলায়মান দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন একখানি শ্যামবর্ণ নবীন মেঘ প্রচণ্ডবায়ুভরে প্রধাবিত হইতেছে এবং তাহার অধোভাগে ধবলা-কার বলাকা উড্ডীন হইতেছে। তাড়কা অতি বিকটাকৃতি রাক্ষসী। তাহার পরিধান প্রেতচীবর এবং জঘনে নরনাড়ীর মেখলা। সে যখন তালপ্রমাণ একটি হস্ত উন্নত করিয়া শ্মশানোত্থ বাত্যার ন্যায় ভীষণ বেগে ধাবমান হইল, তৎকালে তদীয় গতি-বেগে পার্শ্বস্থ বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইয়া ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। রাম তদ্দর্শনে স্ত্রীহত্যার ঘৃণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকর্ণাকৃষ্ট দৃঢ় মুষ্টি দ্বারা এক সুতীক্ষ্ণ সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। রামশর বায়ুবেগে

যাইয়া তাড়কার বিশালবক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিল। নিশাচরী রামের দুঃসহ শস্ত্রাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল। তাহার পতনভরে কেবল কাননভূমি নহে, দুর্দ্দান্ত দশাননের রাজলক্ষ্মীও কম্পমান হইলেন। পরে রাত্রিঞ্চরী ক্ষতনির্গত দুর্গন্ধ রুধিরধারায় পরিলিপ্তকলেবর হইয়া প্রাণত্যাগ করিল; রামাস্ত্রপাতে তাহার হৃদয়ে এক বিস্তীর্ণ বিবর হইয়াছিল; বোধকরি সেই বিবরই সংহারকর্ত্তার রাক্ষসদেহে প্রবেশ করিবার প্রথম দ্বার হইল।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামের অদ্ভুত কার্য্যসন্দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে এক রাক্ষসঘ্ন অস্ত্র প্রদান করিলেন। পরে তাঁহারা ঋষির সমভিব্যাহারে পবিত্র বামনাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। রাম বামনের আশ্রমপদে স্বকীয় পূর্ব্বচরিত অপরিস্ফুট রূপে স্মরণ করিয়া ক্ষণকাল উন্মনাঃপ্রায় হইলেন। পরিশেষে ঋষি আপন আশ্রমে উত্তীর্ণ হইয়া মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। রাম ও লক্ষ্মণ দীক্ষিত বিশ্বামিত্রের আজ্ঞানুসারে তদীয় যজ্ঞ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

একদা ঋষিগণ যজ্ঞবেদীতে বন্ধুজীবকুসুমাকার স্থূল রক্তবিন্দু সকল অবলোকন করিয়া নিতান্ত শঙ্কাকুল হইলেন। সম্ভ্রমে তাহাদিগের হস্ত হইতে যজ্ঞপাত্র স্খলিত হইতে লাগিল। রাম তদ্দণ্ডে শরোদ্ধরণার্থ তূণীরে হস্তার্পণ করিয়া ঊর্দ্ধমুখে দেখিলেন, গগনমার্গে নিশাচরসেনা পরিভ্রমণ করিতেছে। উড্ডীন গৃধ্রগণের পক্ষপবনে তাহাদিগের ধ্বজপতাকা সচল সঞ্চালিত হইতেছে। রাম অন্যান্য রাক্ষসকে বাণলক্ষ্য না করিয়া কেবল সেই রাক্ষসী সেনার অধিনায়ক সুবাহু ও তাড়কাপুত্র মারীচকে লক্ষ্য করিলেন। না করিবেন কেন? মহোরগবিনাশী গরুড় কি ক্ষুদ্রতর ডুণ্ডুভের সহিত বৈরিতা করিয়া থাকে? সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ রামচন্দ্র ধনুকে বায়ব্যাস্ত্রের সন্ধান করিয়া পর্ব্বতাকার মারীচকে পরিণত

পত্রের স্থায় ভূতলে পাতিত করিলেন এবং ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা সুবাহুর প্রকাণ্ড কলেবর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

রাম ও লক্ষ্মণ এইরূপে যজ্ঞবিঘ্নের নিবারণ করিলেন। ঋত্বিগণ তাঁহাদিগের অসামান্য রণবিক্রমের যথেষ্ট অভিনন্দন করিয়া কুলপতি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞকর্ম্ম যথাক্রমে সমাধা করিলেন। তৎকালে মহর্ষি মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন। দীক্ষান্তস্নানানন্তর রাম ও লক্ষ্মণ চঞ্চল শিখণ্ডের অঞ্চল দ্বারা ক্ষিতিতল স্পর্শ করিয়া ঋষির চরণে প্রণিপাত করিলেন।' তখন তপোধন তাঁহাদিগের গাত্রে কুশাঙ্কুরক্ষত পাণিতল স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ বিধানপূর্ব্বক পরম সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

ঐ সময়ে মিথিলাধিপতি রাজা জনক যজ্ঞোপলক্ষে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ ঋষিমুখে জনকের ধনুর্ভঙ্গপণের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হরধনুদর্শনার্থ নিতান্ত উৎসুক হইলেন। মহর্ষি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া জনকনগরী যাত্রা করিলেন। তাঁহারা পথিমধ্যে সায়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া রমণীয় গৌতমাশ্রমে তরুতলে রজনীযাপন করিলেন। তথায় পতিশাপে পাষাণময়ী গৌতমপত্নী অহল্যা মানবরূপী ভগবান্ রামচন্দ্রের পদরজঃস্পর্শ করিয়া স্বকীয় কলেবর পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন। পরদিবস তথা হইতে যাত্রা করিয়া মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। রাজর্ষি জনক, মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে যথাযোগ্য সৎকার ও রঘুবংশীয় রাজপুত্রদিগের যথেষ্ট সমাদর করিলেন। মিথিলাবাসী জনগণ ভূতলে অবতীর্ণ পুনর্ব্বসুনক্ষত্রদ্বয়ের স্থায় সেই রাজপুত্রদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, তৎকালে তাহারা নেত্রের নিমেষপাতও দর্শনের প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

অবসরজ্ঞ ঋষি যজ্ঞাবসানে জনকসন্নিধানে কহিলেন, মহারাজ! রাম আপনকার সীতাবিবাহের পণবন্ধ শুনিয়া শরাসনদর্শনার্থ

নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন। তখন মহানুভব জনক সুবিখ্যাত-রাজবংশজ রামের সুকুমার কলেবর এবং আপন ধনুর একান্ত কর্কশতা ভাবিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! আমি সীতাবিবাহার্থ কেন এই ধনুর্ভঙ্গপণ করিয়াছিলাম? নতুবা সুপাত্র রাজপুত্রকে কন্যাদান করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করিতাম। পরে ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যে কর্ম্ম বৃহৎ মতঙ্গজ-গণেরও দুষ্কর বলিয়া নিশ্চয় হইয়াছে, কোমলবপুঃ করিশাবককে সেই কর্ম্মে অনুমতি করিতে উৎসাহ করি না। আমার সেই শরাসনে গুণাধিরোপণ করিতে অসমর্থ হইয়া কত শত প্রসিদ্ধ ধনুর্দ্ধরেরা জ্যাঘাতচিহ্নিত স্বকীয় বৃহৎ ভুজদণ্ডে ধিক্কার করিতে করিতে অধোবদনে প্রস্থান করিয়াছেন। তৎশ্রবণে মহর্ষি রাজর্ষিকে কহিলেন, মহারাজ! রামের বল বিক্রমের কথা শ্রবণ করুন, অথবা আর বলিবার আবশ্যক নাই, পর্ব্বতভেদে অশনির ন্যায় আপনার শরাসনেই রামের সারবত্তা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া অচিরাৎ জানিতে পারিবেন। মহারাজ জনক, সেই আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এবং ত্রিদশগোপপ্রমাণ বহ্নিরও দাহশক্তি আছে এই ভাবিয়া বালক রামে বিপুল পরাক্রম স্বীকার করিলেন।

অনন্তর মিথিলাধিপতি শত শত পার্শ্বচরদিগকে ত্রৈজস হর-ধনু আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন। তাহারা আজ্ঞামাত্র সেই দুরুদ্বহ শরাসন অতিকষ্টে আনয়ন করিল। রামচন্দ্র প্রসুপ্তশেষ-ভুজঙ্গমাকার সেই শিবধনুঃ হস্তে গ্রহণ করিয়া সুকুমার কুসুমচাপের ন্যায় অবলীলাক্রমে অধিজ্য করিলেন। প্রচণ্ড বেগে পুনর্ব্বার আকর্ষণ করিবামাত্র বজ্রপাতসম শব্দ করিয়া সেই শিবধনুঃ দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। তদ্দর্শনে সভাস্থ সমস্ত লোক অতীব বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইয়া ভূরি ভূরি ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

মহারাজ জনক রামের অলৌকিক পরাক্রম অবলোকন

অতিমাত্র আহ্লাদিত হইলেন এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সন্নিধানে অগ্নিসাক্ষী করিয়া, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা সীতা রামের সহধর্ম্মিণী হইলেন বলিয়া বাগ্দান করিলেন। পরে কোশলাধিপতি দশরথের নিকট স্বীয় পুরোহিতকে দূত প্রেরণ করিলেন। তাঁহাকে কহিয়া দিলেন, "আপনি মদীয়বাক্যানুসারে সেই রাজর্ষিকে বলিবেন, আমার সীতার সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রের বিবাহ দিয়া অস্মদীয় নিমিবংশ পবিত্র করিতে হইবে।"

পুণ্যবান্ মনুষ্যদিগের মনোরথ কল্পবৃক্ষোৎপন্ন ফলের ন্যায় কালবিলম্বব্যতিরেকে আপনা হইতেই সুপক্ব হইয়া থাকে। রাজা দশরথ আপন পুত্র ও আভিজাত্যের অনুরূপ বধূ অন্বেষণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণও যাইয়া তাঁহার অনুকূল বাক্য বলিলেন। তৎশ্রবণে রাজার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি সেই ব্রাহ্মণের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদান করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সৈন্য সামন্ত লইয়া মিথিলা নগরে যাত্রা করিলেন। কোশলাধিপতি কতিপয় দিবসের মধ্যে মিথিলাধিপতির নগরীতে উত্তীর্ণ হইলেন। পরে সেই দিক্‌পতিসম ভূপতিদ্বয় মিলিত হইয়া পরম কৌতুকে পুত্রকন্যার উদ্বাহবিধি নির্ব্বাহ করিলেন।

রাজা জনকের দুইকন্যা, সীতা ও উর্ম্মিলা। তদীয় ভ্রাতা কুশধ্বজের দুই তনয়া, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি। মহারাজ দশরথেরও চারি পুত্র; রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। তাঁহারা চারি জনে চারি কন্যা বিবাহ করিলেন। রাম সীতার, লক্ষ্মণ উর্ম্মিলার, ভরত মাণ্ডবীর, এবং শত্রুঘ্ন শ্রুতকীর্ত্তির পাণিগ্রহণ করিলেন। চারি কুমারের সহিত চারি কুমারীর বিবাহবিধি সাতিশয় রমণীয় হইয়া উঠিল। কি রূপে, কি গুণে, কি কুলে, কি শীলে, সর্ব্বাংশেই কন্যাচতুষ্টয় বরচতুষ্টয়ের উপযুক্ত পাত্রী হইলেন।

রাজাধিরাজ দশরথ এই রূপে পুত্রদিগের উদ্বাহকৃত্য সমাপন করিয়া বরবধূসহিত স্বীয় নগরীতে যাত্রা করিলেন। মিথিলাধিপতি দিনত্রয় পর্য্যন্ত তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে এক প্রতীপগামিনী বলবতী বাত্যাবলী উঠিয়া দশরথের সেনাগণকে আকুলিত করিল। সমীরণভরে ধ্বজদণ্ড সকল সাতিশয় কম্পমান হইতে লাগিল, গগনে ধূলিরাশি উড্ডীন হইয়া দশ দিক্ আচ্ছন্ন করিল, পক্ষিগণ কোলাহল করিয়া উঠিল, এবং শিবা সকল ভৈরব রবে শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। সূর্য্যমণ্ডল ভীষণপরিধিমণ্ডলে পরিবেষ্টিতহইয়া গরুড়নিহত ভীষণ ভুজঙ্গমের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। রাজা দশরথ সেই প্রতীপ পবনাদি দুর্নিমিত্ত দর্শনে নিতান্ত ভীতহইয়া অশুভনিবারণার্থ কুলগুরু বশিষ্ঠকে নিবেদন করিলেন। পরিণামদর্শী মহর্ষি পরিণামে মঙ্গল হইবে বলিয়া তাঁহাকে অভয়প্রদান করিলেন। অবিলম্বেই সেই রজোরাশি মধ্যে এক তেজোরাশি আবির্ভূত হইয়া সেনাগণের সম্মুখীন হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই তেজঃপুঞ্জ পুরুষাকারে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি গলে পৈতৃক চিহ্ন যজ্ঞোপবীত এবং হস্তে মাতৃচিহ্ন ভীষণ শরাসন ধারণ করিয়া চন্দ্রসহিত সূর্য্য-মণ্ডল বা সর্পবেষ্টিত চন্দনতরুর ন্যায় শোভমান হইয়াছেন। যিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া, যেন তাহার সংখ্যা রাখিবার নিমিত্ত দক্ষিণ শ্রবণে অক্ষমালা সংস্থাপন করিয়াছেন; যিনি রোষপরিনিষ্ঠুর পিতার আজ্ঞাপালনার্থে মাতৃহত্যার শঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক অতি অকরুণ রূপে বেপমান জননীর শিরশ্ছেদন করিয়াছেন, যিনি পিতৃবধজনিত কোপে রাজ-বংশের নিধন কার্য্যে দীক্ষিত হইয়াছেন, রাজা দশরথ সেই মহাবীর পরশুরামকে দেখিয়া এবং পুত্রগণের বাল্যাবস্থা ও আপনার প্রাচীনাবস্থা ভাবিয়া অতিমাত্র বিষণ্ণ হইলেন। তিনি সসম্ভ্রমে অর্দ্ধোচ্চারিত

পদে অর্ঘ অর্ঘ বলিয়া উঠিলেন। পরশুরাম তাঁহার দিকে দৃক্‌পাতও না করিয়া রামের প্রতি রোষকষায়িত ভীষণ দৃষ্টি পাতিত করিলেন। তাঁহার নয়নমধ্যে ঘোরতর তারকাদ্বয় ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। মহাবীর ভার্গব দৃঢ়মুষ্টিনিবন্ধনপূর্ব্বক বামহস্তে ভয়ঙ্কর শরাসন ও দক্ষিণ হস্তে তীক্ষ্ণ বাণ লইয়া সমরাভিলাষে রাঘবকে কহিলেন, ক্ষত্রিয়জাতি আমার পরমশত্রু, যে হেতু ঐ জাতি আমার পিতাকে হত্যা করিয়াছে। আমি একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া ক্রোধসংবরণ করিয়াছিলাম, সম্প্রতি তোমার বিক্রমবার্ত্তাশ্রবণে দণ্ডঘট্টিত প্রসুপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায় পুনর্ব্বার রোষিত হইয়াছি। তুমি মিথিলাধিপতির ত্র্যম্বক ধনুর্ভঙ্গ করিয়া এককালে আমার বলবিক্রমের প্রাধান্য লোপ করিয়াছ। আর ইতিপূর্ব্বে রামনাম উচ্চারণ করিলে কেবল আমাকেই বুঝাইত, সম্প্রতি তুমি আমার নামের অংশভাগী হইয়াছ। আমার এই অস্ত্র পর্ব্বত ভেদ করিতেও কুণ্ঠিত নহে, ইহার দ্বারা ক্রৌঞ্চাদি বিদীর্ণ করিয়া আমি ভগবান্ মহাদেবের নিকট শস্ত্রবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে যাইতাম। এই অস্ত্রের প্রভাবে আর কাহাকেও শত্রু বলিয়া মনে করি না। কেবল তুমি এবং কার্ত্তবীর্য্য এই দুই জন মাত্র আমার শত্রু আছ। তোমরা দুই জনেই আমার নিকট তুল্যাপরাধী। কার্ত্তবীর্য্য আমার আশ্রম হইতে হোমধেনুর বৎসাপহরণ করিয়াছিল আর তুমি আমার ত্রিভুবনবিখ্যাত কীর্ত্তিলোপ করিতে উদ্যত হইয়াছ। অতএব তোমাদিগের বিনাশ না করিলে আমার জগদ্বিখ্যাত ক্ষত্রিয়হত্যাকীর্ত্তির কলঙ্ক রহিবে। কারণ অগ্নি যে তৃণরাশি দগ্ধ করে, তাহা অগ্নির গৌরবের বিষয় নহে, কিন্তু তৃণরাশির ন্যায় মহার্ণবেও যে প্রজ্বলিত হয়, ইহাই অগ্নির মহিমা। আর তুমি যে জীর্ণশঙ্করশরাসন ভগ্ন করিয়াছ ইহাও বড় অদ্ভুত কর্ম্ম নহে।

ভগবান্ নারায়ণ সেই শরাসনের সারাকর্ষণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছ। নদীবেগে মূল উৎখাত হইলে বায়ু অনায়াসেই তটিনীতটস্থ তরুগণকে নিপাতিত করিতে পারে। তুমি বালক; আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহি না। তুমি আমার এই শরাসনে গুণারোপ করিয়া শরসংযোগ পূর্ব্বক আকর্ষণ কর। যদি কৃতকার্য্য হইতে পার তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিব। অথবা আমার এই সুতীক্ষ্ণ পরশুধার অবলোকন করিয়া যদি ভয় পাইয়া থাক, কৃতাঞ্জলিপুটে অভয়ভিক্ষা কর, দিতে প্রস্তুত আছি।

ভীষণাকৃতি ভার্গব এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন। রাম কিছুই প্রত্যুত্তর না করিয়া হাস্যবদনে তদীয় শরাসন গ্রহণ করিলেন। সেই ধনুর্গ্রহণেই ভার্গবগর্ব্বের সমর্থ উত্তর প্রদান করা হইল। রাম স্বভাবতই অতিশয় প্রিয়দর্শন, আবার জন্মান্তরীণ দিব্য ধনু হস্তে করিয়া ততোধিক রমণীয় হইলেন। যেমন নিসর্গসুন্দর জলধর ইন্দ্রচাপে লাঞ্ছিত হইলে অধিকতর শোভমান হয়, বিচিত্রধনুর্ধারী শ্যামকলেবর রামচন্দ্রও তদ্রূপ মনোহর হইলেন। অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত রাঘব অবনীতলে কোটি সংস্থাপন পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে ভার্গবশরাসনে গুণারোপণ করিলেন। তদ্দর্শনে পরশুরাম নিতান্ত বিষণ্ণ ও একান্ত বিবর্ণ হইলেন। রামের তেজ বাড়িতে লাগিল, ভার্গব নিস্তেজ হইতে লাগিলেন; তৎকালে রামকে উদয়মান শশধরের ন্যায় এবং ভার্গবকে অস্তাচলাবলম্বী দিনকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কুমারবিক্রম রাজকুমার ভার্গবকে হতবীর্য্য দেখিয়া এবং আপন সংহিত অস্ত্রকে অমোঘ জানিয়া করুণাপুরঃসর কহিলেন, আপনি আমাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছেন, কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণ, আমি আপনাকে নির্দ্দয় রূপে প্রহার করিতে চাহি না, অতএব বলুন এই সংহিত শর দ্বারা আপনকার গতি কিংবা যাগফলস্বরূপ স্বর্গমার্গ অবরোধ করিব।

তখন মহর্ষি ভার্গব কহিলেন, আমি আপনাকে স্বরূপতঃ জানি না এমত নহে। আপনি স্বয়ং নারায়ণ ; রামরূপে মানুষকলেবর ধারণ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু আমি পৃথিবীস্থ ভগবানের বিক্রমদর্শনার্থ আপনাকে রোষান্বিত করিয়াছি। আমি কত শত পিতৃবৈরী ক্ষত্রিয়গণকে ভস্মসাৎ করিয়াছি এবং নিজ বাহুবলে সসাগরা বসুন্ধরা জয় করিয়া সৎপাত্রে সমর্পণ করিয়াছি, আপনি সাক্ষাৎ জগদীশ্বর, আপনকার নিকটে আমার পরাজয়ও শ্লাঘ্যতর। অতএব হে মতিমন্! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে ভিক্ষা করি, আমার গতিরোধ করিবেন না। গমনশক্তি অব্যাহত থাকিলে পুণ্যতীর্থে গমনাগমন করিয়া কত পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারিব। আমার ভোগতৃষ্ণার লেশমাত্রও নাই, অতএব স্বর্গমার্গ অবরুদ্ধ করিলে আমার কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হইবে না। রাম তথাস্তু বলিয়া পূর্ব্বাভিমুখে বাণ নিক্ষেপ করিলেন। পরিত্যক্ত শর ভার্গবের ত্রিদিব মার্গ অবরোধ করিল। তখন বিনয়নম্র রামচন্দ্র আস্তেব্যস্তে হস্ত হইতে ধনু ফেলিয়া "ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন" বলিয়া ঋষির চরণে ধরিলেন। ঋষিবর কহিলেন আমি আপনা হইতেই মাতৃক রজোগুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৈতৃক সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিলাম। অতএব আপনি যে নিগ্রহ করিয়াছেন ইহাও আমার পক্ষে যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইয়াছে বলিতে হইবে। সম্প্রতি আমি চলিলাম। আপনকার মঙ্গল হউক, দেবকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। মহর্ষি জামদগ্ন্য এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজা দশরথ আহ্লাদে পুলকিত হইয়া ভার্গববিজেতা পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন এবং স্নেহপরবশ হইয়া তাঁহাকে পুনর্জাত মনে করিতে লাগিলেন ; পরে পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে কতিপয় দিবসের মধ্যে স্বীয় নগরী অযোধ্যায় উত্তীর্ণ হইলেন।

দ্বাদশ সর্গ।

রাজা দশরথ এইরূপে বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিয়া চরমাবস্থায় পদার্পণ করিলেন। তিনি প্রভাত কালে নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ-শিখার ন্যায় দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। তাঁহার কেশ গলিত, দন্ত স্খলিত এবং মাংস লোলিত হইয়া উঠিল। মহারাজ দশরথ নিজ বার্দ্ধক্যের উত্তেজনাক্রমে জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। প্রজাগণ গুণময় রামের অভিষেকবার্ত্তা শ্রবণে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল এবং অভিষেকের দ্রব্য সামগ্রী সকল প্রস্তুত হইল।

এদিকে ক্রূরনিশ্চয়া কৈকেয়ী কুব্জার কুমন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া রাজার নিকট পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত দুই বর চাহিলেন। রাজমহিষী এক বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর নির্ব্বাসন, অপর বরে স্বীয় পুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেচন প্রার্থনা করিলেন। রাজা অঙ্গীকারের অন্যথা করিতেও পারেন না, প্রাণাধিক পুত্রকে বনে পাঠাইতেও পারেন না, বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি সজল নয়নে বিনয়-বচনে কৈকেয়ীর অনেক অনুনয় করিলেন। কিন্তু অকরুণহৃদয়া কৈকেয়ী কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। পরিশেষে সত্যনিষ্ঠ ভূপালকে অগত্যা সম্মত হইতে হইল। রাম বরং রাজা হইবেন শুনিয়া পিতার রাজ্যপরিত্যাগশঙ্কায় দুঃখিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বনে যাইবেন শুনিয়া কিছুমাত্র বিষণ্ণ বা অপ্রসন্ন হইলেন না, প্রত্যুত পিত্রাজ্ঞাপ্রতিপালনরূপ মহৎফল লাভের প্রত্যাশায় হর্ষিত হইলেন। মাঙ্গলিক ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহার যাদৃশ মুখরাগ ছিল অধুনা বল্কলধারণেও তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য

হইলনা দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইল। রাজকুমার পিতার সত্যলোপভয়ে এই রূপে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর রাজা দশরথ পুত্রের অদর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া কতিপয় দিবসের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি মরণসময়ে অন্ধ ঋষির শাপ স্মরণ করিয়া তন্মোচনে আপনাকে পবিত্র বোধ করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ বনে গমন করিলেন, রাজা প্রাণত্যাগ করিলেন এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন মাতামহগৃহে অবস্থিতি করিতেছেন, তদ্দর্শনে রন্ধ্রান্বেষী বিপক্ষগণ অবসর বুঝিয়া কোশল রাজ্য আত্মসাৎ করিতে লোলুপ হইল। অনাথ অমাত্যবর্গ শোকাবেগসংবরণপূর্ব্বক মাতামহ গৃহ হইতে ভরতকে আনয়ন করিলেন। ভরত গৃহে আসিয়া পিতার তথাবিধ মরণ ও রামের বনবাসবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কেবল জননীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন এমত নহে, রাজলক্ষ্মীর স্বীকার করিতেও অসম্মত হইলেন। তিনি অবিলম্বে সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে রোদন করিতে করিতে রামান্বেষণে মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে নানা বন অতিক্রম করিয়া চিত্রকূটের নিবিড় অরণ্যে উপস্থিত হইলেন। তথায় রামের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ভরত রামের নিকট পিতার পরলোক যাত্রার সংবাদ দিয়া তাঁহার প্রত্যাগমন ও রাজ্যগ্রহণ ভিক্ষা করিলেন, কিন্তু রামকে স্বর্গীয় পিতার আজ্ঞাপালনব্রত হইতে ক্ষান্ত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে ভ্রাতৃবৎসল ভরত অগত্যা রামের পাদুকা রাজ্যের অধিদেবতা করিয়া প্রজা পালন করিবেন এই মানসে উহা প্রার্থনা করিলেন এবং ভ্রাতার আদেশানুক্রমে পাদুকা লইয়া বিদায় হইলেন, কিন্তু তিনি রামশূন্য অযোধ্যায় পুনরায় প্রবেশ না করিয়া নন্দিগ্রামে অবস্থিতি করিলেন। তথায় অবস্থান করিয়া নিক্ষিপ্ত ধনের ন্যায় রামের রাজ্য রক্ষা করিতে

লাগিলেন, রাজ্যতৃষ্ণাপরাঙ্মুখ ভরতের এই কার্য্যটি তদীয় জননী কৈকেয়ীর মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হইল।

চিত্রকূট অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী স্থান। তথায় ভরতের পুনরাগমনের সম্ভাবনা; এই ভাবিয়া রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি গমনমার্গে আতিথের ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে দক্ষিণাংশে গমন করিতে লাগিলেন। অত্রিপত্নী অনসূয়া সীতার গাত্রে একরূপ পবিত্র অঙ্গরাগ প্রদান করিয়াছিলেন। সীতা সেই অঙ্গরাগের পুণ্য গন্ধে বনভূমি আমোদিত করিয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পথিমধ্যে বিরাধনামক এক দুর্দ্দান্ত নিশাচর রামের মার্গাবরোধ করিয়া অকস্মাৎ সীতাকে অপহরণ করিল। রাম শরবর্ষণে তাঁহাকে তদ্দণ্ডে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। বিরাধের বৃহৎ কলেবর পূতিগন্ধে বরস্থলী দূষিত করিবে এই ভাবিয়া তাঁহাকে ভূগর্ভে নিখাত করিলেন। তদনন্তর রামচন্দ্র মহর্ষি অগস্ত্যের শাসনক্রমে পঞ্চবটীর মহারণ্যে অবস্থিতি করিলেন।

একদা রাবণের কনিষ্ঠা ভগিনী শূর্পণখা পঞ্চবটী বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে রামচন্দ্রের অলৌকিক রূপ সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া চন্দনবৃক্ষাভিলাষিণী আতপতাপিনী বিষধরীর ন্যায় তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করিয়া আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক সীতার সম্মুখেই রামকে পতিত্বে প্রার্থনা করিল। রাম কহিলেন, ভদ্রে আমার পত্নী আছে অতএব আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে ভজনা কর। অনতিদূরেই লক্ষ্মণের কুটীর। সে শ্রবণমাত্র তথায় গমন করিয়া আপন অভ্যর্থনা জানাইল, কিন্তু লক্ষ্মণও তদীয় মনোরথ সম্পূর্ণ করিতে অসম্মত হইলেন। তখন সে ভগ্নাশ হইয়া পুনর্ব্বার রামের নিকট আগমন করিল। তদ্দর্শনে

সীতা ঈষৎ হাস্যমুখী হইলেন। মায়াবিনী রাবণভগিনী সীতার সহাস্য আস্য অবলোকন করিয়া, কোপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সে তাঁহাকে তর্জ্জন করিয়া কহিতে লাগিল, অচিরাৎ এই উপহাসের ফল প্রাপ্ত হইবি, দেখ আমি কে, মৃগী হইয়া ব্যাঘ্রীকে পরিভব করিতেছিস্? এই কথা বলিতে বলিতে সে সৌম্যাকার পরিহারপূর্ব্বক শূর্পণখানামের অনুরূপ প্রকাণ্ড কলেবর ধারণ করিল। তাহার নখগুলি শূর্পের ন্যায় এবং অঙ্গুলি সপর্ব্ব বেণুযষ্টির ন্যায় হইল। তদীয় বিকটাকৃতি দর্শনে সীতা ভীতা হইয়া নিজ ভর্ত্তার ক্রোড়দেশে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণ সেই মঞ্জুভাষিণী কামিনীকে প্রথমে পরমসুন্দরী রমণী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; অধুনা তাহার ভৈরব রব শুনিয়া ছদ্মবেশিনী ভাবিলেন এবং তৎক্ষণাৎ পর্ণশালায় প্রবেশ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ খড়্গ আকর্ষণ করিয়া তাহার নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। সে স্বভাবতই অতিকদাকার; কর্ণনাসাচ্ছেদনে ততোধিক বিকৃতাঙ্গী হইয়া উঠিল।

অনন্তর শূর্পণখা গগনমার্গে উঠিয়া সেই বক্রনখধারিণী বংশযষ্টিসদৃশী অঙ্গুলী অঙ্কুশাকার করিয়া রামলক্ষ্মণকে তর্জ্জন করিতে করিতে দণ্ডকারণ্যে গমন করিল এবং খরদূষণাদি রাক্ষসগণকে আপন বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল। তাহারা নিশাচরজাতির নব পরাভব সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ রামকে আক্রমণ করিতে চলিল। বিকৃতাঙ্গী শূর্পণখা তাহাদের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল। বোধ করি সেই অশুভ দর্শনই রামাক্রমণোদ্যত রাক্ষসদিগের অমঙ্গলের নিদানভূত হইল। রাক্ষসসেনা অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া অতিদর্পে আগমন করিতেছে, দেখিয়া রাম সীতাকে লক্ষ্মণ হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক স্বয়ং ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিলেন। পরে রাম রাক্ষসে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রাম একাকী,

রাক্ষস সহস্র সহস্র। কিন্তু রণস্থলে বোধ হইতে লাগিল যেন এক রাম শত সহস্র হইয়া প্রত্যেক নিশাচরের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। ক্রমশঃ পরিত্যক্ত তদীয় শস্ত্রকলাপ যেন এক কালেই চাপ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল। রাম আত্মদূষণের ন্যায় দূষণকে সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে এবং খর ও ত্রিশিবাকে বাণবর্ষণ দ্বারা আক্রমণ করিলেন। রামশর তাহাদিগের দেহ ভেদ করিয়া জীবনমাত্র পান করিল, পতত্রিগণ রুধির পান করিল। সেই মহতী রাক্ষসী সেনা বাণবর্ষী রামের সহিত ক্ষণ কাল যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রমে গৃধ্রচ্ছায়াবৃত সমরক্ষেত্রে দীর্ঘনিদ্রা প্রাপ্ত হইল। তৎ-কালে রণস্থলে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল কতকগুলি কবন্ধ কলেবর নৃত্য করিতেছে এইমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল। যত রাক্ষস রণ করিতে আসিয়াছিল কেহই প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পারিল না। রাবণের নিকট এই ঘটনার সংবাদ দিতে কেবল শূর্পণখাই অবশিষ্ট রহিল।

এই রূপে সংগ্রামসমাপন হইলে শূর্পণখা লঙ্কায় যাইয়া দশানন-সন্নিধানে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। রাবণ, ভগিনীর নিগ্রহ ও আত্মীয়বর্গের নিধনবার্ত্তাশ্রবণে আপনাকে এরূপ অপমানিত বোধ করিলেন যেন রাম তাঁহার দশ মস্তকে পদার্পণ করিয়াছেন। পরে দুর্বৃত্ত দশানন মৃগরূপী মারীচরাক্ষস দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে বঞ্চনা করিয়া সীতা হরণ করিল। পক্ষীন্দ্র জটায়ু রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্ষণ-কালমাত্র সীতাহরণের বিঘ্নসম্পাদন করিয়াছিলেন।

পরে রাম ও লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, পক্ষীন্দ্র জটায়ু ছিন্নপক্ষ মৃতপ্রায় ভূতলে পতিত আছেন। খগরাজ জটায়ু "রাবণ সীতা হরণ করিয়াছে" এই কথা বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে

রামলক্ষ্মণের মনে পিতৃশোক পুনর্ব্বার নবীভূত হইল। তাঁহারা পিতৃসখা জটায়ুর পিতৃবৎ অগ্নি-সংস্কারাদি কার্য্য সমাধা করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র সীতাশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া আহারনিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক অহর্নিশ বনে বনে রোদন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা কবন্ধনামক এক শাপভ্রষ্ট রাক্ষসকে বিনাশ করিলেন। পাপোন্মুক্ত কবন্ধ রামকে কপীন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিতে উপদেশ দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কপিরাজ বালি সুগ্রীবের পত্নীহরণ করিয়াছিল, রাবণ রামের সীতা হরণ করিয়াছিল, উভয়েই সমদুঃখী ; সুতরাং তাঁহাদের পরস্পর সাতিশয় সদ্ভাব হইয়া উঠিল। মহাবল পরাক্রান্ত রাম মিত্রের উপকারার্থ দুর্জ্জয় বালিকে বধ করিয়া চিরাকাঙ্ক্ষিত তদীয়পদে কপীন্দ্র সুগ্রীবকে অভিষিক্ত করিলেন।

অনন্তর সুগ্রীবের আজ্ঞানুসারে কপিগণ ইতস্ততঃ সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিল। একদা পবননন্দন জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্পাতির মুখে জনকনন্দিনীর সংবাদ পাইয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক মহাসাগর উত্তীর্ণ হইল, হনুমান অন্বেষণ করিতে করিতে লঙ্কানগরে বিষ-লতাবেষ্টিত মহৌষধির স্থায় রাক্ষসীপরিবৃতা সীতাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে রামের অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় প্রদান করিল। সীতা তল্লাভে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া আনন্দাশ্রুমোচনপূর্ব্বক হনুমানের হস্তে আপন অভিজ্ঞান রত্ন সমর্পণ করিলেন। পবনতনয় প্রিয় সন্দেশ দ্বারা সীতাকে নির্বৃত করিয়া অক্ষনামক রাবণপুত্রকে বিনাশ করিল এবং স্বেচ্ছাক্রমে ক্ষণকাল ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রবন্ধন সহ্য করিয়া লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিল। পরিশেষে বিস্তীর্ণ মহার্ণব পুনর্ব্বার উত্তীর্ণ হইয়া সীতার মূর্ত্তিমান্ হৃদয় স্বরূপ সেই প্রত্যভিজ্ঞান রত্ন রামহস্তে সমর্পণ করিল। মহানুভাব রামচন্দ্র মণি লইয়া হৃদয়ে

সংস্থাপনপূর্ব্বক পরম সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। পরে মহাবীর মারুতির প্রমুখাৎ প্রিয়বৃহিণীর সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া লঙ্কার মহার্ণববেষ্টন সামান্য পরিখাবেষ্টনের ন্যায় তুচ্ছ বোধ করিলেন।

রাম অবিলম্বে বানরসৈন্য পরিবৃত হইয়া অরিবধার্থ যাত্রা করিলেন। বানরগণ কেবল ভূতল নহে, নভস্তলও আচ্ছন্ন করিয়া চলিল। রঘুবীর মহার্ণবের উপকূলে উপস্থিত হইয়া শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। একদা রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ শিবিরস্থ রামের নিকট আগমন করিলেন। সুচতুর রামচন্দ্র বিভীষণকে রাক্ষস-রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন এই অঙ্গীকার করিয়া হস্তগত করিলেন। অনন্তর বানরসেনাদ্বারা লবণমহার্ণবে শেষভুজঙ্গমা-কার এক প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মাণ করিলেন। রাম সেই সেতু-পথে লবণসমুদ্র পার হইয়া কপিসেনা দ্বারা মহানগরী লঙ্কা অবরোধ করিলেন। প্লবঙ্গমগণ পিঙ্গলবর্ণ—অবরোধকালে বোধ হইতে লাগিল যেন লঙ্কাপুরী দ্বিতীয় সুবর্ণ প্রাকারে বেষ্টিত হইয়াছে।

অনন্তর বানরনিশাচরে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রামরাবণের জয়শব্দে দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। কপি-গণ বৃক্ষাঘাতে রাক্ষসদিগের পরিঘাস্ত্র ভগ্ন করিল; শিলাবর্ষণে মুদ্গার সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিল; শৈলনিক্ষেপে মতঙ্গজগণকে আহত করিল, এবং শস্ত্রাঘাতাধিক নখাঘাতে রাক্ষসদিগকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। একদা সীতা, রামের ছিন্ন মস্তক দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিতা হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। ত্রিজটানাম্নী নিশাচরী "এ মায়া" এই বলিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিল। কিন্তু জনকদুহিতা পূর্ব্বে ভর্তৃমরণ নিশ্চয় করিয়াও জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে মনে নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। এক দিবস রাম ও লক্ষ্মণ মেঘনাদের নাগপাশে বদ্ধ হওয়াতে গরুড়কে স্মরণ

করিলেন। সর্পবৈরী গরুড় স্মরণমাত্র উপস্থিত হইলেন। খগ-রাজের আগমনে নাগপাশ তৎক্ষণাৎ শিথিল হইয়া গেল সুতরাং তাঁহাদিগের সেই বন্ধনক্লেশ স্বপ্নবৃত্তের ন্যায় ক্ষণকালমাত্র কষ্ট-দায়ক হইল। একদা দশানন শক্তিশেল দ্বারা লক্ষ্মণের বিশাল বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল রাম স্বয়ং অনাহত হইয়াও শোকে আহতপ্রায় হইলেন, পরে লক্ষ্মণ পবননন্দন কর্তৃক সমানীত মহৌষধি আঘ্রাণ করিয়া প্রহারব্যথাপরিহারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি শরবর্ষণে মেঘনাদের সিংহনাদ ও ইন্দ্রায়ুধ ধনু কিছুই অবশিষ্ট রাখিলেন না। এক দিন কপীন্দ্র সুগ্রীব কুম্ভকর্ণের নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া তাহাকে তদীয় ভগিনী শূর্পণখার তুল্যাবস্থ করিলেন। পরে পর্ব্বতাকার কুম্ভকর্ণ প্রচণ্ড বেগে রাঘবের প্রতি ধাবমান হইল। রাম তাহাকে সমরশায়ী করিলেন। কুম্ভকর্ণ নিদ্রাপ্রিয়, রাবণ অকালে তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছেন, বোধ করি সেই জন্যেই রামশর তাহাকে চিরনিদ্রায় অভিভূত করিল। পরে বানরযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নিশাচর প্রাণত্যাগ করিল এবং তাহাদিগের গাত্রক্ষরিত রুধিরধারা সমরক্ষেত্রে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

পরিশেষে মহাবীর রাবণ "অদ্য এই জগৎ রামশূন্য বা রাবণ-শূন্য হইবে" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র রাবণকে রথী এবং রামকে পদাতি দেখিয়া রামের আরোহণার্থে স্বকীয় দিব্য রথ প্রেরণ করিলেন। রঘুবর দেবরাজসারথি মাতলির হস্তাবলম্বনপূর্ব্বক সেই জৈত্র রথে আরোহণ করিয়া নিশাচরের দুর্ভেদ্য ইন্দ্রদত্ত কবচ পরিধান করিলেন। তাঁহারা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ অতি-গম্ভীর ভাবে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রাবণ একাকী হইয়াও হস্ত

মস্তক ও চরণের বাহুল্য প্রযুক্ত রণস্থলে অনেক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। রাম, লোকপালবিজেতা মহাবল পরাক্রান্ত দশাননের পরাক্রমদর্শনে মনে মনে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। পরে লঙ্কেশ্বর ক্রোধভরে রাঘবের দক্ষিণ ভুজে এক সুতীক্ষ্ণ সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। রঘুপতিও তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থলে বজ্রতুল্য এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। রামবাণ তাঁহার বিস্তীর্ণ হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বুঝি নাগলোকে প্রিয়সংবাদ দিতে রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। পরে পরস্পর ঘোরতর বাণযুদ্ধ ও শস্ত্রযুদ্ধ হইতে লাগিল। তৎকালে বিজয়শ্রী কোন্ পক্ষ আশ্রয় করিবেন সন্দিহান হইয়া মধ্যবর্ত্তিনী রহিলেন, এক দিকে দেবগণ রামের বিক্রমাবলোকনে প্রীত হইয়া তন্মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন, আর দিকে দানবগণ রাবণের রণনৈপুণ্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তদীয় মস্তকে কুসুম বর্ষণ করিতেছেন। মহাবল পরাক্রান্ত দশানন মহোৎসাহ সহকারে চতুস্তালপরিমিত লৌহকীলপরিবৃত শতঘ্নী নামে এক প্রকাণ্ড অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; রঘুবীর অর্দ্ধচন্দ্রমুখ বাণ দ্বারা সেই শতঘ্নী কদলীর ন্যায় শতখণ্ড করিয়া রাবণের জয়াশাও ছেদন করিলেন। পরিশেষে রঘুনাথ বৃহৎ কোদণ্ডে অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করিলেন। সেই মহাস্ত্র পরিত্যক্ত হইবামাত্র গগনমণ্ডলে উঠিয়া শত শত করাল বিষধরের আকার ধারণ করিল। তাহাদের ভীষণ ফণমণ্ডল প্রচণ্ডালোকে প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। পরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নক্ষত্রবেগে গমনপূর্ব্বক অর্দ্ধনিমেষমধ্যে দশবদনের বদনপংক্তি এককালেই ছেদন করিল। রাবণের শস্ত্রছিন্ন কণ্ঠপরম্পরা তরঙ্গিত জল মধ্যে প্রতিবিম্বিত বালার্কের ন্যায় সাতিশয় শোভমান হইল। মহাবীর রাবণের শিরঃপংক্তি ছিন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল, তথাপি যুদ্ধদর্শী দেবগণ পুনঃসন্ধানশঙ্কায় সন্দিহান রহিলেন। পরে

ত্রিদশগণ তদীয় মরণ বিষয়ে অসন্দিগ্ধ হইয়া পরমপরিতোষ প্রকাশপূর্ব্বক রামশিরে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বানরগণ চারিদিকে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। ইন্দ্রসারথি মাতলি দেবকার্য্যসমাধানপূর্ব্বক রামের নিকট বিদায় লইয়া স্বর্গমার্গে রথচালনা করিলেন। মহানুভাব রামচন্দ্র এই রূপে রাবণবধ করিয়া প্রিয়তমা সীতার সতীত্বপরীক্ষার্থ অগ্নিপরীক্ষা লইয়া তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন এবং প্রিয়সুহৃদ বিভীষণকে অঙ্গীকৃত রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন! এ দিকে প্রতিজ্ঞাত চতুর্দ্দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। তদ্দর্শনে রঘুপতি অযোধ্যাগমনে উৎসুক হইয়া সুগ্রীব বিভীষণাদি মিত্রবর্গ এবং সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া ভুজবিজিত পুষ্পকরথে আরোহণ করিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।

অনন্তর পুষ্পক রথ গমনমার্গে উঠিয়া বায়ুবেগে ধাবমান হইল। রামচন্দ্র কিয়দ্দূর যাইয়া সমুদ্র দর্শনে প্রিয়তমা সীতাকে কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ দেখ এই বিস্তীর্ণ মহার্ণবমধ্যে মলয় ভূধর পর্য্যন্ত যে বৃহৎ সেতু লক্ষিত হইতেছে, আমি তোমারই নিমিত্ত ঐ সেতু বন্ধন করিয়াছিলাম। সমুদ্র অতিশয় প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ, মধ্যে মধ্যে ধবলবর্ণ ফেনপুঞ্জ রহিয়াছে, আবার মদীয় সেতু দ্বারা দ্বিখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে; দেখিলে বোধ হয় যেন ছায়াপথে বিভক্ত তারকিত শারদীয় নভোমণ্ডল বিরাজিত হইতেছে। আমাদিগের সূর্য্যবংশে সগর নামে এক মহাপ্রভাবশালী মহীপাল ছিলেন। তাঁহার ষষ্টিসহস্র পুত্র। একদা মহারাজ সগর অশ্বমেধার্থে অশ্ব ছাড়িয়া দেন। তদ্দর্শনে দেবরাজ শঙ্কিত হইয়া সেই অশ্বমেধীয় অশ্ব অপহরণপূর্ব্বক রসাতলে তপস্যমান কপিল মহর্ষির সন্নিধানে বন্ধন করিয়া রাখেন। সগরের পুত্রগণ তাহার অনুসন্ধান পাইয়া ভূপৃষ্ঠ বিদারণপূর্ব্বক পাতালে প্রবেশ করেন। তাহাতেই এই বিস্তীর্ণ মহার্ণব উৎপন্ন হইয়াছে। এই মহাসাগর সামান্য নহে। ইহা হইতে বাষ্পজল উঠিয়া মেঘমণ্ডলের সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহাতে মণি মুক্তা প্রবালাদি নানাবিধ রত্ন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, বাড়বানল ইহাতে অবস্থান করিতেছে এবং পরমরমণীয় চন্দ্র ইহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। এই মহার্ণবের দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও গভীরতার ইয়ত্তা করা অতিশয় দুষ্কর। ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ সর্ব্বলোকসংহারপূর্ব্বক ইহাতেই শয়ন করিয়া যোগ নিদ্রা অনুভব

করিয়াছিলেন। যখন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র সুতীক্ষ্ণ বজ্রাস্ত্র দ্বারা পর্ব্বতগণের পক্ষচ্ছেদ করেন, তৎকালে মৈনাকপ্রভৃতি শত শত মহীধর ইহার জলে মগ্ন হইয়া বজ্রধরের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। যৎকালে বরাহরূপী ভগবান্ নারায়ণ রসাতলবিমগ্ন অবনীমণ্ডলের উদ্ধার করেন তখন এই জলরাশির জল ক্ষণকাল পৃথিবীর অবগুণ্ঠনস্বরূপ হইয়াছিল। ইহাতে সহস্র সহস্র নদী মুখ মিলিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন তরঙ্গ রূপ অধরদ্বারা নদী ও সমুদ্র পরস্পর মুখচুম্বন করিতেছে।

প্রিয়ে! দেখ দেখ, গভীর সমুদ্রনীরে বৃহৎ তিমি মৎস্য সকল কেমন ভাসমান হইতেছে। ইহাদিগের মস্তক সচ্ছিদ্র! ইহারা যখন আস্যমধ্যে কোন জলজন্তু ধরিয়া মুখ মুদ্রিত করিতেছে তখন ইহাদিগের মস্তক হইতে ঊর্দ্ধমুখে জলধারা নির্গত হইতেছে। জল-হস্তিগণ ফেনরাশি উদ্ভেদ করিয়া উঠিতেছে। উত্থানকালে উহাদিগের কপোলদেশে ফেনপুঞ্জ সংলগ্ন হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন উহারা কর্ণচামরে শোভমান রহিয়াছে। উদ্দণ্ডবজ্রাকার বৃহৎ অজগর সকল সমুদ্রসলিলে ভাসমান হইয়া বেড়াইতেছে। মহা-সাগরের তরঙ্গ এবং ঐ সকল অজগর সর্পের আকার একপ্রকার। কেবল সৌরকিরণ-সংস্পর্শে ফণামণ্ডলস্থ স্বচ্ছ মণিজাল জাজ্বল্যমান দেখিয়া উহাদিগকে সর্প বলিয়া জানা যাইতেছে। শঙ্খযূথ সকল তরঙ্গবেগে তোমার অধরপল্লবসদৃশ প্রবালাঙ্কুরে প্রোতমুখ হইয়া বদ্ধ রহিয়াছে। আবর্ত্তোত্থিত ঘূর্ণায়মাণ মেঘাকার বাষ্পজাল অবলোকন করিয়া বোধ হইতেছে যেন দেবাসুরগণ পুনর্ব্বার মন্দর মহীধর দ্বারা সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রিয়ে! ঐ দেখ, তমালতালী বনে নীলবর্ণ বেলা ভূমি, দূর হইতে লৌহচক্রাকার মহার্ণবের ধারানিবদ্ধ কলঙ্করেখার ন্যায় প্রতীয়মান

হইতেছে। অয়ি বিশালাক্ষি! তীরবায়ু মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা কেতকীরেণু বহন করিয়া তোমার সুচারু মুখমণ্ডল বিভূষিত করিতেছে. বোধ হয় তীরসমীরণ বুঝি ত্বদীয় বিম্বাধরলোলুপ আমার অন্তঃকরণকে অলঙ্কারকালাতিপাতে অক্ষম জানিতে পারিয়াছে। প্রিয়ে! এই আমরা দেখিতে দেখিতে বিমানবেগে মুহূর্ত্ত-মধ্যে সমুদ্রের পর পারে আসিয়াছি। আহা! বেলাভূমির কি আশ্চর্য্য শোভা। কোন স্থলে বালুকাময় পুলিনদেশে বিদীর্ণ মুক্তাপুট হইতে নির্গত রাশি রাশি মুক্তামণি শোভমান হইতেছে। স্থলান্তরে গুবাকবৃক্ষ সকল ফলভরে অবনত হইয়া সাতিশয় রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে। প্রিয়ে! দেখ দেখ, এক বার পশ্চাৎ ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, আমরা যত অগ্রসর হইতেছি ততই যেন দূরবর্ত্তী সমুদ্র হইতে কাননবতী তীরভূমি নির্গত হইতেছে। এই পুষ্পক বিমান আমার ইচ্ছা-নুসারে কখন দেবপথে, কখন মেঘপথে কখন বা পতত্রিপথে চলিতেছে। দেখ, তুমি কৌতুকিনী হইয়া সজলজলধর স্পর্শ করিবার অভিলাষে হস্ত বহিষ্কৃত করিয়াছ, ঘনাবলী বিদ্যুদ্বলয় দ্বারা তোমার সুকোমল করকমল অলঙ্কৃত করিয়া দিতেছে। ঐ দেখ, আমাদিগের অধোভাগে সেই দণ্ডকারণ্য দেখা যাইতেছে। এই কাননবাসী ঋষিগণ খরদূষণাদি রাক্ষসের ভয়ে আশ্রম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহা-দিগের নিধনবার্ত্তাশ্রবণে নির্ব্বিঘ্ন জনস্থানে পুনরাগমন করিয়া পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রিয়ে! দুরাত্মা রাবণ যখন তোমাকে পঞ্চবটী হইতে অপহরণ করিয়াছিল, তখন আমি তোমার অন্বেষণ করিতে করিতে ত্বদীয় চরণারবিন্দ হইতে গলিত একগাছি নূপুর এই স্থানে পাইয়াছিলাম। তৎকালে আমার বিলাপ শুনিয়া কি

স্থাবর কি জঙ্গম সকলেই অতিমাত্র দুঃখিত হইয়াছিল। এই সেই মাল্যবান্ পর্ব্বতের গগনস্পর্শী শিখর। বর্ষাকালে ত্বদীয় বিরহ বেদনায় একান্ত অধীর হইয়া এই শিখর প্রদেশে কতই বাষ্পবর্ষণ করিয়াছিলাম। তোমার সহযোগে যে সকল বস্তু আমার নিতান্ত সুখজনক ছিল, বিরহাবস্থায় তাহারাই সাতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। নববারিসিক্ত মৃদ্গন্ধ অর্দ্ধোদ্গতকেশর কদম্বমুকুল এবং ময়ূরগণের মনোহর কেকারব এই সকল পদার্থ সুমধুর হইলেও তৎকালে বিষতুল্য বোধ হইত। পূর্ব্বে গভীর গর্জনকালে তুমি চকিত হইয়া আমায় যে আলিঙ্গন করিতে, বিরহাবস্থায় মেঘশব্দশ্রবণে তাহা মনে পড়িয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। প্রিয়ে! ঐ দেখ পম্পাসরোবর দেখা যাইতেছে। বেতসবনাবৃত এই সরসীতে চঞ্চল সারসগণকে কেলি করিতে দেখিয়া তোমার সুচারুবদনকমল স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়ায় আমার অন্তরাত্মা নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিত। তৎকালে এই পম্পাসলিলে চক্রবাক চক্রবাকীর মুখে উৎপলকেশর প্রদান করিতেছে দেখিয়া আমার চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। প্রিয়ে! দেখ, গোদাবরীর সারসগণ আমাদিগের বিমানের কিঙ্কিণীরব শুনিয়া গগনমার্গে কেমন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। আহা! অনেক কালের পর আবার পঞ্চবটী দেখিলাম। অত্রত্য কৃষ্ণসারগণ আমাদিগের রথরব শুনিয়া কেবল ঊর্দ্ধমুখে রহিয়াছে। আমি মৃগয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া এই গোদাবরীতীরস্থ বেতসকুঞ্জে সুশীতল বায়ু সেবন করিয়া শ্রান্তিদূর করিতাম এবং ত্বদীয় ক্রোড়দেশে মস্তকার্পণপূর্ব্বক সুখে নিদ্রা যাইতাম। সম্প্রতি পুনর্ব্বার সেইরূপ শয়ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

প্রিয়ে! ঐ দেখ মহর্ষি অগস্ত্যের পুণ্যাশ্রম। যিনি ভ্রূভঙ্গিমাত্রে

নহুষরাজকে ইন্দ্রপদ হইতে পরিচ্যুত করিয়াছিলেন। এই মহর্ষির হবির্গন্ধবিশিষ্ট ত্রেতাগ্নিধূমের অগ্রশিখা আঘ্রাণ করিয়া আমার অন্তরাত্মা পবিত্র হইল। ঐ দেখ শাতকর্ণি ঋষির পঞ্চাপ্সরোনামক ক্রীড়া সরোবর দেখা যাইতেছে। পঞ্চাপ্সরের চারি ধারে অরণ্য দূর হইতে দেখিয়া বোধ হয় যেন মেঘমধ্যে চন্দ্রবিম্ব বিরাজমান রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে এই মহর্ষি কুশাঙ্কুরমাত্র ভক্ষণ করিয়া অতিশয় কঠোর তপস্যা করিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র তদ্দর্শনে শঙ্কিত হইয়া তপোবিঘ্নার্থ পাঁচটি অপ্সরা প্রেরণ করেন। তাহারা শাতকর্ণির সমাধিভেদে কৃতকার্য্য হইয়া এই সরোবরের জলান্তর্গত প্রাসাদমধ্যে অনবরত তাঁহার সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিতেছে। সেই সকল অপ্সরাগণের মৃদঙ্গবাদ্যানুগত সঙ্গীতধ্বনি আমাদের পুষ্পক রথের চন্দ্রশালায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ঐ দেখ আর এক ঋষি তপস্যা করিতেছেন। ইহাঁর চতুর্দ্দিকে চারি প্রদীপ্ত হুতাশন জ্বলিতেছে। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ঊর্দ্ধভাগে তাপদান করিতেছেন। এই পঞ্চতপাঃ মহর্ষির নাম সুতীক্ষ্ণ। ইনি নামেমাত্র সুতীক্ষ্ণ, ফলতঃ ইনি অতিশয় প্রশান্ত। ত্রিদশাধিপতি সুতীক্ষ্ণের ভয়ঙ্কর তপস্যায় ভীত হইয়া কতকগুলি অপ্সরা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা নানা প্রকার মায়াজাল বিস্তার করিয়াও মহর্ষির অবিচলিত চিত্তবৃত্তি বিকৃত করিতে পারে নাই। এই মহর্ষি মৌনব্রতাবলম্বী। ইনি সভাজনার্থ স্বীয় দক্ষিণ বাহু আমার দিকে উন্নত করিয়া এবং শিরঃকম্পমাত্রদ্বারা আমার প্রণিপাত স্বীকার করিয়া বিমানব্যবহিত দৃষ্টি পুনর্ব্বার সূর্য্যমণ্ডলে সমর্পণ করিলেন। প্রিয়ে! ঐ দেখ শরভঙ্গ ঋষির পবিত্র তপোবন। মহর্ষি শরভঙ্গ প্রথমতঃ সমিধাদি দ্বারা হোম করিতেন, পরিশেষে জ্বলন্ত হুতাশনে স্বীয় কলেবর আহুতি দিয়াছিলেন। তিনি লোকান্তর

গমন করিলেও তাঁহার আশ্রমস্থ তরুগণ ছায়াদানে পথিকগণের শ্রমচ্ছেদ ও সুমধুরপ্রচুরফলদানে ক্ষুধানিবৃত্তি করিয়া যেন পুত্রের ন্যায় তদীয় অতিথিসৎকারব্রত প্রতিপালন করিতেছে। অয়ি কৌতুকিনি! ঐ দেখ পুরোভাগে সেই চিত্রকূট মহীধর। চিত্রকূটের গুহা প্রস্রবণশব্দে প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং শিখরাগ্রে কৃষ্ণবর্ণ মেঘবৃন্দ সংলগ্ন রহিয়াছে, দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন কোন বৃহৎকায় বৃষভ শৃঙ্গাগ্রে কর্দ্দম খনন করিয়া অতিদর্পে শব্দ করিতেছে। দেখ, ঐ সেই চিত্রকূটসমীপবর্ত্তিনী মন্দাকিনী নদী কেমন সূক্ষ্মরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। মন্দাকিনীর জল অতিনির্ম্মল এবং উহাতে প্রবাহসম্পর্ক নাই, অতএব দূর হইতে দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, পৃথিবীর কণ্ঠাগতা মুক্তাবলী ভূতলে পতিত রহিয়াছে। ঐ দেখ পর্ব্বতাসন্নবর্ত্তী সেই তমালতরু। আমি ইহার সুগন্ধি পল্লব লইয়া তোমার স্বর্ণবর্ণগণ্ডলম্বী কর্ণভূষণ প্রস্তুত করিয়াছিলাম। আর ঐ যে বন লক্ষ্য হইতেছে, উহা অত্রিমুনির তপোবন। ঐ তপোবন দেখিলেই মহর্ষি অত্রির মহাপ্রভাব অনুভব হয়। উহাতে বিরোধী জন্তুগণ পরস্পর নির্ব্বিরোধে অবস্থিতি করে, তরুশাখা সকল পুষ্পব্যতিরেকেও ফল প্রসব করে। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, মহর্ষি অত্রির প্রণয়িনী অনসূয়া তপোধনদিগের স্নানার্থ এই বনে সুরধুনী গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছেন। প্রিয়ে! দেখিয়াছ ঋষির কি চমৎকার প্রভাব! যোগিগণ বীরাসনে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, তাঁহাদিগের বেদিমধ্যস্থ মহীরুহগণও বাতাভাবে নিষ্পন্দ ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক যেন যোগাভ্যাসে আসক্ত রহিয়াছে। প্রিয়ে! দেখ দেখ সেই শ্যামবটটি কেমন দেখাইতেছে। শ্যামবট শ্যাম বর্ণ, উহাতে পরিণত রক্তবর্ণফলপুঞ্জ দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন পদ্মরাগমণিখণ্ডমিশ্রিত নীলকান্তমণিরাশি বিরাজিত রহিয়াছে।

আহা! কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! এই প্রয়াগস্থ গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম কি মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়াছে। গঙ্গার জল শুক্লবর্ণ, যমুনার জল নীলবর্ণ; উভয় জল সংমিলিত হওয়াতে বোধ হইতেছে, যেন মুক্তাহারের মধ্যে ইন্দ্রনীল মণি গুম্ফিত রহিয়াছে; কোন স্থলে শুক্ল ও নীল পদ্মে একত্র গ্রথিত পদ্মমালার ন্যায়; স্থলান্তরে কাদম্বসংসর্গবিশিষ্ট শুভ্রবর্ণ হংসরাজির ন্যায়; কোথাও বা শ্বেতচন্দনরচিত পত্রলেখার মধ্যস্থিত কালাগুরুলিখিত পত্রাবলীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে; কোন স্থানে তরুচ্ছায়ার অন্তরালবর্ত্তী শরৎকালীন চন্দ্রকিরণের ন্যায়; স্থানান্তরে শুভ্রশরদভ্রের অন্তর্লক্ষ্য নীলবর্ণ নভস্তলের ন্যায়; কোথাও বা কৃষ্ণসর্পবিভূষিত শিবতনুর ন্যায় বোধ হইতেছে। এই পবিত্র তীর্থ গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নান করিলে লোক নিষ্পাপ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকেও পরমপুরুষার্থ মুক্তিপদার্থ লাভ করিতে পারে। ঐ সেই কিরাতাধিপতি গুহকের নগর, যে স্থানে আমি শিরোরত্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক জটাভার রচনা করিয়াছিলাম। তদ্দর্শনে পিতৃসারথি সুমন্ত্র "হা কৈকেয়ি! তোমার মনে কি এই ছিল!" বলিয়া কতই রোদন করিয়াছিলেন। প্রিয়ে ঐ দেখ আমাদের অযোধ্যার উপকণ্ঠবর্ত্তিনী সরযূ নদী লক্ষ্য হইতেছে। এই সরযূ সামান্য নদী নহে। প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন, এই নদী ব্রাহ্ম সরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার জল স্বভাবতই পবিত্র; আবার আমাদিগের ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভূত ভূপতিরা অশ্বমেধাবসানে অবভৃত স্নানকরিয়া ইহার নিরতিশয় পবিত্রতা সম্পাদন করিয়াছেন। সরযূ কোশলদেশীয়দিগের সাধারণধাত্রীস্বরূপ। এতদ্দেশীয় লোকেরা সরযূর সুধাসম পয়ঃ পান করিয়া কতই সুখানুভব করেন। প্রিয়ে! গগনমার্গে ভূরেণু উড্ডীন দেখিয়া বোধ হইতেছে বুঝি হনুমানের মুখে আমাদিগের

আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভরত সসৈন্যে প্রত্যুদ্গমন করিতে আসিতেছেন। এইযে চীরধারী ভরত মহর্ষি বশিষ্ঠকে অগ্রে করিয়া, সৈন্য সামন্ত পশ্চাৎ লইয়া, বৃদ্ধ অমাত্যবর্গের সহিত অর্ঘ্যহস্তে আগমন করিতেছেন। ভরত সামান্য সাধু নহেন। ইনি এই নব যৌবনকালে আমার অনুরোধে পিতৃদত্ত রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া, এই চতুর্দ্দশ বৎসর কঠোর আসিধারব্রত প্রতিপালন করিয়াছেন।

রামচন্দ্র প্রিয়তমার সহিত এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন ইত্যবসরে পুষ্পকরথ তদীয় মনোরথ বুঝিয়া জ্যোতিষ্পথ হইতে অবতীর্ণ হইতে লাগিল। প্রজাগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঊর্দ্ধমুখে রথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। বিমান ক্রমে ক্রমে ভূমির অদূরবর্ত্তী হইল। রামচন্দ্র বিভীষণের পথ প্রদর্শনানুসারে কপীন্দ্র সুগ্রীবের হস্তধারণপূর্ব্বক স্ফটিকরচিত সোপানমার্গ দিয়া বিমান হইতে অবতীর্ণ হইলেন। বিমান হইতে নামিয়া ইক্ষ্বাকুবংশের কুলগুরু বশিষ্ঠ ঋষির চরণে প্রণিপাত করিলেন। অনন্তর ভরতদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া শত্রুঘ্নকেও আলিঙ্গনাদি করিলেন। পরে প্রণত প্রাচীন মন্ত্রিবর্গের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া মধুর বচনে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন। অবশেষে কপিরাজকে লক্ষ্য করিয়া ভরতকে কহিলেন, দেখ ভাই ভরত। এই বানরাধিপতি সুগ্রীব আমার বিষম সঙ্কটে পরম মিত্রের কার্য্য করিয়াছেন। আর এই যে মহাত্মাকে দেখিতেছ ইনি বিভীষণ, পুলস্তের পুত্র, রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সুহৃদ্বর বিভীষণ হইতে লঙ্কাসমরে জয়ী হইয়াছি। ইহা শুনিয়া মহানুভব ভরত অগ্রে তাঁহাদের দুইজনকে অভিবাদন করিলেন। পরে পরম সমাদরে লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিলেন। কামচারী বানরগণ রামাজ্ঞায় মনুষ্যকলেবর ধারণপূর্ব্বক গজপৃষ্ঠে

আরোহণ করিল। রাজহস্তী সকল অতিশয় উন্নত এবং তাহাদেব গণ্ডস্থল হইতে অনবরত মদবারি ক্ষরিত হইতেছে। কপিগণ তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পর্ব্বতাধিরোহণসুখ অনুভব করিতে লাগিল। নিশাচরাধিপতি বিভীষণও শ্রীরামের আজ্ঞানুসারে অনুচববর্গ লইয়া এক পবম রমণীয় রথে আবোহণ করিলেন। পবিশেষে রামচন্দ্র ভ্রাতৃবর্গে বেষ্টিত হইয়া বুধবৃহস্পতিমধ্যবর্ত্তী তারাপতির স্থায় সীতাধিষ্ঠিত পুষ্পক রথে পুনর্ব্বার আরোহণ করিলেন।

ভবত ভ্রাতৃজায়ার চরণে প্রণিপাত কবিলেন। সীতার চরণযুগল লঙ্কেশ্বরেব অভ্যর্থনা ভঙ্গ করিয়া সুদৃঢ় পাতিব্রত্য ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছে, এবং মহানুভব ভরতের মস্তকও প্রগাঢ় ভ্রাতৃভক্তির নিদর্শনস্বরূপ জটাজালে মণ্ডিত হইয়াছে, অতএব এতদুভয় মিলিত হওয়ায় পবস্পরেব পবিত্রতা সম্পাদন কবিল। পবে পুষ্পক বিমান পুনর্ব্বাব মন্দ মন্দ ভাবে চলিল। প্রজাগণ অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। রাম এই রূপে অর্দ্ধক্রোশ গমন কবিয়া অযোধ্যাব উপবনস্থ শত্রুঘ্নবিহিত পটভবনে অবস্থিতি করিলেন।

চতুর্দশ সর্গ।

রাম ও লক্ষ্মণ অযোধ্যার বাহ্যোদ্যানেই পতিবিয়োগদুঃখিনী জননীদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাম অগ্রে আপন জননীর চরণ গ্রহণ করিয়া পরে সুমিত্রাকে প্রণাম করিলেন। লক্ষ্মণও স্বীয় জননীর চরণ গ্রহণ করিয়া কৌশল্যাকে প্রণিপাত করিলেন। বহু কাল পরে পুত্রমুখ সন্দর্শন করিয়া উভয় রাজমহিষীর নেত্রযুগলে শোকজ উষ্ণ বাষ্প নিরাকরণপূর্ব্বক সুশীতল আনন্দাশ্রু অনর্গল প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহারা অশ্রুপ্রবাহে অন্ধপ্রায় হইয়া পুত্রের মুখারবিন্দ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু আলিঙ্গনকালে স্পর্শসুখ উপলব্ধি করিয়া আপন আপন তনয়কে জানিতে পারিলেন। রাম ও লক্ষ্মণের গাত্রে রাক্ষসবাণপাতজনিত ব্রণ সকল যদিও তৎকালে শুষ্ক হইয়াছিল, তথাপি তাঁহারা সদয় ভাবে তৎসমুদায় আর্দ্রপ্রায় স্পর্শ করিয়া ক্ষত্রিয়াঙ্গনাদিগের স্পৃহণীয় বীরসুশব্দে নিস্পৃহ হইলেন। অনন্তর জনকাত্মজা "আমি ভর্ত্তার তাদৃশ ক্লেশের নিদানভূতা হতভাগিনী সীতা প্রণাম করি" এই বলিয়া তুল্য ভক্তিভাবে অশ্রুপাতপূর্ব্বক শ্বশ্রূদ্বয়ের চরণ গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা প্রিয়ার্হা বধূকে কহিলেন "না বৎসে! তোমার দোষ কি? তোমারই অবিচলিত পাতিব্রত্যধর্ম্মের প্রভাবে বৎস রাম এবং বৎস লক্ষ্মণ সেই সুদুস্তর সঙ্কট হইতে নিস্তার পাইয়াছে।"

অনন্তর সেই উদ্যানেই রামের অভিষেকের আয়োজন হইল। কপিরাক্ষসগণ কেহ নদী হইতে, কেহ সমুদ্র হইতে, কেহ বা সরসী হইতে জলাহরণ করিল। অমাত্যবর্গ তীর্থাহৃত পবিত্র সলিল

দ্বারা রামের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। অভিষেক কালে তদীয় উন্নত মস্তকে পতিত জলধারা বিন্ধ্যাদ্রির শিখরদেশে মেঘনির্গলিত বারিধারার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রাম অভিষেকানন্তর সুচারু রাজবেশ ধারণ করিয়া যাহার পর নাই মনোহর হইলেন, না হইবেন কেন? যিনি তপস্বিবেশ ধারণ করিয়াও দর্শনীয়, তাঁহার রাজবেশ ধারণ করা বাহুল্যমাত্র।

এ দিকে অযোধ্যার রাজমার্গে উত্তুঙ্গ তোরণ সকল বিরাজিত হইল। স্থানে স্থানে নৃত্যগীত, স্থানে স্থানে বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। পৌরবৃন্দের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। রাম মনোহর রাজবেশ ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব রথে আরোহণ করিলেন। বিনয়াবনত ভরত তদীয় মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিলেন। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন উভয় পার্শ্বে চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। এই রূপে রামচন্দ্র রথারোহণ করিয়া কপিরাক্ষসগণ ও বৃদ্ধ অমাত্যবর্গের সহিত পৈতৃক রাজধানী প্রবেশ করিলেন। রামজননীগণ জনকদুহিতার মনোহর বেশভূষা করিয়া দিলেন। সীতা সুসজ্জিতা হইয়া কর্ণীরথ আরোহণপূর্ব্বক রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পৌরকন্যারা গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া অঞ্জলিপ্রসারণ পূর্ব্বক রঘুপত্নী সীতাকে প্রণাম করিতে লাগিল এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অত্রিপত্নীদত্ত উজ্জ্বলতর অঙ্গরাগ জ্বলন্ত অনলপ্রায় নিরীক্ষণ করিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল।

মহানুভব রামচন্দ্র ভবনসন্নিধানে আসিয়া প্রথমতঃ মিত্রবর্গের নিমিত্ত সুরম্য হর্ম্ম্য সকল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। পরে স্বয়ং রোদন করিতে করিতে আলেখ্যমাত্রাবশিষ্ট পিতার ভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় ভরতজননী কৈকেয়ীকে প্রণাম করিয়া তদীয় লজ্জাপনোদনার্থে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মাতঃ! বিবেচনা করিয়া দেখিলে আপনারই পুণ্যবলে পিতা স্বর্গফলপ্রদ অঙ্গী-

কার হইতে পরিভ্রষ্ট হন নাই। পরে নানাবিধ উপহারে সুগ্রীব বিভীষণাদি কপি ও রাক্ষসগণের চিত্তরঞ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কামচারী হইয়াও রামের অবাঙ্মনসগোচব উপচার দ্বারা বিস্ময়াপন্ন হইয়া এমত আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন যে, পঞ্চদশ দিবস কিরূপে অতিবাহিত হইল কিছুই জানিতে পারিলেন না। রঘুপতি সভাজনার্থ আগত দেবর্ষি ও মহর্ষিগণেব যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাদিগেব নিকট রাবণেব জীবনচরিত শ্রবণ কবিলেন। সেই জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনে দশানন-দময়িতা রামেব গৌরব প্রকাশ হইল। ঋষিগণ বিদায় হইলে লঙ্কাসমরের প্রিয-বান্ধবগণকে সীতার স্বহস্তদত্ত অত্যুৎকৃষ্ট পুরস্কারে সংবর্দ্ধনা করিযা বিদায় করিলেন এবং বাবণবিজয়লব্ধ স্বর্গের আভরণভূত কৌবের পুষ্পকরথ পুনর্ব্বাব কুবেবকেই সমর্পণ কবিলেন।

রাম এইরূপে পিত্রাজ্ঞা প্রতিপালন ও ত্রিভুবনেব কণ্টক শোধন করিয়া রাজপদে অধিরূঢ় হইলেন। পরে ধর্ম্মার্থকাম ত্রিবর্গ ও ভ্রাতৃবর্গেব প্রতি তুল্যানুরাগ এবং মাতৃগণের প্রতি নির্ব্বিশেষভক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তদীয় অধিকারকালে প্রজাপুঞ্জের আর সুখের অবধি রহিল না। তিনি অপুত্রেব পুত্র, পিতৃহীনেব পিতা, অসহায়ের সহায় এবং অচক্ষুর চক্ষুঃস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার লোভপরাঙ্মুখতা-প্রযুক্ত প্রজালোক সম্পন্ন হইয়া উঠিল, এবং বিঘ্নভয়-নিরাকরণপ্রযুক্ত দৈব ও পৈত্র ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিতে লাগিল। রাম প্রতিদিন যথোচিত কালে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া প্রণয়িনী জনকনন্দিনীর সহবাসসুখে কালাতিপাত করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে প্রিয়তমার সহিত বনবাসবৃত্তান্তঘটিত বিচিত্র চিত্রপট অবলোকনে সুখানুভব করিতেন। চিত্রদর্শনকালে বনবাসকৃত দুঃখ সকল স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া কতই সুখানুভব হইত।

কিছুকাল পরে জনকতনয়ার গর্ভসঞ্চার হইল। ক্রমে ক্রমে গর্ভলক্ষণ সকল আবির্ভূত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রামের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি নির্জ্জনে লজ্জাবতী কৃশাঙ্গী সীতাকে প্রীতিস্নিগ্ধ বচনে তদীয় মনোরথ জিজ্ঞাসা করিলেন। সীতা কহিলেন, নাথ! যেস্থানে হিংস্রজন্তুগণও স্বাভাবিক হিংসাবৃত্তির পরিহার পূর্ব্বক নীবারধান্য ভোজনে জীবনধারণ করিয়া থাকে ও যেস্থানে বৈখানসকন্যকাগণ পরস্পর সখীভাব অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছেন সেই কুশসমাকীর্ণ ভাগীরথী তীরস্থিত তপোবন সকল অবলোকন করিতে বাসনা করি। রাম প্রিয়তমার অভিলষিতসম্পাদনে অঙ্গীকার করিলেন।

অনন্তর একদা রামচন্দ্র নগরশোভা সন্দর্শনার্থ অনুচরবর্গে বেষ্টিত হইয়া অভ্রঙ্কশ প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন। আরোহণানন্তর আপণরাজিবিরাজিত রাজপথ, নৌকাকীর্ণ সরযূ নদী এবং বিলাসিগণসেবিত নগরোপবন সন্দর্শন করিয়া অতিমাত্র হৃষ্টচিত্তে পার্শ্ববর্ত্তী ভদ্র নামক অপসর্পকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্র! আমার রাজত্বে প্রজাগণ কিরূপ আছে? তাহারা কি আমার কোন দোষোল্লেখ করিয়া থাকে? ভদ্র মৌনভাবে রহিল। রাম সাতিশয় নির্ব্বন্ধসহকারে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, মহারাজ! প্রজাগণ আর সর্ব্বাংশেই আপনকার প্রশংসা করিয়া থাকে, কেবল দেবী দুর্দ্দান্ত দশাননের গৃহে একাকিনী বহু কাল বাস করিয়াছিলেন, আপনি তাঁহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া দোষারোপ করে। এই ঘোরতর অকীর্ত্তিকর কলত্রনিন্দা শুনিয়া রামের হৃদয়ফলক লৌহমুদ্গরাহত সন্তপ্ত লৌহফলকবৎ একবারে দলিত হইয়া গেল। এক্ষণে কি আত্মনিন্দা অমূলক বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করি, কিংবা লোকরঞ্জনার্থ নিরপরাধা প্রিয়তমাকে পরিত্যাগ করি, এই ভাবিয়া তাঁহার চিত্তবৃত্তি দোলায়মান হইতে

লাগিল। পরিশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, এই দুঃসহ লোকাপবাদ সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হইয়াছে, ইহা কিছুতেই নিবারিত হইবার নহে, সুতরাং প্রিয়তমাকেই পরিত্যাগ করিতে হইল, যেহেতু লোকরঞ্জন করাই আমাদিগের কুলব্রত।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে সত্বর আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা শ্রবণমাত্র রামসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি সাতিশয় বিষণ্ণ মনে বসিয়া আছেন এবং তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। তদ্দর্শনে তিন জনই চিত্রার্পিতের ন্যায় সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন। বিষম অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই বিক্রিয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে রাম অনুজগণকে বসিতে আদেশ দিয়া অতি-কাতর স্বরে আপন অপবাদবৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন এবং কহিলেন দেখ যেমন মেঘবাতস্পর্শে নির্ম্মল দর্পণেরও মালিন্য জন্মে তদ্রূপ আমা হইতে নিষ্কলঙ্ক রঘুকুলের কলঙ্ক উপস্থিত হইল। যেমন জলতরঙ্গে একবিন্দু তৈলপাত হইলে ক্ষণকালমধ্যে অধিকতর বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে, এই প্রবল লোকাপবাদও সেইরূপ ক্রমশঃ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতেছে। নববন্ধ গজেন্দ্র যেমন বন্ধনস্তম্ভ সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও এই নব পরিবাদ সহ্য করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়াছি। অতএব ইতিপূর্ব্বে যেমন পিত্রাজ্ঞাপ্রতিপালনার্থে সসাগরা বসুন্ধরার মহাভিষেক পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তদ্রূপ এই প্রগাঢ়কলঙ্কক্ষালনার্থ ফলপ্রবৃত্তিকালেও জনকদুহিতা সীতাকে পরিত্যাগ করিব স্থির করিয়াছি। আমি জানি সীতার কোন পাপ নাই। কিন্তু দুর্নিবার লোকাপবাদ আমার নিতান্ত অসহ্য। লোকে কি না করিতে পারে? দেখ তাহারা পৃথিবীর ছায়াকে নিষ্কলঙ্ক শশধরের কলঙ্করূপে আরোপ

করিয়াছে। সীতাকে পরিত্যাগ করিলে যে দুর্দ্দান্ত দশাননকে সবংশে বিনাশ করা পণ্ডশ্রম হইবে তাহা নহে; যেহেতু সে কেবল বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্তই করিয়াছি। সর্পকে পাদাহত করিলে সেই সর্প যে অপরাধীকে দংশন করে, সে কি রুধির-পান করিবার আশয়ে? না বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্ত? তোমরা অতিদয়ালুস্বভাব, এই নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, যদি অপবাদ রূপ শল্য উন্মূলিত করিয়া আমাবে জীবিত রাখিতে অভিলাষ কর, তবে আমি যাহা নিশ্চয় করিয়াছি তাহাতে আপত্তি কবিওনা। অগ্রজের এই কথা শুনিয়া এবং জনকাত্মজার প্রতি তাঁহার নিতান্ত রুক্ষভাব অবগত হইয়া ভরত প্রভৃতি অনুজবর্গ নিষেধ বা অনুমোদন কিছুই করিতে পাবিলেন না। কেবল মনে মনেই দুঃখসাগবে মগ্ন হইতে লাগিলেন। অনন্তর রাম বিনযাবনত লক্ষ্মণকে সস্নেহ বাক্যে আহ্বান করিয়া কহিলেন বৎস! আমি নির্জ্জনে তোমার ভ্রাতৃজাযাকে গর্ভদোহদ জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলাম, তিনি কহিয়াছেন "ভাগীরথীতীবস্থতপোবনদর্শনে আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য হইয়াছে" অতএব হে ভ্রাতঃ! তুমি সীতাকে রথারোহণ করাইযা তথায় লইয়া যাইবার ছলে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে তদীয় আশ্রমসন্নিধানে পরিত্যাগ কবিয়া আইস। লক্ষ্মণ রামের নিতান্ত আজ্ঞাবহ। তিনি শুনিয়াছিলেন, মহাবীব পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় কোন বিচাব না করিয়া শক্রবৎ স্বহস্তে জননীর শিবশ্ছেদন করিয়াছিলেন। সেই নিদ-র্শন সন্দর্শনে তিনিও পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিদেশপালনে সম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক অতিব করুণ স্বরে কহিলেন, আর্য্য! আপনি যখন যাহা আদেশ কবিয়াছেন আমবা কখন তাহাতে কোন দ্বিরুক্তি বা আপত্তির উত্থাপন করি নাই, সুতরাং এক্ষণে এই নিষ্ঠুব কর্ম্ম করিতেও প্রস্তুত আছি।

অনন্তর রামানুজ অভিসন্ধিগোপনপূর্ব্বক সীতাকে তপোবনে যাইবার কথা কহিলেন। সীতা অনুকূলবার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় সম্প্রীতা হইলেন। পরে সুমন্ত্র সারথি রথ প্রস্তুত করিয়া আনিলেন। লক্ষ্মণ ভ্রাতৃজায়া জনকতনয়াকে রথে আরোহিত করিয়া প্রস্থান করিলেন। রামদয়িতা পথিমধ্যে অতিমনোহর প্রদেশ সকল অবলোকন করিয়া মনে মনে প্রিয়তমকে প্রিয়ঙ্কর বলিয়া অপার আনন্দ সলিলে মগ্ন হইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি তখন পর্য্যন্ত ইহা বুঝিতে পারিলেন না যে, রামচন্দ্র তাঁহার প্রতি সদয় ভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক তীক্ষ্ণধার খড়্গস্বরূপ হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! লক্ষ্মণ জনকাত্মজার নিকট যে ভাবী দুঃখ সঙ্গোপনে রাখিয়াছিলেন, সীতার দক্ষিণাক্ষি স্ফুরিত হইয়া সেই প্রবল দুঃখ ব্যক্ত করিয়া দিল। তিনি অলক্ষণ-দর্শনে তৎক্ষণাৎ বিষণ্ণ বদন হইয়া মনে করিলেন, "না জানি আমার ভাগ্যে কি অমঙ্গলই ঘটিবে, যাহা হউক, যেন আর্য্য-পুত্রের ও দেবরগণের কোন অকুশলঘটনা না হয়।" সীতা মনে মনে এই প্রার্থনা করিতেছেন এমন সময়ে রথ ভাগীরথীতীরে উপনীত হইল। সুমন্ত্র রথ নিবৃত্ত করিলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে রথ হইতে গঙ্গার পুলিনদেশে নামাইলেন। ইতিমধ্যে নিষাদগণ তরণী আনয়ন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা জাহ্নবীর পর পারে উপস্থিত হইলেন। তখন লক্ষ্মণ বাষ্পগদ্গদ স্বরে, মেঘ যেমন ঔৎপাতিক শিলাবর্ষণ করে তদ্রূপ কথঞ্চিৎ সীতার নিকট রাজাজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। সীতা অকস্মাৎ বজ্রপাতসদৃশ অতিনিদারুণ রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বাতাহতলতার ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার সংজ্ঞার লেশমাত্র রহিল না। তৎকালে তিনি পরিত্যাগ-দুঃখ অণুমাত্রও জানিতে পারিলেন না। পৃথ্বীসুতা পৃথ্বীতলে

পতিত হইলেন; অবনী তাঁহার জননী হইয়াও মহাকুলপ্রসূত সদ্বৃত্ত ভর্ত্তা রামচন্দ্র অকস্মাৎ কেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন এইরূপ সংশয়িত হইয়াই বুঝি তাঁহাকে অভ্যন্তরে স্থান দান করিলেন না।

অনন্তর সীতা সুমিত্রাতনয়ের প্রযত্নে পুনর্ব্বার চেতনা পাইয়া উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই চৈতন্যলাভ অচেতনাবস্থা হইতে সমধিক কষ্টদায়ক হইল। রাম বিনাপরাধে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি প্রিয়তমের বিন্দুমাত্র দোষারোপ না করিয়া, আপনাকে চিরদুঃখিনী, দুষ্কর্ম্মকারিণী, হতভাগিনী বলিয়া পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ প্রবোধবচনে পতিব্রতা সীতাকে আশ্বাসপ্রদান করিয়া এবং বাল্মীকির আশ্রম-মার্গ প্রদর্শন করিয়া, অতিবিনীত ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, আর্য্যে! আমি পরাধীন, প্রভুর আজ্ঞার প্রতিপালন জন্য আমার এই পাষাণহৃদয়ের কার্য্যটি ক্ষমা করিতে হইবে, এই বলিয়া তদীয় পদতলে পড়িলেন। সীতা তাঁহাকে উঠাইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি চিরজীবী হও, আমি তোমার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হই নাই; তোমার অপরাধ কি? তুমি অগ্রজের আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে মাত্র, আমারই ভাগ্য-দোষে আমি চিরজীবনের নিমিত্ত রামের অনুগ্রহে বঞ্চিত হইলাম; যাহা হউক, শ্বশ্রূদিগকে এজন্মের মত আমার প্রণাম জানাইয়া কহিবে, আমি গর্ভবতী আছি, যেন তাঁহাদের স্মরণ থাকে; আর আমার হইয়া সেই রাজাকে বলিও তিনি যে আপন সমক্ষে অগ্নিপরীক্ষা করিয়াও অকারণে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কি রঘুবংশপ্রসূতির অনুরূপ কর্ম্ম করা হইল? অথবা আর তাঁহাকে এ কথা বলিবার আবশ্যক নাই; তিনি অতিসুশীল; তিনি যে আমার প্রতি যথেচ্ছাচরণ করিবেন ইহা

কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে; ইহা আমারই জন্মান্তরীণ মহাপাতকের বিষম বিপরিণাম বলিতে হইবে। হায়! কি হইল। যে আমি তাঁহার প্রসাদাৎ নিশাচরোপদ্রুত তপস্বীগণের শরণ্যা হইয়াছিলাম, সম্প্রতি তিনি বিদ্যমান থাকিতে কিরূপে সেই আমি অন্যের শরণাপন্ন হইব? তাঁহার চিরবিরহে আমি এই হত জীবনের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া এই দণ্ডেই প্রাণত্যাগ করিতাম যদি আমার গর্ভে তাঁহার সন্তান না থাকিত। আমি প্রসবানন্তর প্রচণ্ড মার্তণ্ডের প্রতি নিরন্তর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া এমন কঠোর তপস্যা করিব যাহাতে জন্মান্তরেও তিনিই আমার ভর্ত্তা হন এবং বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয়। মনু কহিয়াছেন, বর্ণাশ্রম পালন করাই রাজাদিগের প্রধান ধর্ম্ম; অতএব হে বৎস! এক্ষণে তোমাদের রাজার নিকট এই প্রার্থনা করি, আমি এরূপে পরিত্যক্ত হইলেও যেন তিনি সামান্য তপস্বিনী জ্ঞানেও এক এক বার আমার তত্ত্বাবধারণ করেন।

লক্ষ্মণ সীতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, সীতা দুঃসহ দুঃখে নিতান্ত তাপিত হইয়া উদ্বিগ্না কুররীব ন্যায় করুণ স্বরে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। কি সচেতন কি অচেতন অরণ্যস্থ সমস্ত পদার্থই তদীয় দুঃখে দুঃখিত হইয়া উঠিল। ময়ূরগণ প্রমোদ-নৃত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিল, মৃগগণ গৃহীত কুশ-কবল পরিত্যাগ করিল এবং পাদপগণ কুসুমবর্ষণচ্ছলে অশ্রু-পাত করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে আদ্য কবি মহর্ষি বাল্মীকি সমিৎকুশাদির আহরণার্থ গমন করিতেছিলেন। তিনি অকস্মাৎ স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুনিয়া শব্দানুসারে সীতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সীতা তাঁহাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ শোক সংবরণপূর্ব্বক নয়ন

গলিত জলধারার মার্জ্জনা করিলেন এবং গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া সৌম্যমূর্ত্তি মহর্ষির চরণযুগলে প্রণিপাত করিলেন। মহর্ষি তাঁহার গর্ভলক্ষণদর্শনে "সুপুত্রা হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং দয়ার্দ্র বাক্যে কহিলেন, বৎসে বৈদেহি! ভয় নাই। আর কাতর হইও না; আমি প্রণিধানবলে জানিতেছি তোমার পতি রামচন্দ্র মিথ্যাপবাদে ক্ষুব্ধ হইয়া তোমাকে নিরপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তোমার চিন্তা কি? তুমি দেশান্তরস্থ পিত্রালয়েই আসিয়াছ। রামচন্দ্র দশাননাদি রাক্ষসগণ বধ করিয়া ত্রিভুবন নিষ্কণ্টক করিয়াছেন, তাঁহার অণুমাত্রও আত্ম-শ্লাঘা নাই এবং তিনি সত্যসন্ধ, তথাপি অকারণে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি আমার কোপ হইতেছে। বৎসে! তুমি সম্প্রতি সর্ব্বদা আমার অনুকম্পনীয়া হইলে। তোমার শ্বশুর সুবিশ্রুত রাজা দশরথ আমার পরম মিত্র ছিলেন, তোমার পিতা রাজা জনক জ্ঞানোপদেশ দ্বারা জগতের মহোপকার সাধন করিয়া থাকেন, এবং তুমিও পতিব্রতা-দিগের অগ্রগণ্যা, অতএব তোমার প্রতি আমার কৃপা না করিবার বিষয় কি? তুমি নির্ভয়মনে আমার এই তপোবনে বাস কর। এখানে তাপসীগণের সংসর্গে হিংস্র জন্তুবাও স্বীয় দুঃশীলতা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিনীত ভাব অবলম্বন করিয়াছে। এই তপোবনের উপকণ্ঠে সরযূ নদী প্রবাহিত হইতেছে। সরযূর তটে ঋষিদিগের ঘনসন্নিবিষ্ট আশ্রমপরম্পরা রহিয়াছে। সরযূর জল অতি পবিত্র, তাহাতে স্নান করিয়া এবং তদীয় পুলিনদেশে দেবপূজাদি করিয়া অচিরাৎ তোমার অন্তরাত্মা প্রসন্ন হইবে। উদারভাষিণী তাপসতনয়ারা তোমার সহিত প্রণয়বদ্ধ হইয়া ফল পুষ্প এবং তৃণধান্যাদি আহরণদ্বারা তোমার অভিনব দুঃখের অপনোদন করিবে। তুমি মধ্যে মধ্যে জলসেচন করিয়া আশ্র-

মস্থ বালপাদপগণকে পরিবর্দ্ধিত করিবে, তাহাতে সন্তান না হইতেই সন্তানস্নেহ কি পদার্থ জানিতে পারিবে। আর তোমার সন্তান হইলে তাহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কারের নিমিত্ত চিন্তা করিও না, আমি সমুদায় সম্পন্ন করিব। সীতা মহাত্মা বাল্মীকির এইরূপ পিতৃবৎ অনুগ্রহপ্রকাশে তৎকালে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিলেন।

অনন্তর করুণাময় বাল্মীকি সায়ংকালে সীতাকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া গিয়া সমবয়স্ক তাপসীগণের নিকট সমর্পণ করিলেন। তপস্বিনীরা তাঁহার আগমনে অতিমাত্র হর্ষিত হইয়া পরম সমাদরে ভোজনাদি করাইলেন। পরে পবিত্র মৃগচর্ম্মে শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার শয়নার্থ এক কুটীর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সীতা তাপসীদিগের অনুগ্রহপাত্রী হইয়া তাপসীর ন্যায় বল্কলধারণ পূর্ব্বক সেই কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি শরীরনিরপেক্ষা হইয়াও কেবল ভর্ত্তার বংশরক্ষার্থ এই রূপে কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এ দিকে লক্ষ্মণ অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ভাবিলেন, আর্য্য, সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া অবশ্যই পশ্চাত্তাপে তাপিত হইয়া থাকিবেন, অতএব এই সময়েই সীতার বৃত্তান্ত নিবেদন করি, যদি কোনরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। এই ভাবিয়া রামের নিকট সীতার বিলাপবৃত্তান্ত অদ্যোপান্ত পরিচয় দিলেন। রাম শ্রবণমাত্র তুষারবর্ষী পৌষচন্দ্রমার ন্যায় বাষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন, যেহেতু তিনি কেবল লোকাপবাদভয়েই সীতাকে গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, কিন্তু হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন নাই। পরে কথঞ্চিৎ শোকসংবরণ-পূর্ব্বক অপ্রমত্ত হইয়া বর্ণাশ্রমপালন এবং সমৃদ্ধরাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইল।

"দশাননরিপু রাম জনকতনয়াকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহারই হিরণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তির সহ-বর্ত্তী হইয়া যজ্ঞকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন" এই বৃত্তান্ত সীতার কর্ণগোচর হইলে, তিনি মনে মনে যৎকিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইয়া অসহ্য ভর্তৃবিরহ কথঞ্চিৎ সহ্য করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ।

রাম সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া সসাগরা বসুন্ধরামাত্র উপভোগ করিতে লাগিলেন। যমুনার উপকূলে লবণ নামে এক দুর্দ্দান্ত নিশাচর বাস করিত। সে তত্রত্য তপোধনদিগের যজ্ঞলোপ করিয়াছিল। শাপাস্ত্র তাপসগণ শাপদানে বৃথা তপঃক্ষয় শঙ্কায় রাক্ষসকুলধূমকেতু রামচন্দ্রের শরণাগত হইলেন। ধর্ম্মসংরক্ষণার্থ রামরূপে ভূতলে অবতীর্ণ ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদিগের যজ্ঞবিঘ্নের প্রতিকার অঙ্গীকার করিলেন। পরে ঋষিগণ শ্রীরামের নিকট লবণের বধোপায় ব্যক্ত করিবার মানসে কহিলেন, "শূলধারী লবণ অতিশয় দুর্জ্জয়, অতএব বিশূলাবস্থায় আক্রমণ করিবেন।" রাম তপস্বীদিগের বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত শত্রুঘ্নকে যাইতে আদেশ দিলেন। মহাবীর শত্রুঘ্ন জ্যেষ্ঠের আদেশক্রমে রথারোহণপূর্ব্বক অরিবধার্থ যাত্রা করিলেন। সেনাগণ রাজাজ্ঞা পাইয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। শত্রুঘ্ন ঋষিগণের পথপ্রদর্শনানুসারে নানা বন অতিক্রম করিয়া বাল্মীকির তপোবনে উপনীত হইলেন। মহর্ষি বাল্মীকি তপোবনলব্ধ রাজযোগ্য উপচার দ্বারা পরম সমাদরে রাজকুমারের অতিথিসৎকার করিলেন। রামদয়িতা সীতা বাল্মীকির আশ্রমে ছিলেন। তিনি দৈবগত্যা ঐ রজনীতে পুত্রদ্বয় প্রসব করিলেন। লক্ষ্মণানুজ ভ্রাতার সন্তানবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত চিত্তে রজনীযাপনপূর্ব্বক প্রভাতকালে কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিকে আমন্ত্রণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মধুপঘ্ননামক লবণপুরীতে উত্তীর্ণ হইবামাত্র দেখিলেন, সেই দুষ্ট নিশাচর রাজকরস্বরূপ জন্তুরাশি লইয়া বন হইতে প্রত্যাগমন

করিতেছে। লবণ অতিবিকটাকার রাক্ষস, সে ধূমের ন্যায় ধূম্রবর্ণ, তাহার কেশ তাম্রশলাকার ন্যায় রক্তবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে বসাগন্ধ; মাংসাশী রাক্ষসীগণ তদীয় চতুষ্পার্শ্বে ভৈরব রবে কোলাহল করিতেছে; দেখিলে বোধ হয় যেন জঙ্গম চিতাগ্নি চলিয়া আসিতেছে। মহাবল পরাক্রান্ত লক্ষ্মণানুজ লবণকে বিশূল দেখিয়া এবং রক্ষ প্রহর্ত্তাদিগের জয়লাভ অতি সুলভ এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করিলেন। লবণ আক্রান্ত হইয়া শত্রুঘ্নকে কহিল, কি সৌভাগ্য! অদ্য বিধাতা আমার উদর পূর্ত্তির ন্যূনতা দেখিয়া বুঝি ভীত হইয়াই তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। সে এইরূপে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে প্রকাণ্ড তরু, মুস্তস্তম্বের ন্যায় অনায়াসে উৎপাটন করিয়া শত্রুঘ্নের প্রতি নিক্ষেপ করিল। ক্ষিপ্ত বৃক্ষ সৌমিত্রির শাণিতাস্ত্র দ্বারা অর্দ্ধপথে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, তাহার কুসুমপরাগমাত্র নিক্ষেপবেগে সঞ্চালিত হইয়া শত্রুঘ্নের গাত্রে পতিত হইতে লাগিল। নিশাচর বৃক্ষ ছিন্ন হইয়াছে দেখিয়া করাল কৃতান্তমুষ্টির ন্যায় এক উপলখণ্ড প্রক্ষেপ করিল। শত্রুঘ্ন সুদৃঢ় ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা উহা বালুকা অপেক্ষাও চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পরিশেষে লবণ স্বয়ং উদ্বাহু হইয়া উৎপাতপবনচালিত, একমাত্রতালবৃক্ষবিশিষ্ট গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অতিবেগে ধাবমান হইল। শত্রুঘ্ন তদীয় বক্ষঃস্থলে এক সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। নিশাচর শস্ত্রাঘাতে বিদীর্ণহৃদয় হইয়া পতনবেগে যুগপৎ পৃথিবীকম্প সম্পাদন ও তাপসগণের কম্পনাশ করিল। তাহার মৃত দেহে গৃধ্রাদি বিহগ শ্রেণী ও তদীয় হন্তার মস্তকে বিদ্যাধরহস্তমুক্ত স্বর্গীয় কুসুমবৃষ্টি, পতিত হইতে লাগিল। তাপসগণ পূর্ণকাম হইয়া বিনয়াবনত রাজপুত্রের অগণ্য ধন্যবাদ করিলেন। তখন নৃপনন্দন মনে মনে আপনাকে মেঘনাদান্তক মহাবীর লক্ষ্মণের সহোদর বলিয়া স্বীকার করিলেন। পরে কালিন্দীর উপকূলে মথুরা নামে

এক পরমৈশ্বর্য্যশালিনী নগরী প্রস্তুত করিয়া কিছুকাল তথায় অবস্থিতি করিলেন।

এ দিকে মহর্ষি বাল্মীকি, জনক দশরথ উভয় মিত্রের প্রতি প্রীতিনিবন্ধন সীতাতনয়দ্বয়ের যথাবিধি জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সমাধা করিলেন। কুশ ও লব দ্বারা তাঁহাদের গর্ভক্লেদ মার্জ্জিত হইয়াছিল বলিয়া মহর্ষি জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিলেন। মহর্ষি শৈশবকাল অতিক্রম না হইতেই তাঁহাদিগকে বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি অধ্যয়ন করাইয়া স্বপ্রণীত প্রথম পদ্যগ্রন্থ রামায়ণসন্দর্ভ অধ্যয়ন করাইলেন। তাঁহারা মাতৃসন্নিধানে সর্ব্বদা রামের সুমধুর চরিত্র গান করিয়া তদীয় ভর্তৃবিরহবেদনা কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল করিয়াছিলেন।

রামের কনিষ্ঠত্রয়েরও দুই দুই পুত্র সন্তান হইল। শত্রুঘ্নের এক পুত্রের নাম শত্রুঘাতী অপরের নাম সুবাহু। তাঁহারাও অত্যল্প কালের মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। মহাবীর শত্রুঘ্ন মথুরা ও বিদিশা নাম্নী দুই নগরীতে দুই পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া রামদর্শনার্থ অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। তিনি আগমনকালে মৈথিলীতনয়দ্বয়ের সুমধুর গীতস্বরে বাল্মীকির তপোবন নিষ্পন্দ দেখিয়াও পাছে তাঁহার অভ্যর্থনায় মহর্ষির তপোহানি হয় এই আশঙ্কায় সে স্থান অতিক্রমপূর্ব্বক অযোধ্যা নগরে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসিগণ লবণান্তকের প্রতি গৌরবসহকারে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। শত্রুঘ্ন প্রথমতঃ রাজসভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রামচন্দ্র সভাসদ্গণে বেষ্টিত হইয়া নৃপাসনে উপবিষ্ট আছেন। তিনি তৎসন্নিধানে যাইয়া তদীয় চরণযুগলে প্রণিপাত করিলেন। মহানুভব রামচন্দ্র যথেষ্ট অভিনন্দনপূর্ব্বক তাঁহাকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি সমস্ত কুশলবৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া আদ্য কবি বাল্মীকির আদেশ ক্রমে রামের পুত্রবৃত্তান্ত গোপনে রাখিলেন।

একদা জনপদবাসী এক বিপ্র মৃত সন্তান ক্রোড়ে লইয়া নৃপতিব দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। সন্তানটী অতিবালক। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অঙ্কশয্যা হইতে রাজদ্বাবে নামাইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন কবিতে করিতে কহিলেন, হা পৃথি! তুমি দশরথের মরণানন্তর রামেব হস্তগত হইয়া সাতিশয় শোচনীয়া হইয়াছ। রাজাব অবিচাব ভিন্ন প্রজাতে অকালমৃত্যু কদাচ প্রবেশ করিতে পারে না। মহানুভাব বামচন্দ্র তাঁহাব শোকবৃত্তান্ত শ্রবণ কবিযা সাতিশয় লজ্জিত হইলেন, কারণ ইক্ষ্বাকুদিগেব রাজ্যে আর কখনই অকালমৃত্যু পদার্পণ করিতে পাবে নাই। পবে "ক্ষণকাল ক্ষমা করুন" এই বলিযা শোকদুঃখিত দ্বিজকে আশ্বাসপ্রদান কবিয়া দুর্দান্ত কৃতান্তকে পরাজিত করিবাব মানসে তৎক্ষণাৎ পুষ্পক বথ স্মবণ কবিলেন। স্মবণমাত্রে বথ উপস্থিত হইল। বামচন্দ্র শস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক বথে আরোহণ করিয়া চলিলেন। পথিমধ্যে দৈববাণী হইল, "মহাবাজ! আপনকাব প্রজাতে কোন রূপ বর্ণধর্ম্ম ব্যভিচার ঘটিযাছে, অনুসন্ধান কবিয়া উহাব নিবাবণ করুন, তাহা হইলে মনস্কাম সিদ্ধ হইবে।" বাম সেই আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস কবিযা অপচারপ্রশমনার্থ চাবিদিক্ অন্বেষণ কবিতে কবিতে দেখিলেন, এক ব্যক্তি বৃক্ষের নিম্ন দেশে বহ্নিস্থাপন কবিয়াছে, এবং স্বয়ং বৃক্ষশাখায় পাদদ্বয় উদ্বন্ধন করিযা অধোমুখে ধূমপানপূর্ব্বক ঘোবতর কঠোর তপস্যা করিতেছে। ধূমস্পর্শে তাহার দুইচক্ষু সাতিশয় রক্তবর্ণ হইয়াছে। পবে রামচন্দ্র সেই ধূমপায়ী তপস্বীকে তদীয় নামধামাদি জিজ্ঞাসা করিলে সে ব্যক্তি কহিল মহাশয়! আমি শূদ্র, আমাব নাম শম্বুক, সাম্রাজ্যাভিলাষে এই অত্যুগ্র তপস্যা কবিতেছি। বাজা বিবেচনা কবিলেন, এই ত বর্ণধর্ম্মের ব্যতিক্রম দেখিতেছি। এ শূদ্র, ইহার তপস্যায় অধিকাব নাই, অতএব ইহার শিরশ্ছেদন করা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া শস্ত্র-

গ্রহণপূর্ব্বক তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। শম্বুক স্বয়ং রাজা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়া যেরূপ সদ্গতি লাভ করিল, শত বৎসর দুষ্কর তপস্যা করিলেও সেরূপ সদ্গতি লাভ করা দুর্ঘট হইত। রামের আগমনকালে মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাকে এক অপূর্ব্ব দিব্যাভরণ প্রদান করিলেন। রামচন্দ্র ঋষিদত্ত দিব্যভূষণ হস্তে ধারণ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। এ দিকে মৃত দ্বিজ সন্তান সঞ্জীবিত হইল। ব্রাহ্মণ পুত্রলাভে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কৃতান্তত্রাতা রামচন্দ্রের স্তবস্তুতি দ্বারা পূর্ব্বোদিত নিন্দার পরিহার করিলেন।

অনন্তর রঘুবর অশ্বমেধার্থ অশ্ব ছাড়িয়া দিলেন। কপিরাক্ষসগণ ও নৃপগণ তাঁহাকে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করিলেন। ভূলোক ও নক্ষত্রলোক প্রভৃতি নানা লোক হইতে নিমন্ত্রিত মহর্ষিগণ আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্বারবতী অযোধ্যার চতুর্দ্বারে জনতা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন চতুর্মুখের চতুর্মুখ হইতে লোকসৃষ্টি হইতেছে। পরে মহাসমারোহপূর্ব্বক যজ্ঞকর্ম্ম আরব্ধ হইল। সমারোহের কথা অধিক কি বলিব, যজ্ঞে যজ্ঞবিঘ্নকর্ত্তা রাক্ষসগণই রক্ষক হইয়াছিল। রাম দারান্তরপরিগ্রহ না করিয়া শ্লাঘ্যজায়া সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি যজ্ঞশালায় রাখিয়া যজ্ঞকর্ম্ম সমাধা করিলেন। এ দিকে কুশ ও লব উপাধ্যায় বাল্মীকির আদেশক্রমে ইতস্ততঃ তৎপ্রণীত রামায়ণ গান করিতে আরম্ভ করিলেন। লোকে শুনিয়া সাতিশয় চমৎকৃত হইল। কেনইবা চমৎকৃত না হইবে? একে ত রামের চরিত্রই অতিপবিত্র, কেবল কথায় বলিলেও মনোহরণ করে, তাহাতে আবার মহাকবি বাল্মীকি গ্রন্থকর্ত্তা; গায়ক দুটি অতি অল্পবয়স্ক, তাহাদের রূপ দেখিলেই লোকের মন মোহিত হইয়া যায়, আবার তাহাদের স্বর কিন্নরস্বরের ন্যায় অতিশয় মধুর। মহারাজ রামচন্দ্র লোকপরম্পরায় শুনিলেন, কুশ ও লব নামক দুই বালক অতিশয় রূপবান্

এবং তাহারা অতিচমৎকার গান করিতে পারে। শুনিয়া পরম-সমাদরপূর্ব্বক তাহাদিগকে আনয়ন করিয়া এবং গান শুনিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। সভাসদ্গণ কুশ ও লবের সুমধুর গান শুনিয়া নির্ব্বাত বনস্থলীর স্থায় নিস্পন্দ ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। বালক দুটি অল্পবয়স্ক, রামের বয়ঃক্রম পরিণত হইয়াছে, তাহাদের ব্রহ্মচারীর বেশ, রামের রাজবেশ, এইমাত্র প্রভেদ; নতুবা আর সর্ব্বাংশে তাঁহাদের তিন জনের পরস্পর সৌসাদৃশ্য দেখিয়া জনগণ বিস্ময়াপন্ন হইল। কুশ ও লবের প্রবীণতা দর্শনে লোকে যাদৃশ বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল মহারাজ রামচন্দ্রপ্রদত্ত পারিতোষিক গ্রহণে তাহাদের বীতস্পৃহতা দেখিয়া ততোধিক চমৎকৃত হইল। পরে তোমরা কাহার নিকট এই গান শিক্ষা করিয়াছ? এবং এই গ্রন্থখানি কোন্ কবির প্রণীত? রাজা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে কুশ ও লব মহর্ষি বাল্মীকির নাম করিলেন।

অনন্তর রঘুনাথ ভ্রাতৃবর্গের সহিত বাল্মীকিসন্নিধানে যাইয়া তদীয় পদে সমস্ত সাম্রাজ্য সমর্পণ করিলেন। করুণাময় বাল্মীকি রামের নিকট কুশ ও লবের পরিচয় প্রদান করিয়া পুত্রবতী সীতারে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। মহানুভাব রামচন্দ্র কহিলেন, তাত। আপনকার স্নুষা আমার সমক্ষে অগ্নিপরীক্ষা প্রদান করিয়াছেন কিন্তু দুর্দ্দান্ত দশাননের দুরাত্মতা প্রযুক্ত অত্রত্য প্রজাগণ তাহা বিশ্বাস করে না, অতএব সীতা স্বীয় সাধুচরিত্র প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিন, পরে আপনকার আজ্ঞাক্রমে আমি পুত্রবতী মৈথিলীকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারি। রাজা এইরূপ অঙ্গীকার করিলে মহর্ষি শিষ্যগণ দ্বারা জানকীকে আশ্রম হইতে আনয়ন করিলেন। পরদিন রামচন্দ্র ইতি-কর্ত্তব্যতার অবধারণার্থ পুরবাসী লোকদিগকে সমবেত করিয়া

মহর্ষির নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। পরম কারুণিক বাল্মীকি পুত্রবতী জনকতনয়াকে সমভিব্যাহারে লইয়া রামসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সীতার পরিধান রক্তবস্ত্র, কোনরূপ ঔদ্ধত্য নাই, সর্ব্বদাই অধোদৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষণ দেখিয়া প্রজাগণ তাঁহাকে বিশুদ্ধা বলিয়া অনুমান করিল। তখন তাহারা রামদয়িতার দৃষ্টিপথ হইতে স্ব স্ব দৃষ্টি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। কুশাসনোপবিষ্ট মহর্ষি সীতাকে আদেশ করিলেন, বৎসে ভর্ত্তার সমক্ষে স্বীয় সাধুচারিত্র্য প্রদর্শন পূর্ব্বক এই সমস্ত সমাগত লোকদিগকে নিঃসংশয় কর। অনন্তর মহর্ষি বাল্মীকির এক শিষ্য সীতার হস্তে পবিত্র জল অর্পণ করিলেন। সীতা সেই জলে আচমন করিয়া পৃথিবীকে সম্বোধিয়া কহিলেন, ভগবতি বিশ্বম্ভরে ! যদি আমি কায়মনোবাক্যে কদাচ পতির প্রতিকূলাচরণ না করিয়া থাকি, তবে আমাকে স্বীয় গর্ভমধ্যে অবকাশ প্রদান করুন। পতিব্রতা সীতা এই কথার উচ্চারণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ভূতলে এক রন্ধ্র উৎপন্ন হইল এবং সেই রন্ধ্র হইতে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভা নির্গত হইল। অনতিবিলম্বেই তেজঃপুঞ্জমধ্যে এক প্রকাণ্ড সর্প লক্ষিত হইতে লাগিল। সর্পের বিস্তৃতফণোপরি এক দিব্য সিংহাসন, সেই সিংহাসনে সাক্ষাৎ বসুন্ধরা দেবী বসিয়া আছেন। পৃথ্বী স্বপুত্রী সীতাকে ক্রোড়ে করিলেন। সীতা স্বীয় ভর্ত্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। রাম সসম্ভ্রমে পৃথিবীকে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন। অবনী সেই নিষেধবচনে উপেক্ষা করিয়া আপন পুত্রীকে লইয়া রসাতলে প্রস্থান করিলেন, মহাবীর রামচন্দ্র ধরিত্রীর প্রতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তে ধনুর্ব্বাণ লইলেন। ত্রিকালজ্ঞ ভগবান্ বশিষ্ঠ দৈবঘটনা দুর্নিবার বলিয়া তাঁহার কোপ-শান্তি করিলেন।

রঘুপতি অশ্বমেধাবসানে ঋষিগণ ও সুহৃদ্গণকে যথাযোগ্য

পুরস্কার প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিয়া সীতাগত স্নেহ তদীয় পুত্র-দ্বয়ের প্রতি সমর্পণ করিলেন। পরে ভরতমাতুল যুধাজিতের আদেশক্রমে ভরতকে সিন্ধুনামক জনপদের অধীশ্বর করিলেন। মহাবীর ভরত তথায় গন্ধর্ব্বদিগকে পরাজিত করিয়া অস্ত্রাহরণ-পূর্ব্বক আতোদ্যমাত্র গ্রহণ করাইলেন। তক্ষ ও পুষ্কল নামে ভরতের দুই রাজধানী ছিল। তিনি তক্ষ ও পুষ্কল নামক সর্ব্ব-গুণান্বিত দুই পুত্রকে উক্ত দুই নগরীতে অভিষিক্ত করিয়া রামের নিকট আগমন করিলেন। লক্ষ্মণও রঘুনাথের আদেশক্রমে অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু নামক দুই পুত্রকে কারাপথের অধীশ্বর করিলেন। তাঁহারা এই রূপে স্ব স্ব পুত্রদিগকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া এবং ক্রমশঃ স্বর্গারূঢ় জননীবর্গের শ্রাদ্ধতর্পণাদি সমাপন করিয়া সংসারকার্য্য হইতে অবসৃত হইলেন।

একদা স্বয়ং সংহারকর্ত্তা কাল মুনিবেশধারণপূর্ব্বক রামসন্নিধানে আসিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমরা দুই জনে নির্জ্জনে কোন পরামর্শ করিব, যদি কেহ তৎকালে আমাদিগের নিকটে আসিয়া রহস্য ভেদ করে তাহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে হইবে। রাম তাহাই স্বীকার করিয়া ঋষিবেশধারী কৃতান্তকে নির্জ্জনে লইয়া গেলেন এবং লক্ষ্মণকে দ্বার রক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। ছদ্মবেশী ঋষি রামের নিকট আত্মপরিচয়প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মা আপনাকে স্বর্গারোহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। তাঁহারা দুই জনে এই বিষয়ের পরামর্শ করিতেছেন, ইত্যবসরে মহর্ষি দুর্ব্বাসা রাজদর্শনার্থ দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণ রামের প্রতিজ্ঞাবৃত্তান্ত জানিয়া শুনিয়াও দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতভয়ে রামের নিকট সংবাদ দিতে যাইয়া রহস্যভেদ করিলেন। রহস্যভেদ করিয়াছেন বলিয়া তিনি সরযূতীরে যোগমার্গে তনুত্যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন।

লক্ষ্মণ স্বর্গারোহণ করিলে রামের নিতান্ত ঔদাস্য হইল। তিনি কুশাবতীনামক রাজধানীতে কুশকে এবং শরাবতীনামক রাজধানীতে লবকে অভিষিক্ত করিয়া ভ্রাতৃবর্গের সহিত উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অযোধ্যার আবালবৃদ্ধবনিতাগণ প্রগাঢ় রাজভক্তিপ্রযুক্ত রোদন করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কপিরাক্ষসগণ তদীয় অভিপ্রায় বুঝিয়া তৎপদবীর অনুবর্ত্তী হইল। রাম ক্রমে ক্রমে সরযূতীরে উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার আরোহণার্থে স্বর্গ হইতে দিব্য রথ আসিয়া উপস্থিত হইল। ভক্তবৎসল রামচন্দ্র অনুকম্পা করিয়া অনুচরবর্গকে কহিলেন, তোমরা এই সরযূজলে নিমগ্ন হইলেই স্বর্গে আরোহণ করিতে পারিবে। অনুযায়িগণ তাঁহার আদেশক্রমে গোপ্রতরণরূপে সরযূতে মগ্ন হইতে লাগিল। তদবধি সরযূর সেই স্থানটি গোপ্রতরণনামক পবিত্র তীর্থ বলিয়া প্রথিত হইল। অনন্তর সুগ্রীবাদি দেবাংশ সকল স্ব স্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। পুরবাসিগণ নরদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিব্য কলেবর ধারণ করিয়া স্বর্গারোহণ করিল। রাম ত্রিদশীভূত পৌরবর্গের নিমিত্ত স্বর্গান্তরের সৃষ্টি করিলেন। ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ এই রূপে দশাননের শিরশ্ছেদনরূপ দেবকার্য্য সমাধা করিয়া, এবং দক্ষিণ গিরি চিত্রকূটে ও উত্তর গিরি হিমালয়ে বিভীষণ ও পবনাত্মজকে কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ স্থাপন করিয়া স্বকীয় বিশ্বব্যাপী কলেবরে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিলেন।

ষোড়শ সর্গ।

রঘুবংশ অষ্টশাখায় বিস্তৃত হইয়া উঠিল। লবাদি সপ্ত ভ্রাতা কুলক্রমাগত সৌভ্রাত্রানুসারে বিদ্যাজ্যেষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠ কুশকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যজাতের আধিপত্যপ্রদান করিলেন, এবং পরস্পর নির্ব্বিরোধে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। একদা নিশীথকালে কুশ শয়নাগারে শয়ন করিয়া আছেন, প্রদীপ স্তিমিত ভাবে জ্বলিতেছে, পরিজনবর্গ নিদ্রা যাইতেছে, ইত্যবসরে প্রোষিত-ভর্তৃকাবেশধারিণী অদৃষ্টপূর্ব্ব এক রমণী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কুশের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মহানুভব কুশ সবিস্ময়-মনে শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ শয্যা হইতে উত্থাপন করিয়া দেখিলেন, দ্বার সকল পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু আদর্শতলে প্রতিবিম্বের ন্যায় এক অপরিচিতা কামিনী শয্যাগৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! তুমি কে? কাহার রমণী? কি নিমিত্তই বা এই অন্ধ তমসাচ্ছন্ন নিশীথসময়ে আমার নিকট আসিয়াছ? গৃহের দ্বার সকল পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ রহিয়াছে, তোমার কোন যোগপ্রভাবও লক্ষিত হইতেছে না, তবে তুমি কিরূপে এ স্থানে প্রবেশ করিলে? তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন তুমি সাতিশয় দুঃখিতা আছ, দেখ, বিবেচনা করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিও, রঘুবংশীয়েরা জিতেন্দ্রিয়, ইহাদিগের মন কদাচ পরস্ত্রীতে অনুরক্ত নহে।

ইহা শুনিয়া সেই কামিনী কহিলেন, মহারাজ! আমি অযোধ্যা নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আপনকার পিতা স্বপদে প্রস্থান

করিয়াছেন, সুতরাং আমি সম্প্রতি অনাথা হইয়াছি। 'হায়! কি পরিতাপের বিষয়, আমি ইতিপূর্ব্বে রাজন্বতী অবস্থায় বিভূতি দ্বারা পরমৈশ্বর্য্যশালিনী অলকাপুরীকেও পরাভূত করিয়াছি, এক্ষণে সমগ্রশক্তিসম্পন্ন ভবাদৃশ রঘুবংশীয় ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিতেও আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিল!' আহা! প্রভু ব্যতিরেকে আমার কি দুরবস্থাই না ঘটিতেছে!' আমার শত শত অট্টালিকা বিশীর্ণ হইতেছে, প্রাকার বেষ্টন সকল ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, দিনাবসানে ঘনাবলী প্রচণ্ড বায়ুবেগে খণ্ড খণ্ড হইলে আকাশমণ্ডলী দেখিতে যেরূপ হয়, সম্প্রতি অযোধ্যায় ভগ্নাগার সকল সেইরূপ হইয়াছে। কামিনীগণ চরণে উজ্জ্বলতর নূপুরধারণপূর্ব্বক সুমধুর রণরণায়িত-শব্দে মনোহরণ করিয়া অযোধ্যার যে রাজপথে গমনাগমন করিত অধুনা সেই রাজমার্গ শিবাগণের সঞ্চারমার্গ হইয়াছে। সঞ্চরণকালে সেই সকল শৃগাল মুখব্যাদানপূর্ব্বক ভীষণ শব্দ করিতে থাকে, এবং তাহাদের মুখ হইতে ভয়ঙ্কর উল্কা নির্গত হয়। যে সকল দীর্ঘিকাজল প্রমদাগণের সুকুমার করাগ্র দ্বারা মৃদু মৃদু তাড়িত হইয়া মৃদঙ্গের ন্যায় গম্ভীর মনোহর ধ্বনি করিত, এক্ষণে বন্য মহিষগণের বিশাল শৃঙ্গের প্রচণ্ড আঘাতে সেই সকল হইতে অতি কঠোর শব্দ নিঃসৃত হইতেছে। আহা! অযোধ্যার ক্রীড়া-ময়ূরগণ যষ্টিরূপ বাসস্থানের অভাবে বৃক্ষশাখায় বাস করিতেছে, মুরজশব্দাভাবে নৃত্যহীন হইয়াছে, এবং দাবানলশিখা দ্বারা তাহাদের মনোহর বর্হভারের অগ্রভাগ দগ্ধ হইয়াছে, সুতরাং তাহারা ক্রীড়াময়ূর হইয়াও সম্প্রতি বন্যময়ূরবৎ কষ্টভোগ করিতেছে।

হায়! আমার যে সকল সোপানমার্গে প্রমদাগণ সালক্তক চরণ-যুগল নিক্ষেপ করিত, অধুনা ভীষণ শার্দ্দূলগণ সেই সকল সোপান-পথে মৃগরুধিরার্দ্র চরণ অর্পণ করিতেছে। মনোহর সৌধাবলীর ভিত্তিফলকে চিত্রিত পদ্মবনের মধ্যে যে সকল চিত্রিত মত্ত হস্তী

আছে, যাহাদের মুখে চিত্রার্পিত করেণুকাগণ কৃত্রিম মৃণালখণ্ড অর্পণ করিতেছে, সম্প্রতি প্রচণ্ড মৃগেন্দ্র-নখাঙ্কুশপ্রহারে তাহাদের কুম্ভদেশ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। রমণীয় প্রাসাদপুঞ্জে স্তম্ভকলাপস্থ দারুময়ী যোষিৎপ্রতিকৃতির বর্ণবিন্যাস বিশীর্ণ হইয়াছে এবং তাহাদিগের ধূসরবর্ণ কলেবরে ভুজঙ্গবিমুক্ত নির্ম্মোক সকল স্তনাবরণস্বরূপ বিরাজমান হইতেছে। আহা! কি পরিতাপের বিষয়, যে সকল সুধাধবলিত প্রাসাদভিত্তিতে চন্দ্রকিরণাবলী প্রতিফলিত হইয়া অতি মনোহর শোভা সম্পাদন করিত এক্ষণে সেই সকল সৌধরাজি কালক্রমে মলিন হইয়া গিয়াছে, এবং তাহাতে ইতস্ততঃ তৃণাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং মুক্তাফলের ন্যায় স্বচ্ছ চন্দ্রকরজাল আর তাহাতে পূর্ব্ববৎ প্রতিফলিত হয় না। বিলাসিনীগণ ভঙ্গভয়ে আমার উদ্যানলতার যে সকল সুকোমল শাখাপল্লব অতিসদয় ভাবে অবনত করিয়া পুষ্পচয়ন করিত, সম্প্রতি বন্য পুলিন্দগণ এবং বানরগণ সেই সকল শাখাপল্লব নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে কতই কষ্ট দান করিতেছে। হায়! অযোধ্যার আর কি সেরূপ অপরূপ শোভা আছে? সুরম্য হর্ম্ম্যাবলির বিচিত্র সুবর্ণখচিত বাতায়নকলাপ আর পূর্ব্বের ন্যায় দিবাভাগে কামিনীগণের মুখকমলে এবং রজনীযোগে দীপালোকে অলঙ্কৃত হয় না, সম্প্রতি উহা লূতাতন্তুজালে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অযোধ্যার অধঃস্থিত সরযূ নদী উপান্তজাত বেতসবনে আচ্ছাদিত হওয়াতে হতশ্রী হইয়াছে। ফলতঃ প্রভুর অবিদ্যমানে অযোধ্যানগরীর এই সকল দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। অতএব আপনার পিতা যেমন মানুষকলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় পরমাত্মমূর্ত্তিতে প্রবেশ করিয়াছেন, সেইরূপ আপনাকেও এই কুশাবতী পরিত্যাগপূর্ব্বক পৈতৃক রাজধানী অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে হইবে।

রঘুশ্রেষ্ঠ কুশ তথাস্তু বলিয়া তদীয় বাক্য স্বীকার করিলেন।

তখন দেবী মুখপ্রসাদে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। নৃপতি প্রাতঃকালে সভাসদ্ ব্রাহ্মণগণের নিকট সেই অদ্ভুত রাত্রিবৃত্তান্তের আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। তাঁহারা শুনিয়া কুলরাজধানী কুশকে স্বয়ং বরণ করিতে আসিয়াছিলেন এই নিশ্চয় করিয়া ভূপালের যথেষ্ট অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কুশ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে কুশাবতী সম্প্রদান করিয়া সৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন।

মহারাজ কুশ অযোধ্যার উপকণ্ঠস্থ সরযূ নদীর উপকূলে উপস্থিত হইয়া রঘুবংশীয় প্রাচীন ভূপতিগণের শত শত যূপস্তম্ভ দেখিতে পাইলেন। তথায় সুশীতলবায়ুসেবনে অধ্বশ্রম অপনীত করিয়া শিবিরসন্নিবেশ করিতে আদেশ দিলেন, এবং নগরসংস্কারার্থ সহস্র সহস্র শিল্পিলোক নিযুক্ত করিলেন। শিল্পিগণ কতিপয় দিবসের মধ্যে অযোধ্যা নগরীকে পুনর্ব্বার নবীনপ্রায় করিল। নগরসংস্কারানন্তর বাস্তুবিধানজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা নগরীর পূজা সম্পাদন করিয়া রাজা রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি গৃহে প্রবেশ করিলে অযোধ্যা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা যোষিতের ন্যায় সাতিশয় শোভমানা হইল। মহারাজ কুশ এই রূপে নগরশোভা সংবর্দ্ধন করিয়া ত্রিদশাধিপতির ন্যায় একাধিপত্য করিতে লাগিলেন।

এ দিকে গ্রীষ্মকাল উপস্থিত। দিনমণি দক্ষিণ দিক্ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন, উত্তর দিক্ হিমক্ষরণচ্ছলে সুশীতল আনন্দবাষ্প পরিত্যাগ করিতে লাগিল, দিবসের তাপবৃদ্ধি হইল, রজনী দিন দিন ক্ষীণ হইযা উঠিল, দীর্ঘিকাজল শৈবালবিশিষ্ট সোপান হইতে প্রতিদিন অধোভাগে গমন করিতে আরম্ভ করিল, এবং তত্রত্য পদ্মনাল সকল জলাভাবে ক্রমে ক্রমে উদ্দণ্ড হইতে লাগিল, বনে নবমল্লিকা ফুটিল, মধুকরগণ বিকসিত নবমল্লি-

কান্তালে পাদ নিক্ষেপ করিয়া গুন্ গুন্ রবে যেন প্রস্ফুটিত কোরকাবলী গণনা করিতে আরম্ভ করিল, ধনিকগণ যন্ত্র-প্রবাহসিক্ত ধারাগৃহে চন্দনরসধৌত সুশীতল মণিময় শিলাশয্যায় শয়ন করিয়া আতপতাপ অতিবাহিত করিতে লাগিল।

একদা রাজাধিরাজ কুশ বায়ুসেবনার্থ সরযূতীরে যাইয়া দেখিলেন, উন্মদ রাজহংসগণ সরযূর তরঙ্গবেগে আন্দোলিত হইয়া জলবিহার করিতেছে, এবং তীরস্থ লতাকুসুমে জলপ্রবাহ বিভূষিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি জলবিহার করিতে উৎসুক হইলেন। অনন্তর সরযূতটে পটগৃহস্থাপনপূর্ব্বক সহস্র সহস্র জালিক পুরুষ দ্বারা জলস্থ নক্রাদি হিংস্র জন্তু সকল অপসারিত করিলেন। নদী পরিশোধিত হইলে জলবিহারার্থ অবরোধবর্গের সহিত সরযূর সোপানপথে অবতীর্ণ হইলেন। অবরোহণকালে তদীয় অন্তঃপুর-সুন্দরীগণের কেয়ূরবিঘট্টনরবে এবং নূপুরঝনৎকারে জলস্থ কলহংস সকল চকিত হইয়া উঠিল। রাজা অবরোধবর্গের বারিবিহার-কৌতুকদর্শনার্থ নৌকাধিরোহণ করিলেন। কামিনীগণ জলবিহার আরম্ভ করিলে তিনি স্বকীয় পার্শ্বগত চামরগ্রাহিণী কিরাতীকে কহিলেন, দেখ কিরাতি! বারিবিহারাসক্ত মদীয় অবরোধবর্গের গাত্রস্খলিত অঙ্গরাগ সংসর্গে সরযূর জল সায়ংকালীন মেঘমালার ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়াছে, বারিবিহারিণীগণের কর্ণচ্যুত শিরীষ-কুসুমাবলী তরঙ্গবেগে সঞ্চালিত হইয়া শৈবালপ্রিয় মীনগণকে ছলনা করিতেছে, অন্তঃপুরিকাগণ সুমধুর স্বরে গান করিতে করিতে গভীর মৃদঙ্গবাদ্যের ন্যায় অতি মনোহর বারিবাদ্য করিতেছে, তীরস্থ ময়ূরগণ তৎশ্রবণে মেঘগর্জ্জনজ্ঞানে ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া কেকারব করিতেছে, ক্রীড়াসক্ত সখীগণের করোৎ-পীড়িত বারিধারা উঁহাদের চূর্ণকুন্তলস্থ কুঙ্কুমরেণুসংস্পর্শে রক্তবিন্দুর ন্যায় পতিত হইতেছে। দেখ এই কামিনীগণের

কেশপাশ আলুলায়িত এবং পত্রলেখা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; তথাপি ইহাদের মুখশ্রী আমার হৃদয় আকর্ষণ করিতেছে। এই বলিয়া কুশ নৌকা হইতে অবরোহণপূর্ব্বক অপ্সরঃপরিবৃত দেবরাজের স্থায অবলাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া জলবিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। অবলাগণ তদীয় সংসর্গে ইন্দ্রনীল-সংসর্গিত মুক্তামণির স্থায় সাতিশয় শোভমান হইল। তাহাবা সকৌতুক মনে সুবর্ণশৃঙ্গ দ্বারা কুশের সর্ব্বাঙ্গে বর্ণবারি সেচন করিতে লাগিল।

রামচন্দ্র কুশেব রাজ্যাভিষেককালে তাঁহাকে অগস্ত্যদত্ত এক অপূর্ব্ব দিব্যাভরণ প্রদান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সেই আভরণ ক্রীড়াসক্ত কুশের হস্ত হইতে সলিলে স্খলিত হইল। মহারাজ কুশ জলবিহারানন্তব প্রমদাগণের সহিত তীরস্থ উপকার্য্যায় আগমন করিবামাত্র দেখিলেন, তাঁহার বাহুতে সে দিব্যাভরণ নাই; তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পিতৃদত্ত জৈত্রাভবণের লাভপ্রত্যাশায় জালিক পুরুষদিগকে অন্বেষণ করিতে আদেশ দিলেন। তাহারা বহুতর প্রযত্ন কবিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পরে নৃপতিগোচরে আসিযা বিনীত বচনে নিবেদন কবিল, মহারাজ! আমবা অনেক অন্বেষণ করিযাও আপনকার আভরণ পাইলাম না। এই নদীগর্ভস্থ হ্রদেব অভ্যন্তরে কুমুদ নামে নাগরাজ বাস করেন। বোধ হয়, লোভপ্রযুক্ত তিনিই অপহরণ করিয়া থাকিবেন।

অপহরণ করিয়াছে শুনিয়া মহারাজ কুশের দুই চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি নাগরাজের আশু বিনাশার্থ গারুড়াস্ত্রের সন্ধান করিলেন। শরসন্ধান করিবামাত্র হ্রদের জল উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, এবং করিবৃংহিতের স্থায তথা হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ উঠিতে লাগিল, ক্ষণকাল পরে নাগরাজ কুমুদ

পরম সুন্দরী এক কুমারী সমভিব্যাহারে হ্রদ হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। কুশ সেই কুমারীর করদেশে স্বকীয় দিব্যাভরণ অবলোকন করিয়া ক্রোধপরিহারপূর্ব্বক গারুড়াস্ত্রের প্রতিসংহার করিলেন। কুমুদ ত্রিলোকনাথ রঘুনাথের পুত্রকে প্রণিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি জানি আপনি সুরকার্য্যোদ্যত রামরূপী ভগবান্ নারায়ণের পুত্র। আপনি আমার আরাধনীয় বস্তু। আমার কি সাধ্য যে, আমি আপনকার কোপোদ্দীপন করি। আমার এই ভগিনীটি কন্দুকক্রীড়া করিতেছিল। এমত সময়ে হ্রদ হইতে অধঃপতিত ভবদীয় জাজ্বল্যমান জৈত্রাভরণ অবলোকন করিয়া বাল্যচাপল্য প্রযুক্ত গ্রহণ করিয়াছে। অতএব হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি আপনকার আজানুলম্বিত ভুজে পুনর্ব্বার এই দিব্যাভরণ সংযোজিত করুন এবং আমার এই কনিষ্ঠা ভগিনী কুমুদ্বতীকে স্বীয় সহধর্ম্মিণী রূপে গ্রহণ করুন।

কুশ কুমুদের প্রার্থনায় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। নাগরাজ কুমুদ বন্ধুবান্ধবের সহিত সমবেত হইয়া কুমুদ্বতীকে যথাবিধি সম্প্রদান করিলেন। রাজা প্রজ্বলিতহুতাশনসমীপে কুমুদ্বতীর পাণিগ্রহণ করিলে দেবগণ দুন্দুভিধ্বনি এবং পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই রূপে নাগরাজ কুমুদ ত্রিলোকীনাথ রামচন্দ্রের পুত্রকে এবং রঘুরাজ কুশ তক্ষকের পঞ্চম পুত্র কুমুদকে মিত্র লাভ করিয়া পরস্পর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধ হওয়াতে কুমুদ চিরশত্রু গরুড়ের ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইলেন এবং কুশের রাজ্যে সর্পভয় নিবৃত্ত হইল।

সপ্তদশ সর্গ।

কুমুদ্বতীর গর্ভে কুশের এক পুত্র সন্তান হইল, তাঁহার নাম অতিথি। সেই পরম সুন্দর কুমার জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় কুলই পবিত্র করিলেন। মহারাজ কুশ স্বীয় তনয়কে প্রথমতঃ কুলোচিত বিদ্যার অর্থগ্রাহী, পরে পরম সুন্দরী নৃপদুহিতার পাণিগ্রাহী করিলেন। একদা রাজাধিরাজ কুশ ইন্দ্রের সাহায্যার্থে দুর্জ্জয়নামক দুর্দ্দান্ত দানবের সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে তিনি দুর্জ্জয়কে বিনাশ করিলেন এবং দুর্জ্জয়ও তাঁহাকে বিনাশ করিল। নাগরাজের কনিষ্ঠ ভগিনী কুমুদ্বতী ভর্তৃশোকে নিতান্ত অধীর হইয়া কুশের সহগমন করিলেন। মরণানন্তর কুশ ইন্দ্রের আসনার্দ্ধভাগী সহচর এবং কুমুদ্বতী শচীর পারিজাতাংশহারিণী সহচরী হইলেন।

প্রাচীন মন্ত্রিবর্গ সংগ্রামাভিমুখে প্রভুর পশ্চিমনির্দ্দেশ স্মরণ করিয়া তৎপুত্র অতিথির অভিষেকের নিমিত্ত শিল্পিগণ দ্বারা চতুস্তম্ভাধিষ্ঠিত এক নবীন মণ্ডপ প্রস্তুত করাইলেন এবং সেই মণ্ডপে সুবর্ণকুম্ভস্থ তীর্থবারি দ্বারা ভদ্রপীঠোপবিষ্ট অতিথিকে অভিষিক্ত করিলেন। প্রবীণ জ্ঞাতিবর্গ দূর্ব্বা, যবাঙ্কুর, প্লক্ষত্বক্, অভিন্নপুট বালপল্লব প্রভৃতি নির্ম্মঞ্ছনাসামগ্রী সকল রাজাকে সম্প্রদান করিলেন। মন্ত্রপূত পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া বৃষ্টিধৌত সৌদামিনীর ন্যায় তাঁহার তেজঃপুঞ্জ দ্বিগুণতর প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল। স্থানে স্থানে নৃত্যগীত ও স্থানে স্থানে বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। বন্দিগণ সুমধুর স্বরে স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। অতিথি অভিষেকান্তে স্নাতক ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর ধন দান করিলেন। বিচক্ষণ দ্বিজগণ পর্য্যাপ্তধনলাভে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি অধিরাজ হইয়া বদ্ধ ব্যক্তিদিগের বন্ধনচ্ছেদ করিয়া

দিলেন। ভারবাহন, গোদোহন প্রভৃতি জন্তুবর্গের ক্লেশকর কার্য্য সমুদায়ই নিষেধ করিলেন। ক্রীড়াবিহঙ্গমগণ তাঁহার আদেশক্রমে পঞ্জরবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যথা ইচ্ছা চলিয়া গেল।

অনন্তর মহারাজ অতিথি, বেশগ্রহণার্থ কক্ষান্তরন্যস্ত পবিত্র গজদন্তাসনে উপবেশন করিলেন। প্রসাধকগণ হস্তপ্রক্ষালনপূর্ব্বক ধূপসংস্পর্শে তদীয় কেশসংস্কার করিয়া তাঁহাকে নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিল। মৃগনাভিসুবাসিত চন্দন দ্বারা অঙ্গরাগ ও গোরোচনা দ্বারা পত্ররচনা করিয়া দিল। অতিথি অলঙ্কৃত হইয়া, গলে মাল্যধারণ করিয়া এবং হংসচিত্রিত বিচিত্র দুকূল-যুগল পরিধান করিয়া রাজলক্ষ্মীবধূর বরের ন্যায় দর্শনীয় হইলেন। হিরণ্ময় আদর্শতলে নেপথ্যশোভাসন্দর্শনকালে তাঁহার মুকুর প্রবিষ্ট প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন রবিকরস্পৃষ্ট সুমেরু পর্ব্বতে কল্পতরু প্রতিফলিত হইয়াছে। অতিথি এই রূপে বেশভূষা সমাপন করিয়া দেবসভাতুল্য রাজসভায় গমন করিলেন। পরিচারকগণ হস্তে ছত্র চামর লইয়া জয়শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল। রাজা রাজসভায় প্রবিষ্ট হইয়া চন্দ্রাতপবিশিষ্ট পৈতৃক নৃপাসনে উপবেশন করিলেন। প্রণতিপরায়ণ নৃপগণের মণিময় মুকুট দ্বারা তদীয় সৌবর্ণ-পাদপীঠ উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। অনুজীবিগণ সেই নবীন রাজার প্রসন্নমুখরাগ ও সস্মিত বচন প্রয়োগ দেখিয়া তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ বিশ্বাস বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

পরিশেষে অতিথি ঐরাবতাধিরূঢ় সুরপতির ন্যায় গজরাজে আরোহণপূর্ব্বক রাজপথে ভ্রমণ করিয়া অযোধ্যা নগরীকে ত্রিদশনগরীর ন্যায় শোভমান করিলেন। ভ্রমণকালে পুরসুন্দরীগণ তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত ও একান্ত চমৎকৃত হইল। অযোধ্যার সুপ্রতিষ্ঠিত দেব দেবী

সকল প্রণতিসময়ে প্রতিমাগত সান্নিধ্য দ্বারা তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অগ্রে ধূমোদ্গম তদনন্তর বহ্নিশিখা উদিত হইয়া থাকে, অগ্রে সূর্য্যোদয় তদনন্তর কিরণ-জাল বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে, তৈজস পদার্থের এইরূপ রীতি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মহারাজ অতিথি তেজস্বী হইলেও তাঁহাতে সেই ক্রমের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইল; তিনি এক কালেই তেজঃ-প্রতাপাদি সমস্ত রাজগুণের সহিত অভ্যুদয়শালী হইয়া উঠিলেন।

অভিষেকজলাপ্লুত মণ্ডপবেদী পরিশুষ্ক না হইতেই তদীয় দুঃসহ প্রতাপ দিগন্তব্যাপী হইল, না হইবে কেন? মহর্ষি বশিষ্ঠের সমন্ত্র এবং অতিথির তীক্ষ্ণাস্ত্র উভয়ে সমবেত হইলে কিনা সম্পন্ন করিতে পারে? মহারাজ অতিথি ধার্ম্মিকের পরম মিত্র, অধার্ম্মিকের প্রচণ্ড শত্রু ছিলেন। তিনি অতন্দ্রিত হইয়া প্রতিদিন অর্থিপ্রত্যর্থিগণের ব্যবহার দর্শন করিতেন, এবং ব্যবহার দর্শনা-নন্তর অধিকৃত লোকদিগের আবেদন শুনিয়া পাত্রানুসারে ফল যোজনা করিতেন। প্রজাগণ কুশের রাজত্বকালে যেরূপ সম্পন্ন হইয়াছিল, অতিথির সময়ে ততোধিক ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিল। তিনি যাহা বলিতেন তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। যাহা দান করিতেন তাহা আর কদাপি প্রত্যাহরণ করিতেন না। কেবল শত্রুদিগকে আদৌ উৎখাত পশ্চাৎ প্রতিরোপিত করায় তাঁহার ঐ দৃঢ় ব্রত ভঙ্গ হইয়াছিল। রূপ, যৌবন এবং সম্পত্তি ইহারা প্রত্যেকেই মদকারণ, কিন্তু এই কারণসমষ্টি থাকিতেও অতিথির মন কিঞ্চিন্মাত্র বিকৃত হইত না। তিনি অহরহঃ প্রজারঞ্জন করিয়া কতিপয় দিবসের মধ্যে তাহাদিগের অনুরাগ-ভাজন হইলেন, সুতরাং অভিনব ভূপাল হইয়াও দৃঢ়মূল তরুর ন্যায় বিপক্ষগণের নিতান্ত অক্ষোভ্য হইয়া উঠিলেন। বাহ্য শত্রুগণ অনিত্য, তাহারা কদাচিৎ রোষ কদাচিৎ বা সন্তোষ প্রকাশ

করিয়া থাকে এবং তাহারা শরীর হইতে অনেক দূরে আছে, অতএব তিনি অগ্রেই অভ্যন্তরস্থ কামাদি দুর্জ্জয় রিপুবর্গ জয় করিলেন। রাজলক্ষ্মী স্বভাবতঃ চপলা হইয়াও সেই মহানুভাবের কাছে নিকষোপলস্থ হেমরেখার ন্যায় স্থির ভাব অবলম্বন করিলেন। শৌর্য্যবিহীন রাজনীতি কেবল কাতরতামাত্র, এবং নীতিহীন শৌর্য্য শ্বাপদচেষ্টিতের ন্যায় হিংস্রবৃত্তিমাত্র, এই ভাবিয়া তিনি নীতিগর্ভ শৌর্য্য অবলম্বন করিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ অতিথি সর্ব্বত্র এরূপ প্রণিধি প্রেরণ করিতেন যে, তদীয় অধিকারমধ্যে অতিসামান্য ঘটনাও তাঁহার অজ্ঞাতসারে ঘটিতে পারিত না। দিবারাত্রি যে বিভাগে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নৃপাধিকার শাস্ত্রে কথিত আছে, তিনি অসন্দিহান চিত্তে তাহা সম্পন্ন করিতেন। প্রত্যহই তাঁহার রাজ্যসংক্রান্ত বিষয় লইয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত ঘোরতর বিচার হইত; বিচারান্তে যাহা সিদ্ধান্ত করিতেন, তাহা অহরহঃ ব্যবহার করিলেও আকার বা ইঙ্গিত দ্বারা অন্যে প্রকাশ পাইত না। তিনি কদাচ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন নাই, বরং স্বয়ংই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন; তথাপি তাঁহার দৃঢ়তর দুর্গ সকল প্রস্তুত থাকিত, না থাকিবে কেন? গজাস্কন্দী কেশরী কি ভয় প্রযুক্ত গিরিগুহায় শয়ন করিয়া থাকে? তিনি কদাচ অহিতকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন না। যাহা করিতেন তৎসমুদায়ই প্রজাদিগের কল্যাণজনক। কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে কি করা হইল, কি করিতে হইবে সর্ব্বদা এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেন। তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সকল শালিগর্ভস্থ তণ্ডুলের ন্যায় অতিনিগূঢ় ভাবে পরিণত হইয়া উঠিত। তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়াও কদাচ বিপথে পদার্পণ করিতেন না; করিবেন কেন?

সমুদ্র উচ্ছলিত হইলেও কি নদীমুখ ব্যতীত অন্য পথে গমন করিয়া থাকে? তিনি যাহাতে লোকবিরাগ হইবার সম্ভাবনা এরূপ কর্ম্ম কদাচ করিতেন না, যদিও দৈববশাৎ প্রজাগণ তাঁহার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্ত হইত তৎক্ষণাৎ তাহার প্রশমন করিতে পারিতেন। সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন মহানুভব অতিথি স্বকীয় বলাবল বিবেচনা করিয়া আপন অপেক্ষা হীনবল ব্যক্তির প্রতিই আক্রমণ করিতেন, প্রবল নৃপালের নিকট কদাচ পরাক্রম প্রকাশ করিতেন না; করিবেন কেন? দাবানল বায়ুর সাহায্য পাইলেও কি তৃণব্যতীত জল প্রার্থনা করিয়া থাকে? ধর্ম্মার্থকাম ত্রিবর্গের প্রতি তাঁহার নির্ব্বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি ধর্ম্মের অবিরোধে অর্থকাম উপার্জ্জন করিতেন এবং অর্থকামের অবিরোধে ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতেন। মহাবাজ অতিথি কুটযুদ্ধের বিধানজ্ঞ হইয়াও কেবল ধর্ম্মযুদ্ধমাত্র অবলম্বন করিতেন, সুতরাং জয়শ্রী অনায়াসেই সেই ধর্ম্মবিজেতার হস্তগামিনী হইতেন। অতি দুর্ব্বল মিত্র কোন প্রকার উপকারে আইসে না, অতিশয় প্রবল মিত্র নিগূঢ় সন্ধান পাইয়া অপকারচেষ্টা করিতে পারে, এই বিবেচনা করিয়া তিনি মধ্যমভাবাপন্ন লোকদিগের সহিত বন্ধুতা করিতেন। তিনি যে অর্থ সংগ্রহ করিতেন সে কেবল লোকের আশ্রয়ণীয় হইবার নিমিত্ত; যেহেতু চাতক বারিগর্ভ বারিধরকেই অভিনন্দন করিয়া থাকে। তিনি শত্রুকার্য্যের ব্যাঘাত করিতে যাইয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া আসিতেন। রিপুগণকে রন্ধ্রে প্রহার করিতে যাইয়া স্বকীয় রন্ধ্র গোপন করিয়া রাখিতেন, এবং রণনিপুণ সেনাগণকে স্বদেহনির্ব্বিশেষে সমাদর করিতেন।

মহানুভব অতিথি এইরূপ সতর্কতাপূর্ব্বক সামাদি উপায়-চতুষ্টয়ের প্রয়োগ করিয়া কতিপয় দিবসের মধ্যে প্রযুক্ত নীতির অপ্রতিহত ফলভাগী হইলেন। বিপক্ষগণ প্রতাপমাত্রশ্রবণে

সন্ত্রস্ত হইয়া ফনিশিরোমণির ন্যায় তদীয় শক্তিত্রিতয় কদাচ আকর্ষণ করিতে পারিত না। বণিগ্‌গণ নদীতে গৃহদীর্ঘিকার ন্যায়, বনে উপবনের ন্যায় এবং পর্ব্বতে স্বকীয় গৃহের ন্যায় যথেচ্ছ গমনাগমন করিয়া স্বাবলম্বিত ব্যবসায় সকল অনায়াসেই সম্পন্ন করিতে লাগিল। সেই মহানুভাব বিঘ্নভয় নিবারণ করিয়া তাপসগণের নিকট অক্ষয্য রাজকর স্বরূপ তপস্যার ষষ্ঠ ভাগলাভ করিতেন। দস্যুতস্কর ভয়নিবারণ করিয়া প্রজাগণের নিকট ষষ্ঠাংশ রাজস্ব পাইতেন। পৃথিবীও আকর হইতে রত্ন, ক্ষেত্র হইতে শস্য এবং বন হইতে গজ দান করিয়া তাঁহাকে রক্ষানুরূপ বেতন প্রদান করিতেন। চন্দ্র ও সমুদ্রের হ্রাসবৃদ্ধি উভয়ই হইয়া থাকে, কিন্তু তদীয় বৃদ্ধির কদাচ হ্রাস হইত না, ইন্দুকিরণ পদ্মে বা সূর্য্যকিরণ কুমুদে প্রবিষ্ট হয় না, কিন্তু তদীয় গুণগণ কি শত্রু, কি মিত্র, সকলেরই হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তিনি উদিত সূর্য্যের ন্যায় আত্মপ্রদর্শন দ্বারা দুরিতনাশ ও তত্ত্বার্থপ্রকটন দ্বারা অজ্ঞানতা-নাশ করিয়া প্রজাগণের মহোপকার সাধন করিতেন।

মহারাজ অতিথি এইরূপ রাজ্যশাসন দ্বারা অসাধারণ্য লাভ করিয়া সমস্ত নৃপগণের উপর একাধিপত্য করিতে লাগিলেন। লোকে তাঁহার অলোকসামান্য গুণ সন্দর্শন করিয়া তাঁহাতে ইন্দ্রাদি লোকপালের পঞ্চম, ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূতের ষষ্ঠ, এবং মহেন্দ্র মলয়াদি সপ্ত কুলাচলের অষ্টম বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। নৃপগণ তদীয় আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আপন আপন রাজ্য প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিলেন। লোকপাল সকল তৎসন্নিধানে শরণাগতের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র যথাকালে বারিবর্ষণ করিতেন। যম রোগোপদ্রব নিবারণ করিতেন। বরুণ জলমার্গ নির্ব্বিঘ্ন করিয়া দিতেন। কুবের তদীয় ধনাগার পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেন।

অষ্টাদশ সর্গ।

নিষধরাজদুহিতার গর্ভে অতিথির এক পুত্র সন্তান হইল। তাঁহার নাম নিষধ। নিষধ ক্রমে যুবা, পরাক্রান্ত ও প্রজাপালনসমর্থ হইয়া উঠিলেন। সুবৃষ্টিযোগে শস্য পাকোন্মুখ হইলে প্রজালোকে যেমন সন্তুষ্ট হয়, অতিথি সেই সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র লাভে তদ্রূপ আহ্লাদিত হইলেন। পরিশেষে তিনি নিষধকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বিষয়বাসনায় জলাঞ্জলিপ্রদানপূর্ব্বক স্বকর্ম্মলব্ধ ত্রিদশনগরীতে প্রস্থান করিলেন। কুশের পৌত্র নিষধ পিতার পরলোকান্তে সসাগরা বসুন্ধরায় একাধিপত্য করিতে লাগিলেন।

নিষধের মরণানন্তর তৎপুত্র নল পৈতৃক রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইলেন। নল দেখিতে পরম সুন্দর যুবা পুরুষ ছিলেন। তিনি অনুপম পরাক্রম প্রকাশ করিয়া ত্রিলোকে যশোবিস্তার করিলেন। নলের পুত্র নভঃ। নভঃ দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। প্রজাগণ তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ছিল। মহারাজ নল জীর্ণাবস্থায় স্বীয় তনয় নভকে উত্তর কোশলের আধিপত্য প্রদান করিয়া পরমপুরুষার্থ মুক্তিপদার্থ লাভ করিবার বাসনায় তপোবনে জীবনের শেষভাগ যাপন করিলেন। নভের পুত্র পুণ্ডরীক। পুণ্ডরীক দিগ্‌গজের ন্যায় সাতিশয় পরাক্রান্ত ও নৃপগণের স্তবভিভবনীয় ছিলেন। তিনি স্বপুত্র ক্ষেমধন্বাকে প্রজাপালনসমর্থ দেখিয়া তদীয় হস্তে চিরকৃত রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক বার্দ্ধক্যদশা তপোবনে অতিবাহিত করিলেন। ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক। দেবানীক দেবতুল্য ও অতুল্যপরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহার প্রতি বর্ণাশ্রমপালনের ভার অর্পণ করিয়া স্বর্গাধিরোহণ করিলেন। দেবানীকের পুত্র অহীনগু। অহীনগু অতিশয়

মিষ্টভাষী। তিনি স্বীয় প্রিয়ংবদতাগুণে সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। অহীনগু হীনসংসর্গ করিতেন না। ব্যসনগণ সেই সুচতুর অভ্যুদয়োৎসাহী যুবা রাজর্ষির ত্রিসীমায়ও আসিতে পারিত না। মহারাজ অহীনগু পিতার মরণানন্তর সামাদি উপায়চতুষ্টয় প্রয়োগ করিয়া চতুর্দ্দিকের অধীশ্বর হইলেন। অহীনগুর মরণানন্তর তৎপুত্র পারিযাত্র রাজ্যাধিকারী হইলেন। পারিযাত্রের পুত্র শিল। শিল অতিসুশীল, পরাক্রান্ত, ও বিনয়শালী ছিলেন। মহারাজ পারিযাত্র শিলকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কারারোধসদৃশ রাজকার্য্য হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন এবং স্বয়ং অকণ্টক সুখোপভোগ করিতে লাগিলেন এবং অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা নিবন্ধন অকালে জরাগ্রস্ত হইয়া করাল কালগ্রাসে পতিত হইলেন। অনন্তর তৎপুত্র শিল একাকী অখণ্ডভূমণ্ডল শাসন করিতে লাগিলেন।

শিলের মরণানন্তর তৎপুত্র উন্নাভ রাজ্য পাইলেন। উন্নাভের রাজত্বানন্তর তৎপুত্র বজ্রনাভ রাজ্যাধিকারী হইলেন। বজ্রনাভ স্বর্গারোহণ করিয়া বজ্রধরের অর্দ্ধাসন অধিকার করিলেন। তৎপরে তৎপুত্র শঙ্খণ উত্তর কোশলের অধীশ্বর হইলেন। শঙ্খণের মরণানন্তর তৎপুত্র ব্যুষিতাশ্ব পৈত্র পদে অভিষিক্ত হইলেন। মহারাজ ব্যুষিতাশ্ব ভগবান্ কাশীশ্বরের আরাধনা করিয়া এক পুত্র লাভ করিলেন। তাঁহার নাম বিশ্বসহ। বিশ্বসহ নীতিশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও প্রজাগণের পরম হিতকারী ছিলেন। বিশ্বসহের পুত্র হিরণ্যনাভ। মহারাজ বিশ্বসহ সেই মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রের সাহায্য পাইয়া বায়ুসহকৃত হুতাশনের ন্যায় রিপুগণের নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। পরিশেষে স্বীয় পুত্র হিরণ্যনাভকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অবিনশ্বরসুখাভিলাষে তপোবনে জীবনযাপন করিলেন হিরণ্যনাভের পুত্র কৌশল্য।

মহারাজ কৌশল্য, ব্রহ্মিষ্ঠনামক পরম ধার্ম্মিক পুত্রকে নিজাধিকারে নিযুক্ত করিয়া চরমে পরমপুরুষার্থ লাভ করিলেন। ব্রহ্মিষ্ঠ রঘুকুলের ভূষণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসনকালে প্রজাগণ পরমসুখে কালযাপন করিত। ব্রহ্মিষ্ঠের পুত্রের নাম পুত্র। রাজাধিরাজ ব্রহ্মিষ্ঠ সেই কুলধুরন্ধর পুত্রনাম পুত্র দ্বারা বংশস্থিতিসম্ভাবনা করিয়া বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন করিলেন, এবং ত্রিপুষ্কর তীর্থে স্নান করিয়া মরণানন্তর ইন্দ্রের অর্দ্ধাসনভাগী হইলেন। পুত্রের পত্নী পুষ্যনামে এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন। মহানুভব পুত্র স্বীয় পুত্র পুষ্যকে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া তদীয় হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন। পরে যোগিবর মহর্ষি জৈমিনির নিকট যোগশিক্ষা করিয়া চরমে মুক্তিলাভ করিলেন। পুষ্যের মরণানন্তর তদাত্মজ ধ্রুব রাজ্যাধিকারী হইলেন। ধ্রুবের পুত্র সুদর্শন অতিশয় রূপবান্ ছিলেন। পুত্রের শৈশবকাল অতিক্রম না হইতেই ধ্রুব মৃগয়ার্থ বনে যাইয়া প্রচণ্ড সিংহের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন।

মহারাজ ধ্রুবের প্রাচীন অমাত্যবর্গ রাজবিরহে প্রজাগণকে দুঃখিত দেখিয়া তদীয় কুলতন্তু সুদর্শনকে অতিশৈশবকালেই সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। শিশু রাজার অধিষ্ঠানে রঘুকুল বালেন্দুবিভূষিত নভস্তলের, সিংহশাবকাধিষ্ঠিত সুবিস্তীর্ণ বনভূমির, এবং একমাত্রকমলকোরকালঙ্কৃত বিশাল জলাশয়ের সাদৃশ্য লাভ করিল। সুদর্শন ছয় বৎসরের শিশু, তিনি অভিষেকানন্তর অত্যুৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া গজরাজে অধিরোহণপূর্ব্বক রাজমার্গে ভ্রমণ করিতেন। আধোরণ পতনভয়ে তাঁহার অঙ্গযষ্টি অবলম্বন করিয়া থাকিত, তথাপি পুরবাসিগণ তাঁহার প্রতি রাজযোগ্য গৌরব প্রদর্শন করিত। বালক সুদর্শন সুবিস্তীর্ণ পৈতৃক রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া তাহা

পরিপূর্ণ করিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার তেজঃপুঞ্জ অবলোকন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন নৃপাসন পরিপূর্ণ হইয়াছে। সিংহাসনোপবিষ্ট সুদর্শনের লাক্ষারসরঞ্জিত ক্ষুদ্র চরণযুগল অধঃস্থ সৌবর্ণ পাদপীঠে সংলগ্ন হইল না, তথাপি ভূপালগণ মাল্যোন্নত-মস্তক দ্বারা তদীয় পদতলে শত শত প্রণিপাত করিতে লাগিলেন। তৎকালে সুদর্শনের প্রতি মহারাজ শব্দ প্রয়োগ করাও অনুচিত হইল না, তেজস্বী ইন্দ্রনীলমণি অল্প প্রমাণ হইলেও তাহাতে মহানীলশব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কাকপক্ষধর সুদর্শনের মুখ হইতে যে আদেশবাক্য নির্গত হইত, তাহা মহাসমুদ্রের বেলা-ভূমিতেও কদাচ স্খলিত হইবার নহে। তিনি শিরীষকুসুম হইতেও সুকুমার ছিলেন, অঙ্গাভরণও তাঁহার ভারবোধ হইত, তথাপি তিনি সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের গুরুতর ভার বহন করিতে কিছুমাত্র কষ্টবোধ করিতেন না। সুদর্শন বর্ণপরিচয় সমাপন না করিতেই সুবিচক্ষণ পণ্ডিতগণের সংসর্গে দণ্ডনীতি শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেন।

তদীয় বাহুযুগল যুগসাদৃশ্য লাভ করে নাই, গুণাঘাতজনিত কিণচক্রে লাঞ্ছিত হয় নাই, বা খড়্গের মেরুপ্রদেশ স্পর্শ করে নাই, তথাপি তদ্দ্বারা অবনী রক্ষাশালিনী হইলেন। তাঁহার বয়ো-বৃদ্ধিসহকারে শরীরাবয়ব ও কুলোচিত গুণেরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি জন্মান্তরীণ সংস্কার বশতঃ কতিপয় দিবসের মধ্যে ত্রিবর্গের মূলীভূত ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। শাস্ত্রবিদ্যাসমাপনানন্তর শস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতেও অনতিবিলম্বেই কৃতবিদ্য হইলেন। ক্রমে সুদর্শনের তরুণাবস্থা উপস্থিত হইল। অমাত্যগণ বিশুদ্ধ সন্ততির অভিলাষে সুনিপুণ দূতগণ দ্বারা সুলক্ষণাক্রান্ত নৃপদুহিতা মনোনীত করিয়া মহাসমারোহপূর্ব্বক সুদর্শনের উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

ঊনবিংশ সর্গ।

বিচক্ষণ সুদর্শন চরম বয়সে স্বপুত্র অগ্নিবর্ণকে স্বকীয় রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া নৈমিষারণ্য আশ্রয় করিলেন। তথায় তীর্থজল দ্বারা গৃহদীর্ঘিকা, কুশাসন দ্বারা অপূর্ব্ব শয্যা, এবং পত্রাবৃত কুটীর দ্বারা প্রাসাদাবলী বিস্মৃত হইয়া নিষ্কাম তপশ্চর্য্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। অগ্নিবর্ণ কতিপয় বৎসর স্বয়ং কুলোচিত রাজ্যশাসন করিয়া সচিববর্গের প্রতি সাম্রাজ্যের ভারার্পণ পূর্ব্বক নিতান্ত স্ত্রীপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। সেই কামুক সর্ব্বদা কামিনীগণে পরিবৃত হইয়া উত্তরোত্তর উৎসবব্যাপারের শ্রীবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদা নৃত্য গীতে ব্যাসক্ত থাকিতেন। ইন্দ্রিয়ার্থ ব্যতিরেকে ক্ষণকালও থাকিতে পারিতেন না, অহর্নিশ অন্তঃপুর-বিহারে কালহরণ করিতেন, এবং দর্শনোৎসুক প্রকৃতিগণের প্রতি দৃক্‌পাতও করিতেন না। যদিও কদাচিৎ মন্ত্রিগণের অনুরোধে প্রজাপুঞ্জকে দর্শন দিতে সম্মত হইতেন, তাহা কেবল গবাক্ষ-বিবরাবলম্বী চরণমাত্র দ্বারা সম্পন্ন হইত। তাহারা রবিকরস্পৃষ্ট সরোরুহের ন্যায় তদীয় চরণে প্রণিপাত করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিত।

রাজা অগ্নিবর্ণ এইরূপে সর্ব্বকার্য্যপরাঙ্মুখ হইয়া কেবল অনর্থ ইন্দ্রিয়সুখে দিবানিশি যাপন করিতে লাগিলেন। রিপুগণ তাঁহাকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়াও তদীয় মহাপ্রতাপ প্রযুক্ত আক্রমণ করিতে সাহসিক হইত না, কিন্তু তিনি অনিয়তবিহারজনিত ক্ষয়রোগের আক্রমণ অতিক্রম করিতে পারিলেন না। তিনি বৈদ্যের অবাধ্য হইয়া উঠিলেন। মধুপানাদি ব্যসনের দোষ দর্শন

করিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। ক্ষয়রোগে ক্রমে তাঁহাকে ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার বদন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল, আভরণ ভার বোধ হইতে লাগিল এবং বিনাবলম্বনে গমন করিতে একান্ত অশক্ত হইয়া পড়িলেন।

রাজা ক্ষয়াতুর হইলে রঘুবংশ কলামাত্রাবশিষ্টচন্দ্রবিশিষ্ট নভস্তলের, পঙ্কাবশেষিত গ্রীষ্মকালীন জলাশয়ের, এবং নির্ব্বাণোন্মুখ দীপভাজনের সাদৃশ্য লাভ করিল। অমাত্যগণ প্রজাবর্গের নিকট, রাজা এক্ষণে পুত্রলাভার্থ গূঢ় ভাবে জপাদি করিতেছেন, এই বলিয়া রোগবৃত্তান্ত গোপন করিয়া রাখিলেন। সুবিচক্ষণ ভিষগ্‌গণ তাঁহার রোগশান্তির নিমিত্ত অনেক প্রযত্ন করিতে লাগিলেন। সকলই বিফল হইল। তিনি সেই দুঃসাধ্য রোগের হস্ত অতিক্রম করিতে নাপারিয়া কতিপয় দিবসের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। পরিশেষে মন্ত্রিবর্গ সমবেত হইয়া রোগশান্তিব্যপদেশে তদীয় মৃত দেহ গৃহোপবনে লইয়া গেলেন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াবিৎ পুরোহিত দ্বারা মৃত শরীর সংস্কৃত করিয়া সেই উদ্যানমধ্যেই অতিনিগূঢ় ভাবে অগ্নিসাৎ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা রাজমহিষীর সুস্পষ্ট গর্ভচিহ্ন দেখিয়া প্রধান প্রধান পুরবাসীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া অবিলম্বে তাঁহাকেই সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাজ্ঞী অভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনাধিরোহণপূর্ব্বক প্রবীণ মন্ত্রিবর্গের সহিত যথাবিধি ভর্তৃরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।